পারিজাত

শ্রীনীরদমোহিনী বসু

শান্তশীলকুমার, সুধীরকুমার, অনিলকুমার ও
প্রশান্তকুমার বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

শ্রীঅনিলকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত,
৮৬, সাউথ রোড, ইণ্টালি.
কলিকাতা।

শ্রীসুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত
সুলেখা প্রেস,
৫নং, মুসলমান পাড়া লেন,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

জননি, তোমারি নন্দন-বন হইতে চয়ন করি
'পারিজাত'-রাজি, সযতনে আজি তাহে করপুট ভরি
সঁপিলাম, দেবি, অঞ্জলি তব রাতুল চরণ-তলে—
কিছুই যে নাই, গঙ্গারে তাই পূজিনু গঙ্গাজলে।

প্রণত

কলিকাতা।
১৭ই পৌষ, ১৩৩৯।

তোমার—
পুত্র ও কন্যাগণ

ভূমিকা

'পারিজাত' কাব্যের ভূমিকা রচনার দায়িত্ব বড় বিচিত্র। এ দায়িত্বের গুরুত্ব প্রচুর; কিন্তু আনন্দবোধ ততোধিক। বিলাতী ক্লারিয়োনেটের সুরে যখন বাঙলার আকাশ আচ্ছন্ন, সহসা সেই সময় তাহার এক সুদূর মর্ম্মরমুখর শ্যামবনে বাঙলার অর্দ্ধবিস্মৃত অথচ চিরন্তন বাঁশের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। বিলাতী সঙ্গীতের শার্পফ্ল্যাটের কৃত্রিমসুন্দর বৈচিত্র্য পলকের মধ্যে দেশী সঙ্গীতের সহজসুন্দর কড়িকোমলে হারাইয়া গেল!

সাহিত্যের জাতিভেদ নাই, অন্ততঃ থাকা উচিত নয়, তর্কের খাতিরে একথা মানিতে আপত্তি করি না। তবু, মানুষ এক হইলেও ভৌগলিক সংস্থান তাহার দেহের এবং মনের দুয়েরই রূপগত ভেদ সৃষ্টি করিবেই। এই দুইরূপের সম্মিলনে জীবন এবং জাতীয় জীবন ব্যষ্টিজীবনের সঙ্কলিত ফল ছাড়া কিছুই নয়। সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিবিম্ব হয়, পরিস্থিতির প্রভাব তাহার উপর থাকিবেই। বাঙলা সাহিত্য যতই বিশ্বসাহিত্যে সিদ্ধিলাভ করুক না কেন, বাঙলাকে অস্বীকার করিয়া এ সিদ্ধি তাহার পক্ষে শুধু অসম্ভব নয়, অসঙ্গত। তাই এ যুগের সাহিত্য দেখিয়া আমরা গৌরব বোধ করি, কিন্তু তৃপ্তি পাই না।

'পারিজাত' বাঙলার কাব্য, বাঙালীর জীবনালেখ্য।

মধুসূদনের প্রতিভার আলোকে যখন বাঙলার কাব্যোদ্যানে দেশীবিলাতী শত শত ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে, ঠিক সেই সময় একদিন বাঙালীগৃহের এক অতিনিভৃত প্রাঙ্গণ প্রান্তে একান্ত সঙ্কোচে অতি সন্তর্পণে 'পারিজাতে'র মুকুল দেখা দিল। কবির জীবন-পারিজাতও তখন কৈশোরমুকুলে সম্পুটিত। প্রথম কবিতাটির রচনা হয় কবির বারোবৎসর বয়সে। এমনি বারো বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের এক নারীকবিও তাঁহার প্রথম কবিতা রচনা করেন—তিনি ফেলিসিয়া হেমান্স। 'কৈশোরের' কোরক 'তারুণ্যের' ভিতর দিয়া স্বচ্ছন্দ প্রাণলীলায় বিকসিত হইতে হইতে 'প্রৌঢ়ে' আসিয়া 'পারিজাতে' পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

'পারিজাতে'র কবিতাগুলির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করিতে গেলে দেখিতে পাই বাঙলাদেশের স্বকীয় রূপের সঙ্গে তাহার অভাব অভিযোগের কথা কবি আলোচনা করিয়াছেন। অভাবঅভিযোগের প্রতিকারকল্পে তিনি যে আদর্শের ইঙ্গিত দিয়াছেন, তাহা দেশের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সুসঙ্গত অথচ পাশ্চাত্যজীবনের সত্যসুন্দরের সঙ্গে তাহার কোনো বিরোধ নাই। আজ দেশের :চিত্তে বিপুল বিক্ষোভ ও বিক্ষেপ দেখিতেছি। রাষ্ট্রিকমুক্তি, সংস্কৃতি, ধর্মসংস্কৃতি, নারীপ্রগতি—বহুমুখ আন্দো-

লনে দেশ আজ বিচঞ্চল কিন্তু এ আন্দোলনের আংশিক সূচনা দেখি প্রায় পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বের 'পারিজাতে'র কবিতায়।

জাতীয় জীবনের অর্দ্ধাঙ্গ নারী। সমাজ নারীপুরুষের অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি। অথচ যুগযুগসঞ্চিত অন্ধ সংস্কার ধর্ম্মের নামে এই নারীকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যের তথা জ্ঞানের আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া ইঁহারা যে জীবন যাপন করিতেছেন, তাহা যেমন অর্থহীন তেমনি অসহায়। এদেশের নারীজীবন সহজ, স্বচ্ছন্দ, সাবলীল, সুস্থ জীবন নয়, জীবনের গড্ডালিকা! একচক্ষু সমাজের এই অন্যায় অবিচার-অত্যাচারের নীরদমোহিনী তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন ; অথচ, এযুগের মত, অন্তঃপুরের স্নিগ্ধপবিত্র পরিবেশের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করাইয়া নারীকে তিনি পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী পাশ্চাত্য-দেশের 'ভিরাগো'-তে পরিণত করেন নাই। তাঁহার নারী সুশিক্ষিতা, বিচারবুদ্ধিমতী, আপন কর্ত্তব্যে সচেতনা, শক্তিরূপা, স্নেহময়ী, মাতৃরূপিণী, কন্যারূপিণী, ভগিনী-রূপিণী, 'গৃহিণী সচিবঃ সখীমিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ', মহীয়সী পরিপূর্ণা নারী। ইঁহারা গার্গী-মৈত্রেয়ী-সীতা-সাবিত্রীর স্বজাতি, একান্তই এদেশের। আমাদের নারীজীবনের ইহাই একমাত্র আদর্শ। এই সূত্রে 'দেশাচারের প্রতি', 'পিঞ্জরাবদ্ধা কোন বিহঙ্গিনীর প্রতি', 'বঙ্গাঙ্গনার খেদ', 'কোন বিহঙ্গিনীর প্রতি', 'বিদ্যা-

শিক্ষার্থিনী ভগিনীগণের প্রতি', 'অরণ্যে দময়ন্তী' প্রভৃতি কবিতা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

রাজাকে হিন্দু দেবতা বলিয়া মনে করে। 'মহতী দেবতা হোষা নররূপেণতিষ্ঠতি'—ইহাই শাস্ত্রের অনুশাসন। এ অনুশাসনের গৌরব কবি ক্ষুণ্ণ করেন নাই; অথচ, দেশের পরাধীনতা তাঁহাকে ব্যথিত করিয়াছে। 'ভারতমাতা', 'ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতার প্রতি সান্ত্বনা', শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নীর প্রতি সান্ত্বনা' প্রভৃতি কবিতা তাঁহার দেশাত্ম-বোধের স্পন্দনে প্রাণবান্। মানুষের জীবন স্বভাবতঃই শতদুঃখে জর্জ্জরিত। তাহার উপর প্রকৃতির আকস্মিক নিষ্ঠুর লীলা—দুর্ভিক্ষমহামারী। 'মান্দ্রাজদুর্ভিক্ষ' কবিতায় কবির অশ্রু আমাদের চক্ষুকেও সজল করিয়া তুলিয়াছে।

আত্যন্ত একটি বস্তু লক্ষ্য করিয়াছি—সেটি নীরদমোহিনীর মাতৃপ্রাণ। এই প্রাণের বিপুল স্নেহই সর্ব্বত্র সহস্রধারায় বর্ষিত হইয়াছে। মান্দ্রাজ বাঙলা নয়; কিন্তু সত্যকার মাতৃত্বের কাছে ভেদের সীমারেখা অবলুপ্ত। 'যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ভারতে শুভাগমন' এবং 'যুবরাজের স্বদেশ প্রত্যাগমন' কবিতাদুইটীতে রাজভক্তির অপেক্ষা এই মাতৃহৃদয়ের অনুপম স্নেহের আকুতিই অধিক ফুটিয়াছে। কবিচিত্তের এই রূপটিই আমাকে বেশী করিয়া মুগ্ধ করিয়াছে।

প্রকৃতিবর্ণন যে কবিতাগুলির বিষয়বস্তু, তাহাদের ভিতর বর্ণনার সরল, সহজ এবং ললিত মাধুর্য্য আছে। কিন্তু অনেক স্থলে উপলক্ষিত প্রকৃতির ভিতর কবির আত্মসংস্পর্শ (ইংরেজীতে যাহাকে Subjective Touch বলে) লক্ষ্য করিলাম। 'বাদল', 'শশধর' প্রভৃতি কবিতা এই লক্ষণে সুন্দরতর হইয়াছে।

'কবি ও কল্পনা' কবিতাটি 'সনেট'লক্ষণাক্রান্ত, অত্যন্ত চমৎকার। তেরোটি উপমায় কবির সঙ্গে কল্পনার সম্পর্ক অতি সুন্দর এবং নিপুণভাবে এই কবিতায় দেখানো হইয়াছে।

'ঈশ্বর' শীর্ষক কবিতাটি 'Acrostic'। ইহার প্রতি পঙ্‌ক্তির প্রথম অক্ষর পর পর যোজনা করিলে কবির নাম এবং কবিতার রচনাস্থান পাওয়া যায়। সহজে বোধগম্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম অক্ষরগুলি পঙ্‌ক্তি হইতে একটু বিচ্ছিন্ন করিয়া বড়ো টাইপে ছাপা হইয়াছে। সুকৌশলে কবিতাটি রচিত।

কবিতাগুলির কয়েকটী সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অন্ততঃ তিরিশবৎসর পূর্ব্বে পুস্তকাকারে বাহির হওয়া যাহাদের পক্ষে সমীচীন ছিল, আজ তাহাদের আবির্ভাব আকস্মিক হইলেও অসাময়িক বলিয়া মনে করি না। প্রথমতঃ পাঠকপাঠিকাদের মন পুরাতনের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচিত হইবার অবকাশ পাইবে। এ ভাবের Retrospective দৃষ্টির

ঐকান্তিক প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়তঃ পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার বহুবর্ষপুঞ্জিত প্রবল প্রভাবে দেশের বিশেষতঃ নারীদের যে আদর্শবিকার এবং রুচিবিকার জন্মিয়াছে, তাহা খণ্ডিত করিতে, অন্ততঃ আংশিকভাবে বিপর্য্যস্ত করিতে দেশের আদর্শস্থানীয়া এক মহীয়সী মহিলার বাণী যথেষ্ট সাহায্য করিবে বলিয়া বিশ্বাস করি। তৃতীয়তঃ যাঁহার স্বামী স্বনামধন্য কীর্ত্তিমান্ পুরুষ শ্রীগিরিশচন্দ্র বসু দীর্ঘকাল ইউরোপপ্রবাস এবং পাশ্চাত্যশিক্ষা সত্ত্বেও আজীবন শুদ্ধ আদর্শ বাঙালী, দেশবাসীকে উপদেশ দেওয়ার অবিসম্বাদিত অধিকার তাঁহার আছে এবং সে উপদেশ জীবন্ত দৃষ্টান্ত অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন নয়।

কবির সুযোগ্য পুত্রকন্যাগণ তাঁহার কবিতাগুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করায় আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

পারিজাত

(কৈশোরে)

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা

ওহে প্রভো পরমেশ জগৎ-জীবন
তোমার নিকটে আমি করি নিবেদন ;
আমি হে তোমার কন্যা, নিতান্ত দুঃখিনী
গাহিতে তোমার নাম নাহি আমি জানি।
আমি অতিশয় পাপী দুহিতা তোমার,
মম সম পাপী বুঝি কেহ নাহি আর।
আমি যে অধম অতি নাহি কোন জ্ঞান ;
কৃপা করি পিতা, মোরে কর জ্ঞান দান।
হে পিতা, তোমার কাছে করি এ মিনতি ;
হেন জ্ঞান দাও যেন ধর্ম্মে থাকে মতি।
তব আজ্ঞা কভু যেন না করি লঙ্ঘন ;
স্থির চিত্তে সদা সেবি তোমার চরণ।
কায়মনোবাক্যে তব চরণ সেবিব ;
কাহাকেও কোন কালে ঘৃণা না করিব।
মিষ্টভাষে সকলেরে যতনে তুষিব ;
উচ্চ কথা কভু আমি মুখে না আনিব।

অন্ধ খঞ্জ দেখি যেন দয়া উপজয় ;
ক্ষুধার্ত্তেরা সর্ব্বক্ষণ আহারাদি পায়।
যেজন ক্ষুধাতে অতি হইবে কাতর,
অশনাদি করাইব করিয়া আদর।
হেন শক্তি দাও প্রভো পতিত-পাবন,
এই সব আজ্ঞা তব করিব পালন।
তব কাছে করযোড়ে এ মোর মিনতি,
অনুক্ষণ ধর্ম্মপথে থাকে যেন মতি
যত পাপ করিয়াছি ক্ষমা কর তুমি ;
পাপার্ণবে ডুবিয়া যে রহিয়াছি আমি।

ঈশ্বর স্তোত্র

কি বিচিত্র শোভাময় এ বিশ্ব ভবন,
যাহা দেখি তাহাতেই বিমুগ্ধ নয়ন।
কতই সুন্দর দ্রব্য আছে চারিধারে,
অসংখ্য অগণ্য, কেহ বর্ণিতে না পারে।
কোথাও শোভিছে অতি সুন্দর কানন,
কোথাও বা রহিয়াছে বৃক্ষ অগণন।
এই সব শোভা হেরি আনন্দ অন্তরে,
এক মনে সবে বিভুগুণ গান করে।
পশুপক্ষী কত শত জীব জন্তুগণ,
সকলেই করে বিভু নাম সংকীর্ত্তন।

কোনখানে ফুটিয়াছে পুষ্প শোভাময়,
যাহা দেখি সকলেই আনন্দিত হয়।
শ্রুতি সুখকর স্বরে বিহগী সকল,
জগতে পিতার কীর্ত্তি প্রচারে কেবল।
কিন্তু হায় প্রভু আমি অতিশয় পাপী,
তোমার প্রার্থনা আমি করিনা কদাপি
তোমায় ভুলিয়া আমি আছি নিরন্তর,
তোমাতে নাহিক প্রভো আমার অন্তর।
হেন শক্তি দাও প্রভো নিত্য নিরঞ্জন,
কভু যেন নাহি ভুলি তোমার চরণ।
আর এক আশা মোর পুরাও মহেশ,
স্বামী যেন পাই আমি গুণেতে অশেষ।

যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের ভারতে শুভাগমন

১৮৮৫ সালে ডিসেম্বর মাসে সপ্তম এডওয়ার্ড প্রিন্স অব্ ওয়েলসরূপে কলিকাতায় আগমন করেন।)

অদ্য কিবা শুভদিন ওহে ভগ্নীগণ,
প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের বঙ্গে আগমন।
প্রিন্স এসেছেন শুনি বঙ্গবাসিগণ,
হর্ষরসে সবাকার উথলয় মন।

আসিছেন যুবরাজ বঙ্গভগ্নীগণ,
নিজ নিজ গৃহে কর মঙ্গলাচরণ।
যুবরাজ আগমনে বঙ্গবাসী যত,
আনন্দ উৎসব সবে করে কত শত।
নিজ নিজ ঘরে সবে আনন্দে মাতিছে,
প্রফুল্ল সকলে, সুখ-সাগরে ভাসিছে।
যুবরাজ আসিছেন ইহাতে সকলে,
আনন্দ উৎসব করে কত কুতূহলে।
মহারাণী পুত্র বলি করে সমাদর,
অর্থ ব্যয় তরে কেহ না হয় কাতর।
"জয় ভিক্টোরিয়া জয়, কুমারের জয়,"
এই কথা সর্ব্বদেশে প্রতিধ্বনি হয়।
প্রিন্স আসিছেন ইহা করিয়া শ্রবণ,
দীন দুঃখী সকলেই আনন্দে মগন।
দীন দুঃখীগণ সবে ভাবে মনে মনে,
দুঃখের বারতা কব রাজ-সন্নিধানে।
তাহা হ'লে মহারাজা অনুকূল হবে,
আমাদের সকলের দুঃখ দূরে যাবে।
তাহা হ'লে আমাদের হবে সুখোদয়,
এই কথা দীন দুঃখী সকলেই কয়।
ভবিষ্যৎ রাজা তিনি অতি দয়াবান,
দয়া কার সকলেরে দেন অর্থ দান।
আশা করি ভগ্নীগণ, দুঃখীদের প্রতি,
প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের থাকে যেন মতি
অন্ন বস্ত্রহীন ব্যক্তি আছে যে সকল,
তাহাদের আশা যেন হয়গো সফল।

যাহা হ'ক ভগ্নীগণ, করি নিবেদন,
লর্ড মেয়ো বধেছিল আছে কি স্মরণ ?
সেরূপ দুর্বৃত্ত যদি থাকে পুনরায়,
তাহা হ'লে ভগ্নীগণ, কি হ'বে উপায়।
কুমারের যদি কোন অমঙ্গল হয়
তাহাতেই আমাদের আছে বড় ভয়।
কুমারের অমঙ্গলে আসে গো আতঙ্ক,
তাহা হলে আমাদের হইবে কলঙ্ক।
অতএব বঙ্গবাসী শুন নিবেদন,
আমোদ প্রমোদে মাতি ভুলনা কখন।
সকলের স্থির দৃষ্টি থাকিবে ইহাতে,
কেহ যেন অমঙ্গল না পারে করিতে।
প্রিন্স অব ওয়েলস্ শুন ভগ্নীগণ,
নিরাপদে করিবেন স্বদেশে গমন।
ইহাতে যে কি আনন্দ বলিবার নয়,
তাহা হলে হবে সবে সুখী অতিশয়।
ঈশ্বর করুন এই যুবরাজ প্রতি,
স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া সুখী হ'ন অতি।
একমনে এ প্রার্থনা কর গো সকলে
সর্ব্বক্ষণ প্রিন্স যেন থাকেন কুশলে।

যুবরাজের স্বদেশ প্রত্যাগমন

একি শুভ বার্ত্তা শুনি ওহে ভগ্নীগণ,
নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রিন্স করেছে গমন।
এই কথা যবে কর্ণে করিল প্রবেশ,
তখন সবার হ'ল আনন্দ অশেষ।
নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডে গেছে রাজার কুমার,
এ সংবাদে সবাকার আনন্দ অপার।
কুমারের যদি কোন অমঙ্গল হ'ত
ইংলণ্ড নিবাসিগণ কত কি বলিত।
"যুবরাজ বঙ্গদেশে করিল গমন,
মোদের দুর্দ্দশা হায় কি হ'ল এখন।
বুঝি রাজ কাছে ছিল অল্প লোক অতি
তাতেই বিপদ হ'ল কুমারের প্রতি।
ধিক ধিক শতধিক বঙ্গবাসিগণে
রাজপ্রতি দৃষ্টি তারা রাখে না যতনে।
কি কুক্ষণে যুবরাজ গেলেন তথায়
তথা গিয়া আর নাহি ফিরিলেন হায়"
ইত্যাদি বিলাপ আর অপবাদ হ'ত,
বঙ্গে গিয়া যুবরাজ হইলেন হত।
আশা ছিল বড় মনে ওহে ভগ্নীগণ,
নির্ব্বিঘ্নে জননী কাছে করিবে গমন।
এক্ষণে সে সব আশা ফলবতী হ'ল
নির্ব্বিঘ্নে স্বদেশে প্রিন্স গমন করিল।

যুবরাজ মাতৃরাজ্য ভ্রমণ করিয়া,
নির্ব্বিঘ্নে নিজের দেশে গেলেন ফিরিয়া
ঈশ্বর নিকটে মোরা এ প্রার্থনা করি,
কুশলে থাকুন প্রিন্স দিবস শর্ব্বরী।
বিভু পদে এ মিনতি হয়ে দীর্ঘজীবী,
যুবরাজ নিরাপদে পালুন পৃথিবী।
কায়মনে ভগ্নীগণ বলহ সকলে
সর্ব্বক্ষণ প্রিন্স যেন থাকেন কুশলে।

ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

কোথায় জগৎপতি! ডাকিছে কাতরে,
কৃপা কর পরমেশ এই অধীনীরে।
তোমা বিনা জগদীশ, না দেখি উপায়,
তুমিই আমার নাথ, একই সহায়।
পাপী কন্যা পিতঃ তব ডাকে বারে বার
দয়া কর দীনবন্ধু দয়ার আধার।
পাপী বলে পিতঃ মোরে ভুলিয়া থেক না,
তোমা বিনা এ অধীনা আশ্রয় বিহীনা।
পাপপঙ্কে ডুবে আমি আছি সর্ব্বক্ষণ,
উদ্ধার করহে মোরে পতিত-পাবন।

কত যে করেছি পাপ কি বলিব আর,
সকলি ত জ্ঞাত তুমি বিশ্ব সারাৎসার।
কি হবে উপায় নাথ, কি হবে আমার,
কেমনেতে হ'ব ভীম ভব সিন্ধু পার ?
ক্ষম হে অনাথ নাথ ক্ষম হে আমায়,
যত পাপ করিয়াছি ক্ষম সমুদয়।
তব আজ্ঞা আমি কিছু না করি পালন,
তোমারে ভুলিয়া আমি আছি সর্ব্বক্ষণ।
এ ফলের পরিণাম কি হবে না জানি,
ভয়েতে কাঁপিছে নাথ হৃদয় পরাণী।
তব দয়া বিনা নাথ, কিছু নাহি আর,
অনাথার নাথ তুমি দয়ার আধার।
তব আজ্ঞা রক্ষিবারে সূর্য্য দয়াময়,
প্রাতঃকালে পূর্ব্বাচলে হয়েন উদয়।
গোধূলিতে পুনঃ ফিরে অস্তাচল শির,
আশ্রয় করেন ঐ প্রদীপ্ত মিহির।
তোমার আজ্ঞায় শশী সহ তারাগণ,
উঠিয়া গগনে শান্ত বিতরে কিরণ।
জুড়ায় তাপিত প্রাণ জুড়ায় জীবন,
ধন্য দয়াময়! তব আশ্চর্য্য সৃজন।
কোন কোন বৃক্ষ নাথ মহিমা তোমার,
উচ্চ শির হয়ে যেন করিছে প্রচার।
কোন কোন মহীরুহ পুনঃ নত শিরে,
তোমার চরণে যেন প্রণিপাত করে।

পশুপক্ষী তরু আদি সবে এক মন,
সতত তোমার আজ্ঞা করিছে পালন।
কিন্তু হায় প্রভো, আমি তব কন্যা হয়ে,
সতত তোমারে যেন রয়েছি ভুলিয়ে।
কন্যা হয়ে পিতৃ-আজ্ঞা না করি পালন,
তোমার অবাধ্য আমি হই সর্ব্বক্ষণ।
দুঃখিনী কন্যার পিতঃ, এই নিবেদন,
অনুক্ষণ তব পদে থাকে যেন মন।
তোমার নিকটে পিতা, এ মিনতি করি,
হেন শক্তি দেও যেন পাপ পরিহরি।
ধর্ম্মাত্মা প্রদান পিতঃ দুঃখিনী কন্যারে,
কৃপা কর কন্যা প্রতি বলি বারে বারে।
পুরাও বাসনা মম ওহে দয়াময়,
হৃদয় বাসনা যেন ফলবতী হয়।

দময়ন্তীর খেদ

কোথা গেল পতি মম আমারে ফেলিয়া
বিপিনে রাখিল মোরে কিসের লাগিয়া ?
কি দোষ করেছি আমি পতির চরণে,
কি দোষ করেছি তাহা নাহি জানি মনে।
পতি বিনা আমি যে গো কিছুই জানি না
পতিই আমার একমাত্র আরাধনা।

পতি বিনা আমি সব দেখি অন্ধকার,
পতি মম একমাত্র জীবনের সার।
ওহে বৃক্ষ পত্রগণ শুন নিবেদন,
কোথায় আমার পতি বল বিবরণ।
জান যদি স্রোতস্বতি, বলগো আমারে
কোথা গেল পতি মোরে ফেলিয়া কান্তারে।
ওরে শুক সারী আদি যত পক্ষিগণ,
কোথায় গেলেন পতি, গেল কি কারণ।
জান যদি বল তবে বল সত্য করি,
কি হেতু গেলেন হায় মোরে ত্যাগ করি।
ওহে প্রাণনাথ তুমি বল. কি কারণ,
মোরে একা রাখি কোথা করিলে গমন।
তোমা বিনা আমি ওগো অন্য নাহি জানি
তোমা বিনা আমি যেন মণিহারা ফণি।
অর্দ্ধ-বস্ত্র-পরিধানা রমণী তোমার,
তোমা বিনা সে রমণী করে হাহাকার।
কোথা গেলে প্রাণনাথ দেহ দরশন,
দরশন দিয়া রাখ রমণীজীবন।
তব জন্য আমি নাথ, ছাড়ি রাজ্য আশ,
তব জন্য আমি নাথ, যাই বনবাস
কি কারণে প্রাণেশ্বর আমারে ত্যজিলে,
দুঃখিনীরে একা ফেলি কোথা চলে গেলে।
যে অবধি প্রাণনাথ ত্যজেছ আমারে,
সে অবধি ভাসিতেছি শোক পারাবারে।

বিদ্যাশিক্ষার্থিনী ভগ্নীগণের প্রতি

ত্যজ নিদ্রা, উঠ উঠ হে ভগিনীগণ,
একবার জ্ঞান চক্ষু কর উন্মীলন।
কতদিনে সবাকার নিদ্রাভঙ্গ হবে,
অন্ধকূপ হতে কবে উদ্ধার পাইবে ?
সচেতন হয়ে কর জ্ঞানের সন্ধান,
জ্ঞানসুধা ভগ্নীগণ কর সবে পান।
হায়, কতদিনে আর বল বঙ্গবালা,
সহিবেক ভগ্নীগণ পরাধীনা জ্বালা।
পশুর সদৃশ আর কতদিন র:বে,
অজ্ঞানান্ধকার হতে কবে মুক্ত হবে ?
উঠ উঠ ভগ্নীগণ, উঠহ ত্বরিত,
জ্ঞানসুধা পান করি হও সন্তোষিত।
সহেনা গো প্রাণে আর অধীনতা ভার,
এস চেষ্টা করি যাতে হইব উদ্ধার।
জ্ঞানদীপ করে ধরি প্রফুল্লিত মনে,
অজ্ঞান আঁধার এস হরি সর্ব্বজনে।
বামাগণ, অধীনতাকষ্ট পরিহরি,
স্বাধীন হইতে সবে এস চেষ্টা করি।
পিঞ্জরে আবদ্ধ মোরা নাহি আর রব,
স্বাধীন হইলে সবে কত সুখী হব।
দেখহ প্রাণের সব বঙ্গ-ভগ্নীগণ,
পূর্ব্বকালে খণা আদি যত নারীগণ।

বিদ্যালাভ করেছিল কিবা চমৎকার,
কত বিদ্যা শিখেছিল কি বলিব তার।
বিদ্যা শিখে সবে কত সম্মান লভেছে
তাঁহাদের কীর্ত্তি দেখ এখনও রয়েছে।
কিন্তু এবে বল হায় কোথায় সেদিন,
এবে যত বঙ্গবালা হয় পরাধীন।
অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন সবাকার মন,
মূর্খ হয়ে আছ যেন পশুর মতন।
পিঞ্জরে আবদ্ধ পক্ষী থাকয়ে যেমন,
বঙ্গনারী সেইরূপ থাকে অনুক্ষণ।
এমন সুদিন হায় হইবেক কবে,
ভারতের সুখ সূর্য্য দেখা দিবে যবে?
সুদিন সৌভাগ্য কবে ঘটিবে আবার
দুঃখ দূর হবে কবে বঙ্গ ললনার?
ভারত-বাসিনী যত হে ভগিনীগণ
তোমাদের কাছে মোর এই নিবেদন—
পূর্ব্বকালের বিদুষী নারীদের মত,
সকলে মিলিত হয়ে হও সুশিক্ষিত।
বিদ্যা শিখি কর সবে যত দুঃখ দূর,
বিদ্যা লাভ কর হবে আনন্দ প্রচুর।
বিদ্যা শিখে কর সবে জ্ঞান লাভ সার,
বিদ্যার সমান বন্ধু কেহ নাহি আর।

শশধর

পুর্ণিমার শশী শোভে গগন উপরে,
চকোর আনন্দ মনে,
নিজ প্রেয়সীর সনে,
ঊর্দ্ধমুখে মনসুখে সুধাপান করে।
আহা মরি কি সুন্দর,
দেখি প্রফুল্ল অন্তর।

কেমন সুন্দর শশি উঠেছে গগনে,
মেঘেতে কৌমুদী হাসে
অহ্লাদ সাগরে ভাসে
কুমুদিনী, ধনী পেয়ে নিজ প্রাণ ধনে।
নূতন চন্দ্রমা দেখি,
জীবগণ সবে সুখী।

ধরণী শোভিতা মরি হয়েছে কেমন ?
মনে বোধ হয় হেন,
শশীর কিরণে যেন
প্রকৃতি করেছে নিজ অঙ্গ আচ্ছাদন।
হেনকালে আচম্বিতে,
কাল মেঘ কোথা হতে

চাঁদের উপর আসি উদয় হইল ;
দেখিতে দেখিতে হায়,
ঢাকিয়া ফেলিল তায়,
সমগ্র মেদিনী তবে আঁধারে ছাইল ।
কড় কড় কড় নাদ,
হইতেছে বজ্রাঘাত ;

হতেছে মূষলধারে বারি বরিষন ।
হায়রে নিষ্ঠুর বিধি,
একি গো তোমার বিধি ?
পূর্ণিমায় ঘোর অমা করিলে ঘটন !
চকোর কাতর মনে,
চকোরীরে করি সনে,

ধীরে ধীরে চলে গেল আপন আবাসে ;
কুমুদী, বিপন্ন ভারি,
খর বৃষ্টিস্রোতে পড়ি
উলটি পালটি খেলি, মরে অবশেষে ।

প্রভাত বর্ণনা

রজনী প্রভাত হ'ল মানব নিকর,
নিদ্রা পরিহরি সবে উঠহ সত্বর।
উদয় গিরিতে রবি উদয় হয়েছে,
এ সময় পূর্ব্বাকাশ কি শোভা ধরেছে।
রক্তিম বরণ কিবা তরুণ তপন,
নিরখিয়া একবার জুড়াও নয়ন।
হইয়াছে আলো এবে সর্ব্ব দিকময়,
আলো দেখি জীবগণ আনন্দ হৃদয়।
বৃক্ষে বসি পক্ষিগণ করিতেছে গান,
কি মধুর ওই শুন কোকিলের তান।
কোকিলের কুহুস্বর পাখীদের গীত,
শুনিয়া সবার মন হয় হরষিত।
সরোবরে প্রস্ফুটিত কমলিনী দল,
দেখিতে সুন্দর কিবা শোভা নিরমল।
দিনেশে উদিত দেখি পূরব আকাশে,
হাস্যমুখে ধনী নিজ পতিরে সম্ভাষে।
কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটেছে,
কানন মধ্যেতে মরি কি শোভা হয়েছে।
গুণ গুণ রব করি বৃত অলিকুল,
পরিমল লোভে সবে হয়েছে ব্যাকুল।
ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে মধুপান তরে,
পুষ্প মধু পান করে প্রফুল্ল অন্তরে।

নানা পুষ্পে মধুপান করি মধুকর,
মধুপানে হইয়াছে মধুমাখা স্বর।
বৃক্ষ শিরে পড়িয়াছে রবির কিরণ,
কি সুন্দর আভা তার সোণার বরণ।
দেখিয়া সকলে তাহা পুলকিত অতি,
মলয় সমীর বহে মৃদু মৃদু গতি।
প্রকৃতির কিবা শোভা হইয়াছে হায়,
প্রকৃতির শোভা দেখি নয়ন জুড়ায়।

কোন বন্ধুর মৃত্যু উপলক্ষে

একি শুনি হায়, খেদে প্রাণ যায়,
অকস্মাৎ মরি, কি শুনিতে পাই;
পিতৃতুল্য দেব এ জগতে নাই।
শমনে তাঁহায়, হরিয়াছে হায়,
নির্দ্দয় শমন একিরে অন্যায়,
কি দোষে বলরে গ্রাসিলি তাঁহায়?
হাঁরে তোর একি ব্যবহার, কালাকাল নাহিক বিচার?
যারে যবে ইচ্ছা হয়, গ্রাসিস অমনি তায়,
না হতে সময় করিলি সংহার;
ধিক্ তোরে যম, ধিক্ শতবার

হায়, বঙ্গ-মাতা ক্রোড় শূন্য করি
হৃদয়-রতন সবে নিলি হরি ?
হরিয়ে সে সব অমূল্য রতন,
কি সাধ পূরালি বলরে শমন ?
বঙ্গমাতা হৃদে আছে যত ধন,
একে একে তুই করিলি হরণ।
কবি কুলোজ্জ্বল শ্রীমধুসূদন,
দীনবন্ধু আদি আঁধারি ভুবন,
গেল সবে চলি স্বরগ উপর :
শোকানলে হায় দহিছে অন্তর !
দ্বারি মিত্র শোক না ভুলিতে হায়,
নব শোক আজি উপস্থিত হয়,
হৃদয়ে হৃদয়ে তুলি হাহাকার,
গেলে তুমি তাত, ছাড়ি পরিবার।

ওই চেয়ে দেখ যম, বিনা প্রিয় পুত্রগণ,
বঙ্গভূমি করিছে রোদন ;
"কোথা দীন বন্ধু মম, দ্বারি মিত্র প্রাণ সম,
কোথা গেলি শ্রীমধুসূদন।"
যম, কি কব অধিক, ধিক্ তোরে শত ধিক্,
তুই অতি পাষণ্ড দুর্জ্জন ;
তুইরে নিষ্ঠুর প্রাণী, সবার ক্রন্দন শুনি
দয়া নাহি হয় কদাচন।
হা তাত, বলগো তুমি, ছাড়ি এই মর্ত্যভূমি,
কোথা হায় করিলে গমন ;
ত্যজিয়া সংসার মায়া ত্যজি নিজ সুত জায়া
কোন দেশে করিছ ভ্রমণ ?

সংসারের কোলাহলে, মনুষ্যের গণ্ডগোলে,
ক্ষুব্ধ বুঝি হয় তব মন ;
সেই হেতু ওগো তাত, ছাড়ি বন্ধু দারা সুত,
নির্জ্জনেতে রয়েছ এখন ।

তুমি দেব নিরজনে, আছ নিশ্চিন্ত মনে,
ভব দুঃখ না ভাবিছ হায় ;
হেথা মোরা দিবা নিশি, শোক অশ্রুজলে ভাসি
খেদে বুক বিদরিয়া যায় ।

ন ব[illegible], [illegible]নাইতে ।
আশা কত করিতে যতন ;
কি আপন কিবা পর, তব কাছে ভেদান্তর,
ওহে দেব ছিল না কখন ।

সুবিচারপতি তুমি সবাকার মুখে শুনি,
অবিচার করিতে না কভু ;
সদা কর সুবিচার, দেখিলে গো অবিচার,
বিরক্ত যে হ'তে তুমি প্রভু ।

তবে কেন বল হায়, কর বিচার অন্যায়,
ওহে দেব সুবিচার পতি ;
না হ'তে সময় তব, ছাড়িয়ে হে এই ভব,
গেলে চলে এত শীঘ্রগতি ।

তোমার বেতন হায়, বৃদ্ধি হবে পুনরায়,
শুনে কত আশা উপজিল,
কিন্তু যে গো হায় হায়, জলবুদ্বুদের প্রায়
মনআশা মনেতে মিলাল ।

কোথা ওগো সুধীবর, দেখ চেয়ে একবার,
তব প্রিয় পরিবারগণে ;
কি রূপে রয়েছে আহা, বলা নাহি যায় তাহা,
করিছে রোদন তোমা বিনে।

তোমার বনিতা হায়, ধুলায় লুণ্ঠিত কায়,
তাঁর দুঃখ বলা নাহি যায় ;
পড়িয়া ধরণী তলে, ভাসেন নয়ন জলে,
তাঁকে দেখে বুক ফেটে যায়।

একবার দেখ চেয়ে, রাজেন্দ্র বনিতা হয়ে,
ধূলি সজ্জা হয়েছে এখন ;
কি দুর্দ্দশা আজি তাঁর, দেখ এসে একবার
একবার দেও দরশন।

তব সোনার সংসার, তোমা বিনা ছারখার,
এবে তায় কে করে যতন ;
তব প্রিয় পুত্রগণ, হায় তাহারা এখন,
তোমা বিনা করিছে রোদন

ঈশ্বরোপাসনা

নমি বিভো পরমেশ চরণে তোমার,
দুঃখিনীর প্রতি দয়া কর একবার।
পাপেতে জড়িত আমি হয়েছি হে হায়!
না জানি হে নাথ মম কি হবে উপায়।
পাপ পঙ্কে ডুবে আর কত দিন রব,
কিরূপেতে জগদীশ, তব গুণ গাব?
একে মূর্খ নারী আমি অতি জ্ঞানহীনা,
তোমার ভজনা কিছু করিতে জানি না।
সতত আমার চিত্ত পাপ দিকে ধায়,
তব গুণ গান নাহি করিবারে চায়।
চঞ্চল আমার মন না শুনে বারণ,
পাপ কার্য্যে রত হয়ে আছে অনুক্ষণ।
কি হবে উপায় নাথ, কি হবে উপায়,
কেমনেতে পাব আমি ও চরণাশ্রয়।
পাপেতে পঙ্কিল প্রভো আমার হৃদয়,
দয়া করে ক্ষম মোর পাপ সমুদয়।
সতত পূজিগো যেন তোমার চরণ,
আর যেন পাপ পথে না করি গমন।
ধর্ম্মের সোপান দেব, দেখাও আমায়,
দুঃখিনীর প্রতি দয়া কর দয়াময়।

[illegible]

দয়াময় তব নাম শুনেছি শ্রবণে,
তবে দেব দয়া কর এ অধিনী জনে।
তব পদে প্রণিপাত করি বার বার,
দয়াময় দীনবন্ধো ! দয়ার আধার।

— —

মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষ

মান্দ্রাজের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে হায়,
মান্দ্রাজবাসীরা যত
কাঁদিতেছে অবিরত,
কেঁদে কেঁদে হইয়াছে সবে মৃত প্রায়,
ভারতে আবার সবে করে হায় হায়।

মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে আহা কত লোক মরে,
অনশনে প্রাণ যায়,
শুনি হৃদি বিদরয়,
মুষ্টি ভিক্ষা তরে সবে ঘরে ঘরে ফিরে,
অকস্মাৎ একি শুনি মান্দ্রাজ ভিতরে।

৩

দুর্ভিক্ষ কৃতান্ত আসি, ভারত-মাঝারে
করিছে সবারে নাশ,
হায় একি সর্ব্বনাশ !
অনশনে সবে হায়, তনু ত্যাগ করে,
ভারতে আবার সবে হাহা রব করে।

৪

নাহি আর বাঁচে কেহ পেটের জ্বালায়,
ধরাসনে কেহ পড়ে,
কেহ আত্মহত্যা করে ;
প্রাণে বাঁচা সকলের হ'ল মহাদায়,
অকস্মাৎ একি হ'ল আহা মরি হায় !

৫

আপন সন্তানে কেহ করিছে বিক্রয় !
সন্তান বিক্রয় করে
নিজের উদর পূ'রে
না জানি সে প্রসূতির কেমন হৃদয় !
অথবা সকলি করে পেটের জ্বালায় !

৬

কৃষক সকল হায় বিরলে বসিয়া
কেমনে সন্তানগণে
পালিবে ভাবিছে মনে,
নিরাশায় ভাবিতেছে মাথে হাত দিয়া,
তাহাদের দুঃখ দেখি ফেটে যায় হিয়া।

৭

ভাবিলে কি হবে আর কৃষক সুজন !
যে কাল রাক্ষস আসি
লক্ষ লক্ষ প্রাণী নাশি
করিতেছে আপনার উদর পোষণ
কার সাধ্য তারে হায় করে নিবারণ !

৮

হতাশ অন্তরে কেহ ধরিতেছে হায়,
প্রাণ সম পরিবার
বাঁচাব কি করে আর,
কোথা অন্ন পাবে আর, কি হ'বে উপায়,
মান্দ্রাজের সুখরবি অস্তমিত প্রায় ।

৯

দুর্দ্দান্ত রাক্ষস আজ না শুনি বারণ
আসি মান্দ্রাজ ভিতরে
প্রবেশিল সর্ব্ব ঘরে,
তাহার করাল মুখে পশে সর্ব্বজন,
মান্দ্রাজের কিবা দশা হয়েছে এখন !

১০

নিরাহারে আহা, শিশু শবের মতন.
দাওয়াতে পড়িয়া আছে,
জননী তাহার কাছে,
আকুল পরাণে কত করিছে রোদন,
জনক তাহার শোকে সন্তাপিত মন ।

১১

শয্যাগত স্বামী ত্যজি কোন বা রমনী
জ্ঞানশূন্য হয়ে হায়,
ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে যায়,
'কোথা চলে যাও' বলি নিষেধিছে স্বামী,
কে আর শুনিছে তার সে নিষেধ-বাণী।

১২

ছিল কোন বৃদ্ধ সনে কন্যার আশ্রয়,
এবে সেই কন্যা হায়,
জনকে ফেলি পলায় ;
জনক তাহার অতি আকুল হৃদয়,
'যেওনা মা' বলি কত করিছে বিনয়।

১৩

আরও কত বলে বৃদ্ধ সকরুণ-বাণী
'যেওনাগো মা আমার
তুমি গেলে অভাগার
কি দুর্গতি হবে মাগো প্রাণের নন্দিনী'
কে শুনিছে বৃদ্ধের সে দুঃখের কাহিনী!

১৪

মান মর্য্যাদার ভয় কেহ নাহি করিছে,
লজ্জা ভয় পরিহরি,
হা অন্ন, হা অন্ন করি
কত শত নর নারী দ্বারে দ্বারে ফিরিছে,
হায় হায় কি দুর্দ্দশা মান্দ্রাজেতে হয়েছে।

পূর্ব্বেতে যাহারা ছিল ধনবান অতি,
এখন তাহারা হায়,
আছে কাঙ্গালের প্রায় ;
অন্নাভাবে হইয়াছে এতই দুর্গতি,
মান্দ্রাজ, এই কি তব ললাট নিয়তি ॥

১৬

অনাহারে আর কারো বাঁচে না জীবন
কত দিন অনাহারে
জীবন বাঁচিতে পারে ?
হায় মানবের এই ললাট লিখন :
অন্নাভাবে যাইতেছে শমন সদন !

১৭

মান্দ্রাজ ভিতরে সদা রব হাহাকার
প্রতি দিন প্রতি ঘরে,
শত শত লোক মরে,
মান্দ্রাজ মানব শূন্য হইল এবার,
সোনার মান্দ্রাজ বুঝি যায় ছারখার।

সোনার মান্দ্রাজ হায় হয় ছারখার,
হে ভারতবাসীগণ
কেমন কঠিন মন
না জানি গো হায় হায় তোমা সবাকার!
মান্দ্রাজ দুর্দ্দশা নাহি দেখ একবার।

১৯

কেবল তোমরা মনে আত্ম-সুখে রত
কি করিলে ভাল হবে,
কি হইলে সুখে রবে,
এইরূপ চিন্তা মনে কর অবিরত,
কেমন কঠিন হায় তোমাদের চিত্ত!

২০

অথবা কেন গো হায় দোষী অকারণ
হেন সাধ্য নাহি কা'র
ঘুচাতে জ্বালা অপার,
বিনা যে ত্রিলোক-পতি জগৎ জীবন
কার সাধ্য করিবারে দারিদ্র্য মোচন।

২১

কোথা হে অনাথ নাথ জগতের পতি!
তব কাছে কর জোড়ে
বলিতেছি বারে বারে
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসে নাশ কর শীঘ্র গতি,
দুঃখিনী কন্যার পিতঃ, এই গো মিনতি॥

([illegible])

দেশাচারের প্রতি

ওরে রে নির্ম্মম দুষ্ট দেশাচার,
তুইরে হইস যত দুরাচার,
নাহি কিরে তোর কিছু সদাচার
নাহি কি শরীরে দয়ার লেশ!
নাহি কিরে তোর কিছু ধর্ম্ম ভয়;
তুইরে বড়ই কঠিন হৃদয়
তুইরে বড়ই পাষণ্ড দুর্জ্জয়;
অবলারে দিতে পারিস ক্লেশ।

ক্লেশ দিয়া হায় নারীর অন্তরে,
কি কাজ সাধিস বল্‌রে আমারে
বল্‌রে আমারে বল্ সত্য করে
শুনিতে আমার বাসনা হয়।
রমণী সকল সুকোমল মতি
তাহাদের যেরে সরল প্রকৃতি,
এহেন নারীরে ওরে রে দুর্ম্মতি!
ক্লেশ দিয়া তুষ্ট তোররে হৃদয়!

তুইরে বড়ই দুষ্ট দুরাশয়,
রমনী বধিতে সদাই আশয়
হায়রে নিঠুর, দয়ার উদয়
কভু ত হয় না তোররে অন্তরে;

পরিতাপ

তুইরে পাষণ্ড বড় স্বার্থপর,
দয়াহীন হায় তোমার অন্তর,
শৈল সম হায় কঠিন অন্তর
করিয়া বিধাতা সৃজিলা তোরে ;
তোরই কারণে ওরে দুরাচার,
ভারতের যত হিন্দু পরিবার
পরাধীনা কষ্ট ভুঞ্জিছে অপার,
আছে অধীনতা শৃঙ্খলে বাঁধা ;
তোরই কারণে ভারত ললনা,
সহিতেছে হায় কতই যাতনা,
পশুর সদৃশ, বিদ্যা বুদ্ধি হীনা,
পুরুষ অধীনে রয়েছে সদা ।
দেখ চেয়ে দেখ ওরে ক্রূরমতি,
পতি-হীনা হায়, যতেক যুবতী,
ফেলে অশ্রুনীর অবিরাম গতি,
রয়েছে সতত বিষণ্ণ মনে ;
একেত অভাগী হয়ে পতিহীনা,
সহিছে মনেতে বিষম যাতনা,
তাহাতে আবার ওরে দুরাচার,
তোর অত্যাচার অসহ্য ব্যাপার,
তাহাও সহিতে হতেছে প্রাণে ;
তোরই কারণে হায়, হায়, হায়,
ভাল করে তারা খেতে নাহি পায়,
এক বেলা দুটি হবিষ্যান্ন খায়,
তাহাতে তাদের যায় কি যন্ত্রনা ;

আধপেটা খেয়ে বিধবা ললনা
হয়ে আছে হায় অতি দীন হীনা,
শোকে তাপে জীর্ণ বদন মলিনা,
তাহা কি তুমি দেখেও দেখনা ?

ওই যে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা,
দেখরে সদৃশা কুসুম-কলিকা,
অতি সুকোমল তাহার অন্তর,
ভাল মন্দ কিছু নাহি জানে তার,
আপনার মনে খেলিতে রত ;

মাটির পুতুল লইয়া এখন,
খেলিবে সতত ইহাই মনন,
আমোদে রহিব সদা সর্ব্বক্ষণ,
এইরূপ মনে করে সতত ।

এখন খেলার বয়স উহার,
খেলিতে সদাই আনন্দ অপার,
খেলা পেলে কিছু নাহি চাহে আর,
একাদশীর ত সময় নয় ;

কিন্তু রে নিষ্ঠুর, তোমার কারণে
ওই যে বালিকা বিষণ্ণ বদনে
ওরে একাদশী করিতে হয় ।

ওরে রে দুর্ম্মতি তোমার কারণে
ওই যে বালিকা বিষণ্ণ বদনে,
করে একাদশী হায়, হায়, হায়,
ক্ষুধা পেলে কিছু খেতে নাহি পায় ;

পারিজাত

তৃষ্ণায় কাতর, বিরস বদনে
জল দাও বলি ডাকিছে সঘনে
'জল দেগো, যায় নতুবা প্রাণ।'
কিন্তু ওরে তোর শাষ কেহ তায়,
এক বিন্দু জল দিতে নাহি চান,
জল বিনা বালা হয় মৃত প্রায়
তাহা দেখি কারো দয়া নাহি হয়,
হায়রে এমনি হৃদয় পাষাণ!
পুরুষ জাতিরে ধিক শত বার,
তাদের কেমন কঠিন অন্তর
নারী প্রতি নাহি চাহে একবার,
সদাই আপন সুখেতে রত;
তাহাদের নিজ কন্যা ভগ্নী পানে,
বারেক ফিরিয়া না দেখে নয়নে,
দয়া নাহি কভু উপজয় মনে,
হয়ে আছে ঠিক পাষাণ মত।
পুরুষের দোষ কিছু নাহি তার,
তোরই কারণে ওরে দুরাচার
তাহাদের হয় কঠিন অন্তর,
নতুবা তাদের কোমল প্রাণ;
তোরই কারণে আর্য্যসুতগণ,
হয়ে আছে সবে সু-কঠিন মন,
তাহাদের নিজ ভগিনী কন্যার,
দুঃখ দূর করে সাধ্য নাহি তার
কেবল রে দুষ্ট তোরই কারণ।

তোরই কারণে ওরে দুরাচার,
এই যে সোনার ভারত সংসার
সমূলেতে যায়, হয় ছারখার,
একবার চেয়ে দেখ রে দুর্মতে !

না না তোর আর দেখে কাজ নাই
ভারতের তুই হস রে বালাই,
ভারতে থাকিয়া তোর কাজ নাই
দূরহ রে তুই ভারত হতে।

পিঞ্জরাবদ্ধা কোন বিহগিনীর প্রতি

বল ওগো বিহগিনী,
কেন এত বিষাদিনী,
বহিতেছে তব চক্ষে বারি কি কারণে
আছ করি অধোমুখ,
হয়েছে মলিন মুখ,
এত তব মন দুঃখ কিসের কারণে ?
বল বল বিহগিনী, শুনী গো শ্রবণে।

স্বর্ণনির্ম্মিত চারু পিঞ্জরভিতরে,
বাস করি আছ তুমি,
কিবা দিবা কি রজনী,
খাইতেছ চাল ছোলা উদর পুরিয়া,
তবু এত মনদুঃখ কিসের লাগিয়া ?

৩

যার কাছে আছ তুমি সে কত যতনে,
স্বর্ণপিঞ্জর ভিতরে
রাখিয়াছে বদ্ধ করে,
তুষিতেছে তব মন চাল ছোলা দানে,
করিতেছে ক্রীড়া কত পাখি, তোর সনে

৪

কত ভালবাসে পাখি, তাহারা তোমারে,
তব মন তুষিবারে,
কভু তোরে কোলে করে,
কভু বা শুনায় কত সুমিষ্ট বচন,
এত সুখে তব মুখ ম্লান কি কারণ ?

বুঝিয়াছি, বলিবার নাহি প্রয়োজন,
যে কারণে তুমি পাখি,
স্বর্ণ পিঞ্জরেওথাকি,
আছ দিবা নিশি করি মলিন বদন,
ইহার কারণ আমি বুঝেছি এখন

৬

পাখিরে—

যদ্যপিও আছ তুমি সুবর্ণপিঞ্জরে

যদিও সকলে তোরে

বহু সমাদর করে,

তথাপিও হেরি তোর মলিন বদন

স্বাধীনতাহীনতাই তাহার কারণ।

৭

পাখিরে—

আমি হই বড় দুঃখী তোমার মতন,

তোমার মতন আমি

কিবা দিবা কি রজনী.

বদ্ধ আছি গৃহ রূপ পিঞ্জর ভিতরে।

৮

পালঙ্ক উপরি আছে শয্যা সুকোমল,

কি সুন্দর উপাধান,

যে করে মস্তক দান

তদোপরি তার হয় সন্তোষ হৃদয়,

কিন্তু তাহা মোর কাছে কণ্টকের প্রায়।

পাইতেছি প্রতিদিন প্রচুর আহার;

তোর মত পাখি মোরে,

সকলে আদর করে;

কিন্তু তাতে তুষ্ট নাহি হয় মোর মন

কেবল রে বিনা সেই স্বাধীনতা ধন।

১০

পাখিরে—

স্বাধীনতা সুখ কাছে সব তুচ্ছময়,
এ সুখের কাছে হায়,
অন্য সুখ নাহি হয়,
সেই জানে ওরে পাখি, এ সুখ কেমন,
যে পেয়েছে কোন দিন স্বাধীন জীবন।

১১

ওরে পাখি আমি যদি মুহূর্ত্ত কারণ
স্বাধীনতা ধন পাই
অন্য ধন নাহি চাই,
সব সুখ তুচ্ছ করি পেলে সেই ধন,
সে ধন পাইলে অন্যে নাহি প্রয়োজন।

আমি পাখি,

মুহূর্ত্ত কারণ যদি স্বাধীনতা পাই,
তুচ্ছ করি রে সুন্দর
অট্টালিকা মনোহর;
তুচ্ছ করি সুখ সেব্য অশন শয়ন,
চাহিনা স্বর্গের সুখ নন্দন কানন,
মুহূর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন।

১৩

কিন্তু বিহঙ্গিনি,
ইহা ঘটিবে না কভু আমার কপালে,
যত দিন মম প্রাণ
করিবে রে অবস্থান
এ দেহের মধ্যে হায় ! জানিবে কখন
ভুঞ্জিতে পাবনা আমি স্বাধীনতা ধন ।

প্রাবৃট বর্ণন

আইল প্রাবৃট কাল পৃথিবী মাঝারে,
গ্রীষ্ম ঋতু চলি গেল হেরিয়া তাহারে ।
ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম কালে বসুন্ধরা কায়,
আহা মরি হয়েছিল যেন মৃতপ্রায় ।
এবে বর্ষা আগমনে কি শোভা ধরিল !
মৃত প্রায় দেহ যেন জীবন পাইল ।
নব পরিচ্ছদ অঙ্গে করিয়া ধারণ,
দেখ চেয়ে বসুমতী সেজেছে কেমন
অসংখ্য অগণ্য ওই জলধর দল
ঢাকিয়া রয়েছে সদা গগন মণ্ডল ।
ঝম্ ঝম্ শব্দ করি বর্ষিতেছে নীর,
ভীম রব করি কভু গর্জ্জিছে গভীর ।

জলধর কোলে কভু খেলিছে দামিনী,
তার রূপে আলোকিত হতেছে মেদিনী
উঠেনা গগনে আর চন্দ্র, সূর্য্য, তারা,
জলধর দলে সদা ঢাকা আছে তারা।
কভু যদি উঠে সূর্য্য গগন উপরে,
অমনি জলদ দল গ্রাস করে তারে।
সুখকর সুশীতল পেয়ে নব বারি,
কত ফুল ফুটিয়াছে কানন ভিতরি।
কদম্ব কেতকী আদি কুসুম নিকর,
ফুটিয়া কানন কিবা হয়েছে সুন্দর!
নীর পেয়ে পক্ক হল ফল কত শত,
আতা জাম আদি তার নাম কব কত।
দেখিয়া আঁধার কোলে জলধর দলে,
শিখীকুল আহ্লাদেতে কদম্বের ডালে
নৃত্য করে মহানন্দে পুচ্ছ বিস্তারিয়া,
সুন্দর সেজেছে কিবা তাহাদের কায়া।
পাইয়া বরষা রাজে সবে সুখী হল,
যমুনা জাহ্নবী কায়া উথলি উঠিল।
নবীন তৃণের দল মাঠের উপর
কেমন সেজেছে আহা মরি কি সুন্দর!
সরেতে নলিনী অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়নে,
জলের হিল্লোলে মৃদু দুলিছে সঘনে।
তদোপরি পড়িয়াছে বারি বিন্দুচয়,
মুক্তামালা প্রায় তাহা কিবা শোভাময়।

বক হংস জলচর আহ্লাদ অন্তরে,
সরসীতে নামিতেছে খেলিবার তরে।
মরাল মৃণাল লোভে ব্যাকুল হৃদয়ে
কমলের বনে যায় আনন্দে মাতিয়ে।
এইরূপে বসুন্ধরা কত শোভা পায়
বসুন্ধরা শোভা দেখি নয়ন জুড়ায়।
প্রকৃতি সুন্দরী হয়ে আহ্লাদিত মন,
নব পরিচ্ছদে করে তনু আচ্ছাদন।
কত অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করেছে,
আহা মরি কিবা শোভা তাহাতে হয়েছে।
আপনার রূপে হয়ে আপনি পাগল
মৃদু মন্দ হাসিতেছে প্রকৃতি কেবল।
দেখিয়া সে হাসি তার সুচারু বদনে
জগৎও হাসিছে যেন বোধ হয় মনে।
বিচিত্র ভূষণে অয়ি ভূষিতা সুন্দরী,
তোমার নিকটে আমি নিবেদন করি ;
যে করেছে তব এই সুখময় কায়
বারেক দেখাতে মোরে পার কিগো তায় ?
কোথায় আছেন তিনি কহ সত্য মোরে,
দেখা পেলে কব আমি তাঁর পায়ে ধরে,
"ওহে পিতা পরমেশ অনাথের নাথ
কন্যা প্রতি একবার কর দৃষ্টিপাত।
ক্রন্দন করিয়া আমি ধরি তব পায়
দয়া কর দয়াময়, দুঃখী অনাথায়।"

তাঁহার হয় গো অতি সদয় হৃদয়,
কন্যার ক্রন্দন শুনি হবেন সদয়।
শ্রবণ করিয়া তিনি কন্যার রোদন,
অবশ্যই করিবেন ক্রোড়েতে ধারণ।
তাই বলি সকাতরে হে চারু শোভনে।
বারেক দেখাও সেই ব্রহ্ম সনাতনে॥

মিনতি

ওহে প্রাণেশ্বর বল কি কারণে
হয়েছে তোমার মলিন মুখ ;
কথা না কহিছ হায় মোর সনে,
তব মুখ দেখি বিদরে বুক।
কেন কেন বল ওহে প্রাণনাথ,
তোমার বদন মলিন হল,
হায় একি আমি হেরি অকস্মাৎ,
এ দাসী তব কি দোষ করিল।
কি দোষ করেছে দাসী শ্রীচরণে,
বল সত্য করি জীবিতেশ্বর,
কৃপা দৃষ্টি করি চাহ দাসী পানে,
সহাস্য আননে সম্ভাষ কর।

প্রাণেশ, তোমার ওই মুখশশি,
মলিন দেখিয়া হৃদয় মন
বিদরিছে, হায় বারেক প্রকাশি
কহ হৃদয়েশ, এর কারণ।

যদি মোর কোন হয়ে থাকে দোষ
অবলা বলিয়া সে দোষ ক্ষম,
অবলার দোষে কর না হে রোষ,
রোষ ত্যাগ কর হে প্রিয়তম।

তুমি না ক্ষমিলে কে মোরে ক্ষমিবে,
মম দুঃখে কে হইবে কাতর,
প্রণয়সম্ভাষে কে মোরে ডাকিবে,
তাই বলি ক্ষম হে প্রাণেশ্বর।

হৃদয়বল্লভ! আমি অভাগিনী,
চির পরাধীনা বঙ্গীয় নারী,
বড় কষ্ট পাই দিবস যামিনী
সব কষ্ট ভুলি তোমারে হেরি।

তুমি হে আমার জীবনজীবন
তুমি হে আমার পিপাসানীর,
তুমি একমাত্র হৃদয়ের ধন,
ক্ষণে না হেরিলে মন অস্থির।

তোমার কারণে ওহে প্রাণেশ্বর!
ছাড়িয়া আমার স্বজন-গণে,
আসিলাম এই পারাবার পার,
ওহে প্রাননাথ, তব কারণে।

তোমারি কারণে ওহে প্রাণেশ্বর
সকলের স্নেহ সৌজন্য ভুলি,
আসিলাম এই সাগরের পার
তুমি অধিনীর শরণ বলি।

তবে কেন বল এত নিরদয়
জীবিত বল্লভ, দাসীর প্রতি,
দাসী প্রতি নাথ, হওহে সদয়
চরণে ধরিয়া করি মিনতি।

সরল পরাণে কথা কহ নাথ,
থাকিও না আর মৌন হইয়ে,
না কহিলে কথা ওহে প্রাণনাথ,
আমার হৃদয় যায় দহিয়ে।

অভাগিনী প্রতি সদয় হইয়ে,
দেখাও তোমার হাস্য আনন,
কহ মিষ্ট কথা আমারে তুষিয়ে,
নতুবা আমার যায় জীবন।

ঈশ্বর

শ্রী হরি ভজন মন কর অনুক্ষণ
ম জিয়া সংসারে, পাপে হয়োনা মগন।
তী ন লোক যেই সদা করেন পালন,
নী রবধি ভজ তাঁরে ওরে পাপ মন।
র হিবেনা কোন ভয় তাঁহারে ভজিলে,
দ য়া করিবেন তিনি দুঃখী জন বলে।
মো হিত হইয়া এই পৃথিবীর সুখে,
হি তাহিত জ্ঞান ত্যাজি প'ড়নারে দুঃখে।
নী কটে শমন তব দেখরে চাহিয়া,
ব সে আছে এখনই যাইবে লইয়া।
সু ন মন কথা মম, হও সাবধান,
ক র সদা ওরে মন জগদীশ গান।
ট লায়োনা মন তব, প্রীতির ভক্ত সে,
ক র দান ভক্তি পুষ্প ঈশ্বর উদ্দেশে।

প্রভাত বর্ণন

কি সুন্দর নানা রঙে করি শোভাময়,
পূর্ব্ব দিকে দিবাকর হলেন উদয়।
উষাদেবী সহ তিনি হাসিতে হাসিতে,
উদয় হলেন ওই উদয়-প্রাচীতে।
তাঁর আগমনে হল অন্ধকার দূর,
আলো দেখি জীবদের প্রমোদ প্রচুর।

পক্ষিগণ রজনীতে, ছিল নিদ্রিত বাসেতে,
এবে দেখি রাতি পোহাইল,
উচ্চ কলরব করি, আপনার বাসা ছাড়ি,
সবে মিলি ডালেতে বসিল।

সবে মিলি একতানে, রত বিভুগুণগানে,
স্বর কিবা শ্রুতি-সুখকর,
কোকিল কোকিলা সনে অতি আনন্দিত মনে,
করিতেছে কুহু কুহু স্বর।

বায়সেরা উচ্চ রব, করিতেছে কাকা রব,
'বৌ কথা কও' কেহবা বলে,
দেখি তরুণ তপন, সবে পুলকিত মন,
বাসা ত্যজি উঠেছে সকলে।

তরুশি'র পাতা যত, হয়েছে সুবর্ণ মত,
পড়ে' তায় রবির কিরণ,
সে সব সমীর ভ'রে, দুলিতেছে ধীরে ধীরে,
দেখিবারে সুন্দর কেমন।

রজনীতে কমলিনী 		ছিল যেন বিষাদিনী,
নিজ পতি তপন বিহনে,
এবে দেখি দিবাকরে, 		প্রস্ফুটিত হল সরে,
যেন সুখে সম্ভাষে তপনে।

কমলিনী ফুটিয়াছে, 		সরোবরে হইয়াছে,
দেখ কিবা শোভা মনোহর ;
নীহারের বিন্দুচয়, 		ঠিক যেন মনে হয়,
মুক্তাহার কণ্ঠের উপর।

কাননে কুসুম চয় 		ফুটিয়া কানন কায়,
আহা মরি কি শোভা ধরিল,
চারিদিক আমোদিয়া, 		সৌরভের ভার নিয়া,
ধীরে বহে মেদুর অনিল।

অন্ধকার নাহি আর, 		আলোকিত চারিধার,
তাহা হেরি মানবনিকর,
সুখ শয্যা পরিহরি, 		উঠি সবে ত্বরা করি,
হয় নিজ কাজেতে তৎপর।

লাঙ্গল কাঁধেতে করি, 		কৃষকেরা সারি সারি,
যায় ভূমি করিতে কর্ষণ,
ভূমি কর্ষিবার হয়, 		এই উত্তম সময়,
রৌদ্র তাপ নাহিক এখন।

বালক রাখাল যত, 		হয়ে অতি হরষিত,
ধায় মাঠে ধেনু চরাইতে,
ধেনুগণ বৎস সঙ্গে, 		চলিয়াছে মহারঙ্গে,
হাম্বা রব করিতে করিতে।

যত ক্ষুদ্র জল যান, রজনীতে বদ্ধমান.
ছিল ওই তটিনীর তীরে,
তার মাঝি মাল্লা যত, হয়ে সবে নিশচিন্ত,
ঘুমাইয়াছিল যে ভিতরে।

এবে দেখি দিবা করে, সকলেই ত্বরা করে,
ছাড়ি দিল যত জল যান,
ওই যান সমুদয়, নদী বক্ষে ভেসে যায়,
দেখিবারে সুন্দর কেমন।

মধ্যাহ্ন

প্রভাতের অন্তে ক্রমে মধ্যাহ্ন আইল,
রবির কিরণ কিবা প্রখর হইল।
দিবাকর নিজ তেজে হইয়া উত্তাপ,
সর্ব্ব ঠাঁই জানাতেছে আপন প্রতাপ
প্রভাতে রবির কর ছিল সুশীতল,
এখন কি হইয়াছে প্রচণ্ড প্রবল।
প্রভাতের সেই ভাব নাহিক এখন,
হইয়াছে এবে দেখ সকলি নূতন।
নাহিক এখন আর ভৃঙ্গগুঞ্জরণ,
করে নাক মিষ্টালাপ এবে পক্ষিগণ।

প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপে হইয়া তাপিত,
বিশ্রাম করিতে সবে হয়েছে নিদ্রিত।
কেবল চাতক হয়ে তৃষ্ণায় কাতর
নীর আশে উর্দ্ধ মুখে রহে নিরন্তর।
তৃষ্ণায় কাতর অতি চাহি মেঘ পানে,
"নীর দে, নীর দে" বলি ডাকিছে সঘনে।
মার্ত্তণ্ডময়ূখমালা কিবা সে প্রখর,
বোধ হয় বিশ্ব পুড়ে হয় ছার খার।
এ সময়ে হেন সাধ্য নাহিক কাহার,
দিবাকর পানে দৃষ্টি করে একবার।
রাখালেরা ধেনু লয়ে গিয়াছে মাঠেতে,
এবে রৌদ্রতাপে আছে বৃক্ষের ছায়াতে।
ধেনুগণ ছাড়া আছে যথা ইচ্ছা যায়,
রাখালেরা বৃক্ষতলে বসি গান গায়।
ওই যে অদূরবর্ত্তী তটিনীর তীরে,
আছে বৃক্ষ সমীরণ বহিতেছে ধীরে।
বড় সুশীতল হয় ওর সমীরণ,
তথা বসি ক্লান্তি দূর করে পান্থজন।

সন্ধ্যা বর্ণন

আহা কি সুন্দর ওই গোধূলী আইল,
পশ্চিমেতে দীননাথ গড়ায়ে পড়িল।
পূর্ব্বের প্রতাপ আর নাহিক এখন,
হয়েছেন এক্ষণেতে প্রাচীন তপন।
অস্ত যাইবার তরে তপন এক্ষণে,
ধীরে ধীরে আসিলেন পশ্চিম গগনে।
পশ্চিম আকাশে আহা মরি কি সুন্দর,
হইয়াছে কিবা শোভা দেখ মনোহর।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘমালা পশ্চিম গগনে,
শোভিত হয়েছে কিবা রবির কিরণে।
কত শত চিত্র আঁকা রয়েছে গগনে,
হে মানব একবার দেখ গো নয়নে।
ওই যে অম্বর কোলে কাদম্বিনীচয়,
গিরি চূড়া আদি রূপে কত শোভা পায়।
কোথাও বা ঠিক যেন শোভে মহীধর,
বিচিত্র বরণে চিত্র তার শৃঙ্গবর।
কোথাও রয়েছে আঁকা রম্য অট্টালিকা,
শোভিছে সুন্দর কোথা (ও) রথের পতাকা।
অশ্ব গজ রূপ ধরি শোভিছে সুন্দর,
দেখিবারে মনোলোভা চক্ষু তৃপ্তিকর।
রক্ত বর্ণ সূর্য্য আভা প্রতি গৃহ চুড়ে
শোভিছে সুন্দর অতি আর বৃক্ষ শিরে।

দেখিয়া বিচিত্র শোভা গগনের ভালে,
আহ্লাদেতে খেলা করে বালক সকলে।
মাথা নোয়াইয়া দেখ বিটপী সকল,
মৃদু মন্দ দুলিতেছে কিবা সুশীতল।
সন্ধ্যা হেরি পক্ষিগণ আনন্দিত মনে
উচ্চ কলরব করি ফিরিছে ভবনে।
মাঠে হতে রাখালেরা গোপাল লইয়ে
আসিছে ফিরিয়া সবে আপন আলয়ে।
কৃষকেরা মাঠ হতে নিজ কাজ সারি,
তাড়াতাড়ি ক'রে সবে আসিতেছে বাড়ী
দিবাকর অস্তাচলে ঢাকিল বদন,
তাহা দেখি শশব্যস্ত যত পান্থজন।
করিবারে সকলেতে রজনী যাপন,
করিতেছে চারিদিকে বাসা অন্বেষণ।
নর নারী সকলেতে হয়ে এক মন,
করিতেছে ভগবান নাম সঙ্কীর্ত্তন।
প্রকৃতির কিবা শোভা হয়েছে এখন,
প্রকৃতির শোভা দেখি জুড়ায় নয়ন।

জোৎস্না বর্ণন

গোধূলি হইল শেষ রজনী আইল,
পরমেশআজ্ঞা পেয়ে, তারকা বেষ্টিত হয়ে,
নিশানাথ গগনে উদিল।

সুনীলিম নভোপরে, শশাঙ্ক বিরাজ করে,
লয়ে সঙ্গী তারকা সকল,
কি শোভা হয়েছে তায়, হেন মনে বোধ হয়,
হীরাখণ্ড করে ঝল মল।

ওই যে মেঘের পাশে, চাঁদের কৌমুদী হাসে,
কি সুন্দর তায়, আহা মরি,
চকোর চকোরী সনে, অতিশয় হৃষ্টমনে,
সুধা পিয়ে বসি বৃক্ষোপরি।

হেরিয়া সে নিশামণি, সরোবরে কুমুদিনী,
হাস্যমুখে পাইল প্রকাশ।
জলের হিল্লোলে তাহা, মৃদু মন্দ দুলে আহা,
বহে তায় দক্ষিণ বাতাস।

উদ্যান মাঝারে মরি, যুঁথি জাঁতী আদি করি,
কত ফুল হল বিকসিত।
শীতল পবন তায়, সুগন্ধ বহিয়া হায়,
সঞ্চরণ করে ইতস্ততঃ।

বিটপীর শিরোপরি, জ্বলে ধীকি ধীকি করি,
কত শত খদ্যোতের পাঁতি,
রমণী মস্তকোপরি, শোভে যথা সারি সারি,
মুক্তা মালা মোহন মুরতি।
ওই যে তটিনী কুল, বহে করি কুল কুল,
উহাদের বক্ষস্থলোপরি,
পড়িয়াছে শশধর, প্রতিবিম্ব মনোহর,
কি সুন্দর আহা মার মরি।
যবে জল স্তব্ধ হয়, তখনই মনে হয়,
যেন জলে সুবর্ণের থালা ;
পরে যবে দোলে বারি, বোধ হয় তদোপরি,
শোভিতেছে হীরকের মালা।
তটিনীর তটোপরি, সহকার আদি করি,
আছে কত বিটপীর সারি ;
কিরণেতে শশাঙ্কের প্রতিবিম্ব তাহাদের
পড়িয়াছে জলের উপরি।
চাঁদের কৌমুদি ভরা, হয়ে এই বসুন্ধরা,
ঠিক যেন হাসিছে আ মরি ;
বহুবিধ আভরণ, অঙ্গেতে করি ধারণ,
সাজে কিবা প্রকৃতি সুন্দরী।
অনুপম শোভা হেন, করিলেন যেই জন,
মন তাঁরে ভুল না কখন,
ভক্তি পুষ্প উপচারে, পবিত্রতা সহকারে,
পূজ সদা তাঁহার চরণ।

বঙ্গাঙ্গনার খেদ

একদা নিদাঘে নিশিথ সময়ে,
আছি গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়ে।
দ্বিতীয় প্রহর রজনী যখন,
নিদ্রিত বাড়ীর সব লোক জন,
আমিও নিদ্রিত ছিলাম তখন,
অকস্মাৎ নিদ্রা ভাঙ্গিল আমার ;

হল মহা দায় শয্যায় শয়ন,
চলিনু করিতে সমীর সেবন,
অদূরেতে যেই আছয়ে উদ্যান,
একা সঙ্গে কেহ নাহিক আর।

কামিনীর গাছ আছিল তথায়,
বসিলাম গিয়া তাহার তলায়,
দ্বিতীয় প্রহর গভীর নিশায়,
কেহ নাহি কাছে আমিই একা

শন্ শন্ শব্দে বহিছে নিস্বনি,
হইয়াছে কিবা গভীর রজনী,
গভীর আঁধার নিদ্রিত ধরণী,
অন্ধকারে কিছু না যায় দেখা।

বটবৃক্ষ এক ছিল অদূরেতে,
একটি পেচক তাহার শাখাতে,

বাস করি আছে মনের সুখেতে,
উঠিল ডাকিয়া হেন সময়ে ;

শুনিয়া তখন শবদ তাহার,
অকস্মাৎ হায় মনেতে আমার,
উথলি উঠিল চিন্তা পারাবার
চিন্তিনু ক্ষণেক নিস্তব্ধ হয়ে।

সম্বোধি পেচকে কহিনু পরেতে,
হে পেচক তুমি মনের সুখেতে,
আছ বাস করি বৃক্ষের ডালেতে,
কিছুরই তব ভাবনা নাই ;

বড় ভয়ানক জ্বালা পরাধীনা,
এহেন জ্বালাত ভুগিতে হয় না
কখনও হায় তোমা সবাকারে ;
আছরে আপন স্বাধীন অন্তরে,
কেমন সুখেতে আছ সদাই।

বনের পাখী যে, হায়রে কপাল,
আছরে স্বাধীন রবে চিরকাল,
নাহিক তোদের ভাবনা জঞ্জাল,
কেবল দুঃখিনী বঙ্গকামিনী ;

হতভাগ্য বঙ্গ কুলনারীগণ,
পরের অধীনে আছে সর্ব্বক্ষণ,
সহিছে সদাই পর-নিপীড়ন,
আছে হীনবেশে দিবা রজনী।

পর কটুবাক্য সহিতেছে প্রাণে
আছে দিবা নিশি পরের অধীনে
আপনার কোন ক্ষমতা নাই ;

পুরুষের বশে থাকিব নিয়ত,
পুরুষের মন যোগাব সতত,
তাদের কর্কশ বচন সহিব,
দাসীর মতন সতত থাকিব,
যখন যা বলে করিব তাই।

বড় হতভাগ্য কপাল তাদের
যারা জন্মে নারী হয়ে ভারতের !
হয়ে বিদ্যাহীনা পশুর মতন,
কারাগারে বদ্ধ থাকে অনুক্ষণ ;
বড় ক্লেশ পায় বঙ্গ কামিনী ;

অভাগী রমণী কেহ নাহি হায়,—
পৃথিবীর মধ্যে আমাদের ন্যায়,
আমরা বড়ই অভাগিনী হায়
বিহগী মত পিঞ্জর-বাসিনী।

হে বিধাতঃ বল, কেন আমাদের
সৃজিলে হে নারী করে ভারতের ?
অথবা রমণী যদিই করিলে,
তবে কেন নাহি স্বাধীন রাখিলে,
কেন আমাদের পিঞ্জরে পুরিলে ?
কষ্ট সহি মোরা কিসের তরে ?

স্ত্রীপুরুষ এক ঈশ্বর সন্তান,
মোরা সবে ভ্রাতা ভগিনী সমান,
অবলা বলিয়া একি অবিচার,
অবলারা কষ্ট ভুঞ্জিবে অপার,
পুরুষেরা সবে সুখেতে রহিবে,
অবলার কষ্ট দেখে না দেখিবে,
রাখিবে আপন অধীন করে ;
একি অবিচার মোদের 'পরে।

অরণ্যে দময়ন্তী

১

কে ওই নবীনা বালা কাঁদিছে বিজনে।
কি গভীর অন্ধকার, দৃষ্টি করা হয় ভার,
এ হেন সময়ে হায়, একাকী কেমনে,
আসিয়াছে বালা মরি, এ ঘোর কাননে ?

২

আহা মরি মরি কিবা সুরূপ নেহারি !
এ হেন সৌন্দর্য্য হায়, কভু নাহি দেখা যায়,
দেবী কি মানবী তাহা বুঝিতে না পারি,
আহা কিবা রূপরাশি যাই বলিহারি !

৩

প্রশস্ত ললাট কিবা আয়ত লোচন,
স্বর্ণ প্রভা জিনি রূপ, হয় অতি অপরূপ,
চন্দ্রমা জিনিয়া কিবা সুন্দর আনন,
হেন রূপরাশি কেহ দেখেনি কখন।

৪

আহা মরি মরি কিবা উজ্জ্বল বরণে!
হেন বোধ হয় চিতে, যেন বা আকাশ হতে,
পূর্ণিমার পূর্ণ শশি লজ্জার কারণে,
পড়িয়াছে আসি হায় এ ঘোর কাননে।

৫

সে অবলা রূপ আমি বর্ণিতে না পারি,
একেত অবলা জাতি, তাহাতে অজ্ঞান অতি,
কেমনে বর্ণিব তার সেরূপ মাধুরী,
হায় রে সেরূপ আমি বর্ণিতে না পারি।

৬

যদিরে হ'তাম আমি সিদ্ধ কবিবর,
তাহা হ'লে পারিতাম বর্ণনা করিতে,
অথবা হতাম যদি কোন চিত্রকর,
পারিতাম কথঞ্চিৎ সে চিত্র আঁকিতে।

৭

নহি সুনিপুণ মনোহর লিপিকর,
প্রমদা কল্পনা দেবী সহচরী নয়;

কেমনে অ াঁকিব রূপ অ াঁখি ইন্দিবর ?
অবলা সরলা বালা সাধ্য কি এ হয় ।

৮

এমন গভীরা নিশা তবু ভয় নাই,
বসিয়া বিজন বনে, কাঁদিছে আপন মনে,
ধন্য রে সাহস ধন্য বলিহারী যাই,
এমন অবলা কভু চক্ষে হেরি নাই ।

৯

কে এ রমণী তাহা না পারি চিনিতে,
মনে হেন অনুমানি, সত্য কিনা নাহি জানি,
যেন কোন বালা হায় সংসার হইতে,
পরিত্যক্তা হয়ে বাস করিছে বনেতে ।

১০

তাই বালা মনোদুখে করিছে রোদন,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায়, সোণার কমল কায়
শুকায়েছে, শুষ্ক স্বর্ণ লতিকা যেমন,
হায়রে এদশা তার কে করে দর্শন ।

১১

এমন নির্দ্দয় কেরে পৃথিবী ভিতরে,
বাস করি আছে হায়, নিঠুর পাষাণ কায়,
দয়া লেশ নাহি হয় তাহার অন্তরে ,
হেন সুকুমারী নারী ভাসায় সাগরে ।

১২

ধন্য গো পুরুষ তব পদে নমস্কার!
তোমারি এ কাজ হায়, এই স্বর্ণ লতিকায়,
তুমিই দিতেছ হায়, যন্ত্রণা অপার,
তোমারি কারণে বালা কাঁদে অনিবার।

১৩

এখন একটি কথা জিজ্ঞাসি তোমায়,
ভুবনেতে অতুলনা, হয় এই সুলোচনা,
এ হেন নারীরে বনে ত্যাগ করি হায়,
কি সুখ পাইলে তুমি বল তা আমায়।

১৪

কে গো তুমি সুলোচনে, এ বিজন বনে,
একাকী বিকল মন, কাঁদিতেছে অনুক্ষণ,
কাহার রমণী তুমি, কিসের কারণে
প্রবেশ করেছ এই গভীর কাননে!

১৫

কে তুমি বল গো মোরে, বল সত্য করি,
দেবী কি মানবী তুমি, চিনিতে না পারি আমি,
কে তুমি জানিতে আমি বড় ইচ্ছা করি,
তব পরিচয় মোরে দেহ দয়া করি।

১৬

তোমারে দেখিয়া মনে বোধ হয় হেন,
পূর্ব্বেতে যেন গো তব ছিল সুখময় ভব,
এবে কাল বশে দশা হয়েছে এমন,
তাই এ অরণ্য মাঝে করিছ রোদন।

১৭

ধরাতলে অতুলনা তব মুখ-শশি,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হায়, হইয়াছে শুষ্ক প্রায়,
পূর্ব্বেতে ছিলে যে তুমি, অতীব রূপসী
এবে হায় সর্ব্ব অঙ্গে পড়িয়াছে মসী।

১৮

কাহার ঘরণী তুমি নন্দিনী কাহার!
কি দোষেতে মরি মরি, তোমা হেন সুকুমারী
নারীরে অরণ্যে কেবা করে পরিহার!
কে হেন নির্দয় হায় পৃথিবী মাঝার!

১৯

বুঝি বা কোন গো হায় পুরুষ নির্দ্দয়,
আপন সুখের জন্যে, তোমা হেন নারী রত্নে
বিজন অরণ্যমাঝে ছাড়িলেন হায়,
পুরুষের মন যে গো কঠিনতাময়।

২০

হে দেবি কহ গো মোরে আত্মবিবরণ,
করিওনা প্রবঞ্চন, যথার্থ কহ বচন,
কেবা সেই যে করিল বনে বিসর্জ্জন ;
কিবা নাম কোথা ধাম কহ গো বচন।

২১

"শুনিবে আমার তুমি দুঃখের কাহিনী
শুন তবে মন দিয়া, বলিতে বিদরে হিয়া,"
এ কথা বলিতে হায় অভাগী রমণী
গণ্ডস্থল বহি অশ্রু পড়িল অমনি

২২

ধৈরয ধরিয়া তবে কিছু ক্ষণ পরে,
বলিতে লাগিল ধনী, নিজের দুখকাহিনী।
ইচ্ছা হইয়াছে মম দুঃখ শুনিবারে,
শুন তবে দুঃখ মম কহি গো তোমারে।

২৩

বিদর্ভ নগর পতি ভীম সেন রাজা,
তাঁহার দুহিতা হই, দময়ন্তী নাম লই,
পিতা অতি ধনশালী, বলে মহাতেজা,
হা অদৃষ্ট, পিতা মোর ভীম সেন রাজা !!!

২৪

ছিল মোর সনে সদা সখী এক শত,
তাহারা আমার সনে, ছায়াসম রাতি দিনে,
প্রিয় সহচরী হয়ে সদাই থাকিত,
আমোদ আহ্লাদ হায় কতই করিত।

২৫

এরূপে পালিতা হই পিতার ভবনে ;
দুঃখ কারে বলে হায়, কভু নাহি জানি তায়,
জনকজননীকোলে, সখীদের সনে,
লাগিনু বর্দ্ধিত হ'তে পিতার ভবনে।

২৬

পরেতে হইল যবে বিবাহ সময়,
পিতা মম দেখি তায়, স্বয়ম্বর বাসনায়,
নিমন্ত্রণ করিবারে সর্ব্ব রাজগণে,
দিকে দিকে পাঠাইয়া দিল ভাটগণে।

২৭

নিষধের অধিপতি নল মহাশয়,
পূর্ব্বাবধি শুনে যায়, মম সব পরিচয়,
বিবাহ করিতে ইচ্ছা ছিল অতিশয়,
তিনিও এলেন মোর পিতার আলয় ।

২৮

আমি বহু দিনাবধি তাঁর পরিচয়,
শুনেছিনু সংগোপনে, তদবধি মনে মনে,
করিয়াছিলাম তাঁরে পতিত্বে বরণ,
একথা না জানে কেহ বিনা সখীগণ ।

২৯

সব রাজগণ এলে পিতার ভবনে,
স্বয়ম্বর সভা হল, মোরে সেথা লয়ে গেল,
নিজ মনমত পতি লবার কারণে ;
গেলাম ভূষিত হয়ে নানা আভরণে ।

৩০

গেলাম সেখানে যথা মম প্রাণ ধন,
যেন রে আকাশ হতে, শশধর ভূতলেতে,
অবতীর্ণ হয়েছেন দেখিনু তখন,
দেখিয়া তাঁহারে তবে করিনু বরণ ।

৩১

তবে পিতা আনন্দেতে সমারোহ করি,
নিষধাধিপতি সনে, বিবাহ দিলা সে ক্ষণে,
তদবধি হইলাম নিষধঈশ্বরী ।
নিষধঈশ্বরী এবে বনে বাস করি !

৩২

পুরুষজাতির বড় কঠিন হৃদয়,
এই কথা বাছা তুমি, মোরে বলিলে এখনি,
নহে সত্য পুরুষের দোষ কিছু নয়,
যা কিছু সকলি নিজ অদৃষ্টেতে হয়।

৩৩

পুষ্কর নামেতে ভ্রাতা নিষধ রাজার,
ছিল অতি দুরাচার, পাশাক্রীড়া করিবার
বাসনা জানাল হায়, সহিত রাজার ;
যার জন্য এ দুর্দ্দশা আজিকে আমার !

৩৪

তবে দুই জনে হায় লাগিল খেলিতে।
শনির ক্রোধেতে প'ড়ে, প্রাণেশ্বর বারে বারে,
কনিষ্ঠের নিকটেতে লাগিল হারিতে,
নাহি পারিলেন তিনি বারেক জিনিতে।

৩৫

হারিলেন প্রাণেশ্বর রাজ্য ধন হায় ;
ছিল শেষে সব হারি, কেবল একটি বাড়ী,
আমরা সকলে বাস করিতাম যা'য়,
অবশেষে সেটিকেও হারিলেন রায়।

৩৬

তবেত তখন হয়ে অতি নিরুপায়
মহারাজা মোর সাথে, বাহিরিলা বাড়ী হতে,
বিজন অরণ্যে আসি করেন আশ্রয়,
আমিও তাঁহার সনে রহিনু তথায়।

৩৭

রাজ্য ধন সকলই গিয়াছে বলিয়ে
একটি দিনের তরে, দুঃখ না ছিল অন্তরে,
বনে বনে বেড়াতাম অতি সুখী হয়ে,
প্রাণেশ ও ছিলেন সুখী আমারে লইয়ে।

৩৮

এইরূপে গত হয়ে গেল কিছু দিন ;
স্বপনেও ভাবি নাই, হতভাগ্যে পোড়া ছাই,
এহেন অরণ্যে মোরে একাকী রাখিয়া,
প্রাণেশ কোথাও হায় যাবেন চলিয়া।

৩৯

বলিতে বিদরে হিয়া গত রজনীতে,
আমি আর প্রাণেশ্বর, এঘোর বন ভিতর,
আছিনু শায়িত আহা একই স্থানেতে.
আসিল কি কালনিদ্রা আমার চক্ষেতে।

৪০

পূর্ব্বেতে যগুপি আমি জানিতাম হায় !
এমন বনভিতরে মহারাজা ছাড়ি মোরে
একাকী চলিয়া তিনি যাবেন কোথায়,
তাহলে কি থাকিতাম এ কাল নিদ্রায়।

৪১

রজনী যখন প্রায় গত হয়ে গেল,
পূর্ব্বদিকে দিবাকর বিস্তারি রজত কর,
উজ্জ্বল বরণে তার গগনে উদিল,
সে সময়ে মোর কাল নিদ্রা ভাঙ্গি গেল।

৪২

দেখিনু পশ্চাতে ফিরে প্রাণেশ্বর নাই ;
তখন আমার মনে, কি হইল কেবা জানে ;
চারিদিকে প্রাণনাথে খুঁজিয়া বেড়াই,
কোনখানে তাঁরে আর দেখিতে না পাই।

৪৩

তখন হইয়ে অতি ব্যাকুল অন্তর,
অরণ্যের চারিধারে, খুঁজিলাম প্রাণেশ্বরে,
নাহি পাইলাম এই অরণ্য ভিতর,
হৃদয়ে বিঁধিল মোর ব্যথা ভয়ঙ্কর।

৪৪

সমস্ত দিবস ঘুরি অরণ্যানী হায়,
কত স্থান খুঁজিলাম, কোথাও নাহি পেলাম,
রজনীর আগমনে হয়ে নিরুপায়
করিলাম এই ঘোর অরণ্য আশ্রয়।

৪৫

হিংস্রজন্তু সমাবৃত এ বিজন বন
তাতে মোর ভয় নাই, স্বামীরে যদ্যপি পাই,
তবেই ছাড়িব এই ভীষণ কানন,
নতুবা এ বনমাঝে ত্যজিব জীবন।

কোন বিহঙ্গিনীর প্রতি

শূন্যমার্গে উড্ডী'মান ওগো বিহঙ্গিনী,
কোথা যাও ধীরে ধীরে ?
যেওনারে এস ফিরে,
শুনে যাও অভাগীর দুঃখের কাহিনী,
তার পর যথা ইচ্ছা যেও বিনোদিনী।

২

বহুদিন হ'ল পাখি, স্বজন ত্যজিয়া,
আসিয়াছি বহুদূরে,
মাতা ভ্রাতা সবে ছেড়ে,
রহিয়াছি হেথা আমি নিশ্চিন্ত হইয়া,
তাঁদের বিহনে মন যেতেছে পুড়িয়া।

৩

পূজনীয়া স্নেহময়ী জননী আমার,
হেন জননীরে হায়,
দুই বর্ষ হ'ল প্রায়,
দেখি নাই, শুনি নাই বচন তাঁহার
সারল্যের ছবিখানি স্নেহের আধার।

৪

প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয়,
মোহিনী, রমণী মম,
প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম,
তাদের ও দেখি নাই বহু দিন হায়,
না হেরে তাদের মুখ প্রাণ ফেটে যায়।

৫

প্রস্ফুটিতপদ্মসম তাদের আনন,
ফুলো ফুলো গাল দুটি,
কিবা তাহা পরিপাটি,
আভা তার ঠিক যেন গোলাপী বরণ,
অধরোষ্ঠ দুটি ঠিক প্রবাল মতন।

৬

স্নেহময় স্নেহময়ী ভ্রাতা ভগ্নীগণ,
সারল্যের ছবি যেন,
মনে বোধ হয় হেন
স্নেহ মমতায় পূর্ণ তাঁহাদের মন,
আমার সে স্নেহময় ভ্রাতাভগ্নীগণ।

৭

ইহাদের সকলেরে পরিত্যাগ করি,
কত নদ নদী ছেড়ে,
ভীষণ সাগর পারে,
আসিয়া রয়েছি হায় সকলে পাশরি,
বন্ধুহীন দেশে আমি একা বাস করি।

৮

আমি পাখি, যে প্রকার ব্যাকুলিত মন
তাঁদের কারণ হায়,
তাঁহারাও তদপ্রায়
ব্যাকুলিত মন সদা আমার কারণ,
সতত আমারি কথা করেন চিন্তন।

৯

সর্ব্বদাই মম মনে এই ইচ্ছা হয়
স্নেহালু জননীমম,
ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাণসম,
ভ্রাতাভগ্নীগণ সবে আছেন যথায়,
আমি ও এখনি পাখি, যাইরে তথায়!

১০

কিন্তু হায় এই ইচ্ছা না হবে পূরণ,
একে এই সাগর পার,
তাতে অধীনতা-নিগড়
আছে দৃঢ়রূপে হায় পদেতে বন্ধন,
সাধ্য নাই এক পদও করিতে গমন।

১১

তোমার মতন যদি থাকিতরে হায়—
সুবিস্তৃত পক্ষ দুটি
তা হলে এখনি ছুটি
দ্রুত গমনেতে আমি যেতাম তথায়,
মাতাভ্রাতাভগ্নীআদি আছেন যথায়।

১২

কিন্তু হায়, বিহঙ্গিনী, বলিরে তোমায়
নাহিক তোমার ন্যায়
আমার সে পক্ষদ্বয়,
তব ন্যায় পক্ষ বিধি দেননি আমায়,—
যে হেতু মনুষ্য জাতি হয়েছি ধরায়।

১৩

কিম্বা যদি থাকিত রে স্বাধীনতা হার
সেই হার গলে প'রে
নদ নদী তুচ্ছ করে,
ভীষণ সাগর আনি হইতাম পার,
পার হয়ে যাইতাম নিকটে সবার।

১৪

কিন্তু পাখি, বঙ্গবালা চির পরাধিনী
বঙ্গকন্যা হয়ে হায়
জন্মিয়াছি এ ধরায়,
নাহি স্বাধীনতা আশা, দিবস যামিনা,
গৃহে বদ্ধ আছি যেন পালিতা হরিণী।

১৫

যত দিন বঙ্গনারী থাকিবে জীবিত,
তত দিন এ প্রকার
পরাধীনতা-নিগড়
সকলের পদে হায় হইবে জড়িত,
এই কথা পাখি তুমি জানিবে নিশ্চিত।

১৬

এক্ষণেতে পাখি আমি বলিয়ে তোমায়,
আমার কাহিনী যত
শুনিলে তুমি সমস্ত,
এইবার বিদায় হে দিলাম তোমায়,
যথা ইচ্ছা এইবার যাওরে তথায়।

১৭

আর এক কথা পাখি শুনরে আমার
শুনিলে এতেক কথা,
শুন আর এক কথা,
বহু নদ নদী তুমি কর যে ভ্রমণ,
আর এক কথা মোর কররে শ্রবণ।

১৮

যেই স্থানে পাখি তুমি করিবে গমন,
অতি উচ্চ রব তুলে
কহিবেরে গীতচ্ছলে
সেইখানে বঙ্গবালা দুঃখের কথন,
বঙ্গবালা দুঃখ সবে করিবে শ্রবণ।৮

ভারত-মাতা

১

এই কি বিখ্যাত হায় সেই আর্য্য-ভূমি
বলিত যাহারে সবে রত্নপ্রসবিনী ;
যার তরে চরাচর কম্পিতাঙ্গ থর থর,
হইত সদাই হায়, এই কি সে ভূমি ;
না না তাহা নহে, এ যে স্বপ্নের কাহিনী।

২

যথার্থ কি এই সেই পূর্ব্ব আর্য্য ভূমি !
ইহাকেই বলে সবে বীরপ্রসবিনী !
ইহা কি গো সত্য কথা, এখানে ভারত মাতা
প্রসবিলা তাঁর যত বীরেন্দ্র তনয়,
এ হেন বচন যেনো অসম্ভব হয়।

৩

এ কথা যদ্যপি সত্য, কোথায় এখন
ভারত মাতার সেই প্রিয় পুত্রগণ !
বীরেন্দ্র কেশরী মত, বাহু বলে পরাক্রান্ত
ভীমার্জ্জুন আদি করি যত বীরগণ,
রণ ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়, কোথায় এখন ?

৪

রূপে গুণে বাহুবলে বুদ্ধি পরাক্রমে,
ছিল যারা অদ্বিতীয় এ ভারত ভূমে,
একতা বন্ধন বলে, যারা এই ক্ষিতি তলে,
করেছিল একদিন নিখিল শাসন
এহেন বীরেন্দ্রগণ কোথায় এখন।

৫

কালের বিচিত্র গতি কে পারে বুঝিতে ?
জ্ঞান শূন্য সবে পড়ে কালের গতিতে।
এই ভাল এই মন্দ, এইরূপ নানাছন্দ,
করি কাল অনুক্ষণ ঘুরে পৃথিবীতে,
কালের নিকটে নাই অব্যাহতি পেতে।

৬

সোনার ভারত এই পূর্ব্বেতে কেমন,
আছিল কতই হায় সমৃদ্ধিশালিনী,
কালের গতিতে কিন্তু পড়িয়া এখন
হইয়াছে এখন সে অতি অনাথিনী।

৭

স্মরিলে বিদরে হৃদি, ভারত দুঃখিনী,
ছিলেন একদা যিনি সমৃদ্ধিশালিনী,
ভাণ্ডারেতে ছিল পূর্ণ, অসংখ্য অগণ্য রত্ন,
সে সব রতন হায় হারাইয়া ধনী,
হয়েছেন এবে হায় দেখ ভিখারিণী।

৮

বলিতে বিদরে হিয়া হায় মা জননী,
এই কি ছিল মা তব কপালে লেখনী।
বীরেন্দ্রের মাতা হয়ে, অযশ মাথায় বয়ে,
এক্ষণে যাপিছ দিন হয়ে অভাগিণী,
তোমার এহেন ভাগ্য স্বপনে না জানি।

৯

প্রসবিলে যে গো এত বীরসুতগণ,
তাহারা জননী ওগো কোথায় এখন?
মহা পরাক্রান্ত বীর, তব পুত্রেরা সুধীর,
প্রতাপেতে ছিল সবে প্রখর তপন;
সে হেন পুত্রেরা হায় নাহিক এখন।

১০

নাহিক তোমার সেই বীর পুত্রগণ,
তাহাদের বংশ কিন্তু রয়েছে এখন,
বলিতে সরম পাই, সেই বংশোদ্ভব এই,
রয়েছে আর্য্যের সব হিন্দুর নন্দন,
সেই তেজ সে বীরত্ব নাহিক এখন।

১১

জননী এই কি তব ছিল মা কপালে,
পূর্ব্বে যে উদরে হেন রত্ন প্রসবিলে—
হায় এখন কেমনে, কুলাঙ্গার ভীরুগণে,
পবিত্র উদরে সেই ধারণ করিলে?
পুত্র দোষে জননী গো কাঙ্গালিনী হলে।

১২

করেছিলে কিবা পাপ পূরব জনমে,
সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিছ এক্ষণে।
অবনীর সার যত, ইন্দ্রাদি দেবের মত,
বীর পুত্রগণে হায় হারায়ে এক্ষণে,
জননী গো ভীরুগণে পালিছ যতনে।

১৩

যে বীরের বীর দর্পে এই যে জগৎ,
ভয়ে ভীত জড় সড় হইত সতত,
সেই বীরগণ বংশে, জন্মিল কি অবশেষে,
পাপমতি ভীরুচিত্ত কুলাঙ্গার যত,
হেন কথা স্মরণেতে সরম গো কত।

১৪

ভীরু কাপুরুষ যত হিন্দুর নন্দন!
নরশ্রেষ্ঠ বংশে জন্মি একি আচরণ।
বীর বংশে জন্ম লয়ে, হায় বীর্য্যহীন হয়ে,
দয়া ধর্ম্ম তেজ গর্ব্ব দিয়া বিসর্জ্জন,
একতা বিহনে কাল করিছ যাপন।

১৫

কেমনেতে বল হায়, হিন্দুর তনয়,
আর্য্যবংশ জাত বলি দেও পরিচয়?
যদি সেই বংশে হায়, তোমাদের জন্ম হয়
তবে সে সাহস বীর্য্য গেল গো কোথায়।
অমূল্য একতা ধনে দিয়াছ বিদায়।

১৬

ধিক্ তোমাদের মনে লজ্জা কিছু নাই,
ভীরু চিত্ত হয়ে বাস করিছ সদাই ।
ধিক্ তোমাদের হায়, নাহি কোন ধর্ম্ম ভয়,
ধর্ম্ম বিসর্জ্জিয়া কর অধর্ম্ম বড়াই ;
পাপ কার্য্যে রত হয়ে আছগো সদাই ।

১৭

হায়রে নিষ্ঠুর যত ভারত সন্তান,
মাতৃদুঃখে অশ্রুসিক্ত হয় না নয়ন ?
দেখ চেয়ে একবার প্রিয় এ ভারত মার
কি দুর্দ্দশা মরি হায় হয়েছে এখন ;
শীর্ণ দেহ হয়ে আছে মলিন বদন ।

১৮

ছিলেন যখন পিতৃ পিতামহগণ
কি সুখে ছিলেন হায় জননী তখন ।
দুখের বারতা হায়, নাহি জানিতেন তায়,
কত সুখে রাখিতেন ভারতে তখন,
হে নিষ্ঠুর তোমাদের পূর্ব্ব পিতৃগণ ।

১৯

তোমাদের হাতে হায় কিন্তু এবে প'ড়ে,
দাসত্ব করিতে শেষে হ'ল ভারতেরে ।
সর্ব্ব সুখ ঘুচে গেল, জননী দুঃখিনী হ'ল,
অন্ন জুটা ভার এবে তাঁহার উদরে,
এ দুর্গতি শুধু তোমাদের হাতে প'ড়ে ।

২০

এখন দিনান্তে দুটি জুটেনা আহার,
অনাহারে দেখ চেয়ে বদন তাঁহার
হইয়াছে শুষ্কপ্রায়, আহা মরি হায় হায়,
তৈল বিনা মস্তকেতে দেখ জটাভার,
আজি কি দুর্দ্দশা দেখ ভারত-মাতার।

২১

কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর শক্তি নাহি গায়,
জননী মোদের হয়েছেন মৃত প্রায়।
শোকে তাপে অনাহারে, ভীষণ আকার ধরে,
দুঃখিনী ভারত-মাতা আহা মরি হায়।
দেখিয়া মায়ের দশা বুক ফেটে যায়।

২২

দেখিয়া মায়ের হেন দুর্দ্দশা নির্দ্দয়,
তোমাদের এতটুকু দয়া নাহি হয়?
কেমনে বলনা হায়, পাষাণে বাঁধিয়া কায়,
নিশ্চিন্ত আছ যত ভারত-তনয়,
মাতৃদুঃখে তোমাদের কষ্ট নাহি হয়।

২৩

মায়ের দুঃখেতে আর থেকনা নিশ্চিন্ত,
দূর করিবারে দুঃখ হওরে চেষ্টিত।
একতা অমূল্য ধন গলেতে করি ধারণ
মৃতপ্রায় ভারতেরে করিতে জীবিত
সকল সন্তান মিলি হওগো দীক্ষিত।

২৪

তা হলে মায়ের দুঃখ রহিবে না আর,
উদিবে সৌভাগ্য-ভানু ভারতে আবার।
জননী হবেন সুখী, আর না রবেন দুঃখী
মৃত দেহে হবে পুনঃ জীবন সঞ্চার,
হায়রে এমন দিন হবে কি আবার।

বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুরের মৃত্যু উপলক্ষে

নিদারুণ কি সংবাদ পাই শুনিবারে!
অকস্মাৎ একি হেরি নগর ভিতরে।
চারিদিকে লোক যত,
হাহাকার করে কত,
কিসের কারণে, হায় হেন সকাতরে
কাঁদিছে নগরবাসী হাহাকার করে।

২

কেন এ নগরে এত হাহাকার ধ্বনি,
কারণ লিখিতে তার কাঁপিছে লেখনী।
কারণ লিখিতে হায়,
হৃদয় বিদীর্ণ হয়,
কেমনে লিখিব তবে সে দুঃখ কাহিনী!
এ কথা লিখিতে হবে স্বপনে না জানি।

৩

ক করিব না লিখিলে উপায় ত নাই,
দুঃখ সম্বরিয়া আমি লিখিতেছি তাই।
পাঠক পাঠিকাগণ
সবে হয়ে একমন
সে দুঃখ বারতা আজি করগো শ্রবণ,
নগরের শোক আমি করিব বর্ণন।

৪

ভীষণ রোগের তাপে ব্যথিত হৃদয়ে,
ভাগিরথী তীর দেশে স্বজনে লইয়ে,
ছিলেন আশার বশে,
কিন্তু কাল গুপ্তবেশে,
পশিয়ে হৃদয় মাঝে দিল গো নিবিয়া
অমূল্য প্রাণের দীপ নিদয় হইয়া।

৫

হইবেন ভাল, আশা সবাকার মনে,
তা' না হয়ে হেন কথা, ভাবিনি স্বপনে।

হায় কি বলিব আজ,
আমাদের মহারাজ
ভাল হইবেন বলি গেলেন যথায়,
সেখানে শমন চুরি করিল তাঁহায়।

৬

রবিবারে এ সংবাদ আসিল হেথায়,
আমাদের রাজা আর নাহিক ধরায়।
শনিবার রাত্রিকাল
ছেদ করি মায়া-জাল
আমাদের পূজনীয় রাজা বাহাদুর
মর্ত্ত্য ছাড়ি গিয়াছেন চলি স্বর্গপুর।

৭

হায় হেন শোকাবহ সংবাদ শুনিয়া,
দুঃখেতে সবার বক্ষ যায় বিদরিয়া।
ছোট বড় সর্ব্বজন,
যত রাজ ভৃত্যগণ
সকলেই করিতেছে শোকে হাহাকার;
অকস্মাৎ একি হ'ল ভীষণ ব্যাপার।

৮

কি হ'ল কি হ'ল হায়, কি হ'ল কি হ'ল!
সকলের মুখে এই বহে অনর্গল।
কাঁদিছে যতেক প্রজা,
"কোথা গেলে মহারাজা,
কি দোষেতে হায় হায় সবারে ত্যজিলে,
স্নেহ মায়া বিসর্জ্জিয়া কোথা চলি গেলে?"

৯

পূর্ব্বে যেই পুরী ছিল শোভার আধার,
রাজার বিহনে আজ সকলি আঁধার।
নাহি সে আনন্দ আর
নিরানন্দ, অন্ধকার!
পুরবাসী সকলেই কাঁদিছে সঘনে,
কি ব্যথা লাগিল আজ সবার পরাণে।

১০

রাজার মহিষী ওই বসি ধরাতলে,
ভাসিছেন দিবানিশি নয়নের জলে।
যেন পাগলিনী প্রায়,
ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছা যায়,
বক্ষে করাঘাত হায় করেন কখন,
কখন বিলাপ, কভু অশ্রু বরিষণ।

১১

নরপতি! ছিলে তুমি অতি দয়াবান,
দীন দুঃখী জনে কত করিয়াছ দান।
গত দুর্ভিক্ষ সময়
কত দুঃখী অনাথায়,
বসন ও ধন কত করিয়াছ দান,
অন্ন দানে বাঁচায়েছ কত শত প্রাণ।

১২

বিদ্যালয় হীন গ্রামে তুমি হে রাজন!
দাতব্য স্কুল কত করেছ স্থাপন।

বালক বালিকা যত,
বিদ্যালাভ করে কত—
তোমারই কৃপা গুণে শুনহে রাজন,
তোমার কারণে তারা করিছে রোদন।

১৩

পীড়িত অনাথগণের যাতনা দেখিয়া,
থাকিতে না পার তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ;
সেই হেতু হে রাজন,
হইয়ে দয়াল মন,
পীড়িত অনাথগণ ভাল হবে বলে,
দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলে।

১৪

হেন কত শত দান করিয়াছ তুমি,
সে সকল বর্ণিবারে অক্ষম লেখনী।
এ সব দানের তরে,
সবে ধন্য ধন্য করে,
এইরূপে কত কর্ম্ম করিয়া রাজন !
কতই অক্ষয় কীর্ত্তি করেছ স্থাপন।

১৫

এক্ষণে ঈশ্বর কাছে প্রার্থনা সবার,
এখানে যেমন কীর্ত্তি আছে হে তোমার,
ওহে সর্ব্বগুণাধর
স্বর্গে গিয়া সে প্রকার
অনন্ত সুখ ভোগ কর মহাশয়,
তা'হলে সবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

হুতাশের আক্ষেপ

১

কেন হেন অকস্মাৎ—
হৃদয় আমার এত ব্যথিত হইল ?
হৃদয় ভিতরে কেন,
জ্বলন্ত অনল হেন,
নিরবধি হু হু করি পুড়িতে লাগিল ;
নিভালে নিভেনা হায়,
আরও যেন বেড়ে যায়
মানেনা প্রবোধ কোন, কি দায় হইল,
কেন অকস্মাৎ মম এ দশা ঘটিল ।

কেন কিসের কারণ—
করিতেছে হু হু মম হৃদয় মাঝেতে ;
ভীম দাবানল প্রায়,
এ হৃদয় জ্বলে যায়—
কিসের কারণ কিছু না পারি বুঝিতে ।
কিবা দিবা কি নিশিথ,
সততই মম চিত,
প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে লেগেছে পুড়িতে,
ইহার কারণ কিছু না পারি বুঝিতে ।

৩

হায় কি বলিব আর—
দেখাবার হত যদি তা'হলে এখন—
হৃদি উদঘাটন করে,
দেখাতাম সকলেরে,
হৃদয় ভিতরে দাহ হতেছে কেমন।
যে অনল হৃদে পশি,
জ্বলিতেছে দিবানিশি
কেহই দেখিতে তাহা পাবে না কখন,
কিন্তু দেখিছেন সেই ত্রিলোক-তারণ!

হায় একি দশা হল—
কেন মম মন হ'ল হেন উচাটন।
দিবা রজনী সমান,
সদা কেঁদে উঠে প্রাণ,
বুঝিতে না পারি আমি ইহার কারণ;
না জানি কেন গো হায়,
অন্ধকার কারা প্রায়,
আমার মনেতে বোধ হতেছে ভবন;
অকস্মাৎ কেন হেন মন উচাটন?

জানিনা ত কিছু আমি—
অকস্মাৎ হেন ভাব হল কি কারণে;

যে দিকে ফিরাই আঁখি,
সব শূন্যময় দেখি,
কিছুতে সন্তোষ আর হতেছে না মনে ;
কিছুই লাগে না ভাল,
পূর্ব্বে হায় যে সকল,
উত্তম বলিয়া আমি ভাবিতাম মনে,
এবে বিষতুল্য বোধ হতেছে নয়নে !

দেখ কিবা মনোহর—
আজি এ পূর্ণিমা নিশা কেমন সুন্দর ;
নির্ম্মল নভের 'পরে,
তারা গণ সঙ্গে করে,
উদিয়াছে কুমুদিনী কান্ত শশধর ;
দেখ কিবা মনোলোভা,
হয়েছে ইহার শোভা !
এ শোভা দর্শনে সবে পুলক অন্তর,
আমার নিকটে কিন্তু নহেক সুন্দর

ফিরে দেখ আরবার—
বহিছে মলয়ানীল শীতল কেমন,
কুসুমে কুসুমে ফিরি
সুগন্ধ বহন করি,
বিতরণ করিতেছে সবার সদন ;

শীতল স্পর্শনে তার
যুবা বৃদ্ধ সবাকার,
সুশীতল হইতেছে সন্তপ্ত জীবন,
আমার সন্তাপ কিন্তু করেনা হরণ।

৮

হায় পূর্ব্বের মতন—
কিছুই না দেখি আমি সুন্দর তেমন !
সুমিষ্ট সুধার ধারে,
পক্ষিগণ গান করে,
তাহাতেও নাহি মম জুড়ায় শ্রবণ ;
হেন ভাব হল কেন,
জান কি হে কোন জন ?
(অথবা) বুঝিনা যখন আমি আপনার মন,
কেমনে জানিবে তবে অন্য কোন জন

যদিও না বুঝি আমি—
তথাপি কারণ কোন আছয়ে ইহায় ;
নতুবা বলগো কেন,
আমার হৃদয় হেন
মিছামিছি হহু করি পুড়ে অনিবার।
কারণ নহিলে হায়,
কোন কার্য্য নাহি হয়,
তাই বলি কোন হেতু আছয়ে ইহার,
জানেন সকলি সেই বিশ্ব সারাৎসার।

১০

হে বিভো করুণাময়—
যে অনলে দিবানিশি জ্বলিছে পরাণ—
সকলি ত আছ জ্ঞাত,
অতএব ওহে তাত,
অভাগীর প্রতি কর কৃপা দৃষ্টি দান ;
হৃদি পুড়ে হ'ল ক্ষার,
সহিতে না পারি আর,
কৃপা করি এ অনল করহে নির্ব্বাণ,
তাপিত হৃদয়ে তাত, কর শান্তি দান।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ, সেপ্টেম্বর,

বিদায়

(কটক)

ওহে প্রিয়বর, কটক নগর,
নিবেদিহে তব পায়,
ছাড়িয়া তোমারে, নিজের আগারে,
যেতেছি দাও বিদায়।

হল বর্ষ চার, ওহে প্রিয়বর,
ছিনু আমি এই স্থান,
এ চারি বরষে, পরম হরষে,
কাল করেছি যাপন।

কিন্তু এই বারে, ছাড়িয়া তোমারে,
যাইতেছি নিজ স্থান;
অধীনের প্রতি, হইয়া সুমতি,
বিদায় করহে দান।

হে মৃদু নিনাদী, কাঠযুড়ী নদী,
চলিলাম তোমা ছাড়ি,
আর পুনরায়, দেখিব না হায়,
তোমার রূপ মাধুরী।

আর কি কখন, দেখিবে নয়ন,
তব সৌন্দর্য্যের খনি,
আর কি কখন, শুনিবে শ্রবণ,
তোমার মধুর ধ্বনি।

আর কি কখন, করিব ভ্রমণ,
তোমার সুন্দর তীরে,
আর কি তেমন, স্নিগ্ধ সমীরণ,
করিব সেবন কিরে।

বরষা আগমে, উল্লাসিত মনে,
ফুলায় উঠাতে বুক;
গভীর গর্জ্জন, ছাড়িতে যখন,
দেখি হ'ত কত সুখ।

সে সুখ কি আর, হবে পুনর্ব্বার,
অয়ি পর্ব্বত দুহিতে !
হবেনা তেমন, সুখ কদাচন,
সেই হেতু দুঃখ চিতে।

মম সুখ স্থান, হে বাস ভবন,
ছাড়িয়া চলিনু তোমা,
মাগিছি বিদায়, আর পুনরায়,
তব কাছে আসিব না।

জ্যোছনা নিশীথে, হরষিত চিতে,
উঠিয়া ছাদে তোমার,
পতি সহ সুখে, পরম কৌতুকে,
হেরিতাম শশধর।

সূর্য্যাস্ত সময়, ছাদে দাঁড়াইয়ে,
করিতাম দরশন—
দিবাকর-শোভা, অতি মনোলোভা,
হইয়া পুলক মন।

করি দরশন, শোভা অনুপম,
হত মনে কত সুখ ;
সেই সুখ পুন, হবেনা কখন,
সেই হেতু বড় দুঃখ।

সুখের আগার, উদ্যান আমার,
বিদায় গ্রহণ করি ;
তোমারে ছাড়িয়া, যেতেছি চলিয়া,
আমি আপন নগরী।

হে উদ্যান-জাত, তরুলতা যত,
শুন মম নিবেদন,
কত যত্ন করে, তোমা সবাকারে,
করিয়াছিনু রোপণ।

এবে কিন্তু হায়, লইতে বিদায়,
মন যে কেমন করে ;
কিন্তু যে গো হায়, নাহিক উপায়,
ফাটে হৃদি দুঃখ-ভরে।

না আসিব আর, উদ্যান মাঝার,
তোদের শোভা হেরিতে ;
দিবা অবসানে, সমীর সেবনে,
আসিবনা আর ভ্রমিতে।

আনন্দিত হয়ে, কলসী লইয়ে,
তুলি বারি কূপ হতে,
পুনঃ সে প্রকার, সিঞ্চিবনা আর,
হায় তোদের মূলেতে।

প্রিয় সহচরী, গোলাপ সুন্দরী,
ছাড়িয়া চলিনু তোমা,
আর পুনরায়, হেরিব না হায়,
তব রূপ নিরুপমা।

আমি যে তোমারে, বড় যত্ন করে,
রেখেছিনু নিকটেতে ;
কতই আদরে, করি নিজ করে,
জল দিতাম মূলেতে।

ফুটিতে যখন, কি শোভা তখন,
হেরিতাম আহা মরি ;
তব এ সুন্দর, রূপ মনোহর,
হেরিব না আর কভু ফিরি।

প্রিয় বন্ধুগণ, সবার সদন,
করি বিদায় গ্রহণ ;
সদয় হইয়ে, সকলে মিলিয়ে,
বিদায় কর গো দান।

ভগিনীর মত, করিয়াছ কত,
তোমরা আমারে স্নেহ ;
সে স্নেহ সৌজন্য, ভুলিব না কভু,
জীবিত থাকিতে দেহ।

প্রাণের ভগিনী, কুমুদ কামিনী,
প্রিয় মতিমালা আর,
প্রিয় উন্মাদিনী, সুখদা ভগিনী,
বিদায় কাছে সবার।

স্বজন হায়রে, পরাণ বিদরে,
বিদায় লইতে হায়,
কেমনেতে তবে, বিদায় লইবে ?
কিন্তু যে নাহি উপায়।

তোমা সবে ছেড়ে, ব্যথিত অন্তরে,
চলিলাম আমি তবে,
বড় খেদ হায়, হতেছে অন্তরে,
আর নাহি দেখা হবে।

আর সে প্রকারে, বসি এইঘরে,
আহ্লাদ সাগরে ভাসি,
করিবনা হায়, কথোপকথন,
সকলের সনে মিশি।
আর সে প্রকার, আমোদ আমার,
অদৃষ্টেতে নাহি হায়,
মিলি কয় জনে, আনন্দিত মনে,
হাসিব না পুনরায়।
হয় বড় দুঃখ, ফেটে যায় বুক—
তোমাদের ছাড়িবারে,
সহেনা সহেনা, এ ঘোর যাতনা,
প্রাণ যে কেমন করে।
স্বপনে না জানি, তোদের স্বজনী,
ছাড়িতে হইবে হায়,
কি করিব আর, ছাড়িনু এবার,
নাহি যে অন্য উপায়।
আর নহে ভাই, এইবার যাই,
করিব না আর দেরি,
ঈশ্বর নিকটে, কৃতাঞ্জলী পুটে,
এই নিবেদন করি—
তিনি দয়া করে, তোমা সবাকারে,
রক্ষা করুন সদায়,
হে ভগিনীগণ, মম প্রিয় জন,
এবার শেষ বিদায়।

সন্ধ্যা

অবসান প্রায় দিবা, এসময়ে কিবা শোভা,
করেছে ধারণ প্রকৃতি সতী,
মনোমুগ্ধকর হেন, শোভা করি দরশন,
আনন্দে মগন হয়েছে মতি ॥১॥

প্রকৃতির প্রিয় ছবি, রক্তিমা বরণ রবি,
শোভিছে পশ্চিম আকাশ পটে ;
মনে বোধ হয় হেন, সিন্দুরের ফোঁটা যেন,
শোভিছে প্রকৃতি সতী ললাটে ॥২॥

বহিছে শীতল বায়, জুড়ায় তাপিত কায়,
পাখীগণ করে ললিত গান,
যেন সবে সমস্বরে, মঙ্গল আরতি করে—
মঙ্গলময়ের, খুলিয়া প্রাণ ॥৩॥

শ্যামল শস্যের কোলে, সুন্দর মঞ্জরী দোলে,
তার সনে খেলে মৃদুল বায় ;
পড়িয়াছে তদ্পর, লোহিত ভানুর কর,
ঝিকি ঝিকি মরি কি শোভা পায় ॥৪॥

আরও তরুশাখা 'পরে, ভানুর কিরণ প'ড়ে,
কি শোভা হয়েছে হেরি নয়নে,
বায়ুভরে পাতা নড়ে, যেন তারা নত শীরে,
প্রণিপাত করে বিভু চরণে ॥৫॥

উদ্যান মাঝারে মরি, কি সুন্দর শোভা হেরি,
ফল ফুলে শোভে বিটপীগণ ;
ছোট ছোট ফুল গুলি, বায়ু ভরে হেলি দুলি
বিশ্বপতি গুণ করে কীর্ত্তন ॥৬॥

ধন্য সেই চিত্রকর, হেন মন মুগ্ধ কর,—
করি, যে রচিল বিশ্বভবন ;
প্রণিপাত পদে তাঁর, করি আমি বার বার,
যেন থাকে তাঁর চরণে মন ॥৭॥

পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যুতে

(বেড়ুগ্রাম ১৮৮২)

স্নেহময় সদাশয় পূজনীয় পিতা,
ঘরবাড়ী পরিহরি পলাইলে কোথা।
অকস্মাৎ, বজ্রাঘাত! কি হ'ল ঘটন ;
অসময়ে তেয়াগিয়ে আত্মীয় স্বজন—
লভিবারে চিরতরে শান্তি নিকেতন—
ভবমায়া তেয়াগিয়া করিলে গমন।

পিতা, তুমি ভবভূমি, তেয়াগ করিলে,
চিদানন্দ বিভুপদ শরণ লইলে।

মোরা সবে দুখার্ণবে ভাসিতেছি হায়,
কোথা যাব কি করিব, কি হবে উপায় !
কভু আমি নাহি জানি পিতা কিবা ধন ,
শৈশব যখন হ'ল পিতার মরণ।

সে কারণ সর্ব্বক্ষণ দুঃখিত অন্তর,
কিন্তু হায়, কোনোপায় ছিল না তাহার।
বিধাতা দিলেন মোর প্রতি দয়া করে,
পিতৃসম অনুপম শ্বশুর আমারে।
কন্যার সমান যত্নে পালিতেন মোরে,
রাখিয়াছিলেন মোরে কতই আদরে।

তাঁহার যতন আর ভালবাসা তরে,
ভুলিয়াছিলাম আমি আপন পিতারে।
শাশুড়ী নাহিক বলি কষ্ট হয় যদি,
সে কারণে লইতেন খোঁজ নিরবধি।
তাঁহার স্নেহের গুণে সন্তুষ্ট সদাই,
শাশুড়ী নাহিক বলি কভু ভাবি নাই।

হেন সেই স্নেহময় পতির পিতাকে,
অসময়ে হারাইনু হায়রে বিপাকে।
স্বপনেও নাহি জানি এহেন ঘটন,
অকস্মাৎ একি হল বিধির লিখন।
বড় দুঃখ দেবমোর, রহিল অন্তরে,
নাহি পাইলাম তব সেবা করিবারে।

ছিলাম যদিও আমি অতি নিকটেতে,
তবু নাহি পাইলাম চক্ষেতে দেখিতে।

এ কষ্ট আমার দেব, যাবেনা কখন,
যত দিন বেঁচে রব করিবে পীড়ন।
মৃত্যুকালে পিতা, তব আপনার জন,
নিকটে ছিল না কেহ শুশ্রূষা কারণ।

সে সময়ে কত কষ্ট হ'য়েছে তোমার,
দেখিবারে নাহি পেলে পুত্রে আপনার।
এক মাত্র পুত্র তব স্নেহের আধার,
তিনিও না রহিলেন নিকটে তোমার।
মৃত্যুকালে পুত্র সনে হ'লনা মিলন,
এ দুঃখও দূর নাহি হইবে কখন।

কোথা রহিলেন পুত্র কোথা পরিজন,
সবারে ফেলিয়া কোথা করিলে গমন।
হায় পিতঃ, স্নেহময়, দয়ার আধার ;
কোথা গেলে, দেখিতে না পাইব আবার।
কেবা আর আমাদের করিবে যতন,
কার কাছে থাকিব গো সুখেতে তেমন।

কি দোষেতে ওগো পিতা মোদের ত্যজিলে,
দয়া মায়া সকলই বিসর্জ্জন দিলে।
হায়রে দারুণ বিধি, একিরে অন্যায়,
অসময়ে পিতৃধনে হরিলিরে হায়।
সুমধুর বাবা বুলি বলিব না আর ;
জনমের মত তাহা ফুরাল এবার।

হে বিভো তোমার কাছে করি নিবেদন,
পূজনীয় পিতৃদেবে কর গো গ্রহণ।

গিয়াছেন চলি তিনি শান্তি নিকেতনে,
স্থান দিও দেব তাঁরে তোমার চরণে।
বহু কষ্ট পেয়েছেন তিনি গো হেথায়,
শান্তিলাভ যেন তিনি করেন তথায়।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাতার প্রতি সান্ত্বনা

ধন্য নারীকুলে তুমি গো জননী,
শুভক্ষণে গর্ভে ধরেছ আপনি,—
হেন পুত্ররত্ন, ভারত-সন্তান,
যাঁর নাম গুণ করিতেছে গান,
গৌরব ভারতে সৌরভে যাঁর।

পঞ্চবিংশ কোটী ভারত সন্ততি,
দেশের গৌরব ভাবি, হর্ষমতি ;
যাঁর জন্য আজ জাতিভেদ ভুলে,
একতার হার পরিয়াছে গলে,
অয়ি শুভে! তুমি জননী তাঁর।

এক ব্রত যাঁর, দেশের কল্যাণ,
রাজরোষে পড়ি' সেই পুণ্যবান,

গিয়াছেন বটে আজি কারাগারে,
কিন্তু দেখ মাতঃ পরশিয়া তাঁরে,
হইয়াছে কারা পবিত্র অতি।

তাঁর কারাবাসে সবে বিষাদিত,
কিন্তু তিনি কভু নহেন দুঃখিত,
নহে কভু তাঁর সে কারা ভবন,
তাঁর কাছে তাহা নন্দন কানন,
নহেন সেখানে চঞ্চল মতি।

দেশ উদ্ধারিতে প্রাণ পণ করে,
রাজপুত যথা প্রবেশে সমরে,
হের মা তেমতি তোমার কুমারে,
সুষুপ্ত ভারতে জাগাবার তরে,
গেলেন কারাতে তেয়াগি সুখ।

জাতীয় জীবন, জাতীয় সম্মান,
স্থাপিলেন তব পুত্র মতিমান,—
—আজি এ ভারতে অতুল সাহসে,
অতুল গৌরবে মনের হরষে,
উজ্জ্বল করিয়া ভারত মুখ।

জানালেন সবে ভারত সন্তান,
কাপুরুষ নহে, তারা বীর্য্যবান,
তারাও সাহসী, কভু ভীরু নহে,
নাচিছে ধমনী তাহাদেরও দেহে,
আছয়ে ভকতি স্বদেশ প্রতি।

দেখালেন বঙ্গসন্তান কথন,
নহে ক্ষীণ প্রাণ নহে ক্ষীণ মন,
স্বদেশ উদ্ধার হেতু, করিবারে—
পারে প্রাণপণ, দেখান সবারে,
ভারত জননী বীর প্রসূতী।

"সার্থক জীবন বাহুবল তার,
আত্মনাশে দেশ করে যে উদ্ধার,"
জননীগো তব পুত্র এ বচন,
বহু পুণ্য ফলে করিয়া রক্ষণ—
লভিলেন আজি অনন্ত অক্ষয়—
কীর্ত্তি এ সংসারে, দিক সমুদয়
হইল শোভিত সেই কীর্ত্তি হারে।

উত্তরে হিমাদ্রি এই সব কথা,
জানাতেছে সবে উচ্চ করি মাথা,
সুনীল অনন্ত সাগর দক্ষিণে
ঘোষে এ বারতা গভীর গর্জ্জনে ;
কেন্দ্রে কেন্দ্রে ধ্বনি উঠিছে সঘনে
উঠিছে সে ধ্বনি উচ্চ অম্বরে।

আজিকে সমগ্র ভারত বেড়িয়া
যাঁর কীর্ত্তি স্রোত যেতেছে বহিয়া,
শুন ভাগ্যবতি! আজি সমস্বরে,
সবে ধন্য ধন্য করিছে যাঁহারে,
তুমি মাগো, গর্ভে ধরেছ তাঁরে।

ধন্য গো জননি! সৌভাগ্য তোমার,
তব ভাগ্য সম কার ভাগ্য আর?
তোমারি গুণেতে তোমারি সন্তান,
হইলেন আজি হেন কীর্ত্তিমান;
মাতৃগুণে পুত্র সুযশ পায়।

দশমাস পুত্রে উদরে ধরিয়া,
করিলে পালন, যাতনা সহিয়া,
আজিকে সার্থক হইল সে সব,
বাড়িল আজিকে পুত্রের গৌরব,
এর চেয়ে সুখ আর কি আছে?

বড় পুণ্যবতী তুমি মা জননি!
আশীষ কর মা ভারত রমণী,
যেন তোমা সম রত্ন প্রসবিণী,
হয় সকলেই, আমরা সকলে,
কৃতাঞ্জলী করে বস্ত্র দিয়া গলে
পদধূলি মাগি তোমার কাছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নীর প্রতি সান্ত্বনা

শ্রদ্ধেয় ভগিনী !

আজি কেন হেন বেশে বসি ধরাতলে,
বিষাদে বদনখানি হয়েছে মলিন,
ভাসিতেছে বক্ষঃস্থল নয়নের জলে
বহিতেছে দীর্ঘশ্বাস, যেন দীন হ ন

প্রিয়তম স্বামী তব সুর মহামতি,
পড়ি রাজরোষে, হায় ! বিধি বিড়ম্বনে,
করিছেন এক্ষণেতে কারাতে বসতি,
তাই কি বহিছে তব ধারা দুনয়নে ।

ছি ভগ্নি ! সাজে কি কভু বিলাপ তোমার ?
যে হেতু ভগিনী ! তুমি তাঁহার রমনী,
ভারত ব্যাপিয়া যশ গাইছে যাঁহার,
যাঁহার কীর্ত্তিতে আজ পূর্ণিত অবনী ।

স্বদেশের হিতব্রত করিয়া ধারণ,
সুরেন্দ্র তোমার পতি বীরেন্দ্র সমান,
সে ব্রত সাধন তরে করি প্রাণ পণ,
পেয়েছেন কারাগারে অতি পুণ্যস্থান ।

জাতি ধর্ম্ম রক্ষা হেতু কারাগারে স্থান,
সেই হেতু শুন ভগ্নি! সমগ্র ভারত,
সমস্বরে আজি তাঁর করে গুণগান,
সীমা হতে সীমান্তরে ধ্বনিছে সতত!

জাতীয় গৌরব আর জাতীয় সম্মান,
রক্ষা করি দেবি! তব পতি মহামতি,
যে কর্ম্ম করিলা তাহা অদ্ভুদ আখ্যান,
সত্য তিনি ক্ষণজন্মা ভারত সন্ততি

পৃথিবী জুড়িয়া যশ হইল তাঁহার,
অক্ষয় অনন্ত কীর্ত্তি লভিলেন তিনি,
তব ভাগ্য সম বল কার ভাগ্য আর,
বিলাপ তোমার কভু সাজে কি ভগিনি!

তুমি যদি এইরূপ হও বিষাদিত,
তবে ত উদ্যম ভঙ্গ হইবে তাঁহার;
তোমার এরূপ করা না হয় উচিত,
বুদ্ধিমতী হয়ে কেন হেন ব্যবহার।

ধরহ ধৈরয ভগ্নি! সম্বর রোদন,
করহ স্বামীর সদা কুশল কামনা,
অচিরে পাইবে ফিরে তব পতি ধন,
সন্তপ্ত হৃদয়ে পুনঃ পাইবে সান্ত্বনা।

কারামুক্ত হয়ে পতি আসিলে ভবনে,
সে দিন অধিক যশে পূরিবে অবনী।
শূন্য ভেদি ধন্য রব উঠিবে গগনে,
আবার তাঁহার তেজে কাঁপিবে অবনী।

কলিকাল

হায়রে কলির একি অবিচার,
দেখে গায়ে যেন আসে জ্বর।
একে ঘোর কলিকাল, একে ঘোর কলিকাল,
অধর্ম্মেতে পূর্ণ হ'ল জগত-সংসার,
হায় একি বিষম ব্যাপার।

পাপে পূর্ণ হ'ল মানবের মন,
করে সদা অধর্ম্মাচরণ।
সতত পাপেতে রত, সতত পাপেতে রত,
পাপ কার্য্য করিবারে নাহি হয় ভীত,
হায় একি নরের উচিত?

নাহিক কাহায়ো কোন ধর্ম্ম ভয়,
মন্দ দিকে সদা মতি ধায়।
ধিক সে মনুষ্যকুলে, ধিক সে মনুষ্যকুলে,
পাপ করে যেই হায় জগদীশে ভুলে,
ধিক ধিক তাদের সকলে।

পুণ্যভূমি বলি ভারত সংসার,
একদিন হইত প্রচার।
নাহি ছি:ল পাপলেশ, নাহি ছিল পাপলেশ,
পাপ শুনে ভয়ে ভীত হইত অশেষ,
হায় একি হ'ল অবশেষ।

সেই ভারতেই হায়রে এখন,
পাপে রত সবে অনুক্ষণ।
তেয়াগিয়ে লজ্জা ভয়, তেয়াগিয়ে লজ্জা ভয়,
করিতেছে সর্ব্বদাই অধর্ম্ম আশ্রয়,
কিছুমাত্র ভীত নাহি তায়।

ব্যভিচার, হিংসা, পরস্ব হরণ,
মিথ্যা আদি পর নিপীড়ন,
নর হত্যা আদি যত, নর হত্যা আদি যত,
কত শত পাপ কার্য্য হতেছে নিয়ত,
পাপে পূর্ণ হইল জগৎ।

যাঁহা হ'তে হ'ল পৃথিবী দর্শন,
হেন পিতা মাতা গুরুজন,
তাঁহাদের প্রতি হায়, তাঁহাদের প্রতি হায়,
অত্যাচার উৎপীড়ন হতেছে সদায়,
এ যে ঘোর কলিকাল হায়।

আরো কব কত, নিজ সহোদর—
সনে সদা হয় মনান্তর।
মিল নাই কারো সাথে, মিল নাই কারো সাথে,
ভ্রাতায় ভ্রাতায় দ্বন্দ্ব দিবসে নিশীথে,
দিন যায় হিংসাতে হিংসাতে।

বিশেষতঃ হিংসা জ্ঞাতির উপর,
হয় অতিশয় দৃঢ়তর।
-দি তার থাকে ধন, যদি তার থাকে ধন,
তবে ব্যস্ত হয় তার নিধন কারণ—
করে সদা উপায় চিন্তন।

স্থবিধা পাইলে করে সর্ব্বনাশ,
ক'রে ফেলে জাতির বিনাশ।
হায় কি পিশাচ সবে, হায় কি পিশাচ সবে,
জানেনা কি যেতে হবে ভীষণ রৌরবে,
ভাবেনা শেষে কি গতি হবে।

একের যদ্যপি হয় সর্ব্বনাশ,
অন্যে ভাবে তাহাতে উল্লাস।
তারা কি কঠিন চিত, তারা কি কঠিন চিত,
অন্যের বিপদে যেই হয় হরষিত,
কাজ করে রাক্ষসের মত।

কাহারো বিপদে বাহিরে তখন,
শোক চিহ্ন করয়ে ধারণ।
হায় হায় করে মুখে, হায় হায় করে মুখে,
অন্তর তাহার কিন্তু ভাসিতেছে সুখে;
কত ছল জানে শঠ লোকে।

হায়রে তাহার মায়ার কৌশলে,
ভুলায়ে রাখে জাতি সকলে,
করি আপনার মত, করি আপনার মত,
মুখে স্নেহ মায়া তারা করে অবিরত,
দিন বুঝে শেষে করে হত।

বড় স্বার্থপর মানব সকল,
স্বার্থপূর্ণ কাজ করে কেবল।
নিজ স্বার্থ রক্ষা তরে, নিজ স্বার্থ রক্ষা তরে,
নরাধমগণ এই পৃথিবী ভিতরে,
কত পৈশাচিক কর্ম্ম করে।

এইরূপ সব দেখি ব্যবহার,
হয় মনে ঔদাস্য সঞ্চার :
হেন ইচ্ছা হয় মনে, হেন ইচ্ছা হয় মনে,
সব তেয়াগিয়ে যাই সত্য নিকেতনে,
যথা লোকে কপট না জানে।

নাস্তিক তথায় ভাবনা জঞ্জাল,
সুখেতে রহিব চিরকাল।
নাহি তথা পাপ লেশ, নাহি তথা পাপ লেশ,
পরম পবিত্র পুণ্যময় সে নগর,
শান্তি নিকেতন নাম তার।

কোন ভগিনীর প্রতি

কি শুনি কি শুনি, প্রাণের ভগিনী,
আহ্লাদে পরাণী নাচে অনিবার ;
তব পতি ধন, দেবেন্দ্র *সুজন
আসিছেন নিজ ভবনে এবার।

নিজ মনোরথ, করিয়া পূরণ
ভগিনী, তোমার প্রাণেশ আসিছে,
একথা শুনিয়া, থাকিয়া থাকিয়া
হরষে হৃদয় নাচিয়া উঠিছে।

ভগিনী, আপন মনের বাঞ্ছন,
করিয়া পূরণ তব প্রাণেশ্বর,
ছয় বর্ষ পরে, আসিছেন ঘরে
ইহার উপরে কিবা সুখ আর ?

ছয় বর্ষ হায়, তোমার হৃদয়,
ঘোর তমোময় আছিল সদায় ;
এবে পূর্ণ শশী, হৃদে পরকাশি,
ঘোর তমোরাশি করিবেক লয়।

ভগিনী, তোমার যাতনা অপার,
হইতে এবার পেলে পরিত্রাণ ;
এত দিন পর, ঘুচিল এবার,
ভগিনি, তোমার অভাগিনী নাম।

অয়ি শশিমুখী, তুমি মম সখী,
তোমারে ভগিনি, বড় ভালবাসি,
আমি গো সুন্দরী, আপনা পাশরি,
যাতনা তোমারি ভাবি অহর্নিশি।

ভগিনি, তোমার দুঃখেতে আমার
হ'ত অনিবার অতিশয় দুঃখ ;
(এবে) তব সুখ দিনে, ভাই, মম মনে
কহিব কেমনে হতেছে কি সুখ।

মম হৃদি মাঝে, হইত নিয়ত
শত শত শত বৃশ্চিক দংশন,
তব সুখ ভগ্নি, ভাবিলে তখনি,
নিজের যাতনা হই বিস্মরণ।

বোন্, যাহা হক, আর কিবা দুঃখ,
অশ্রুসিক্ত মুখ, মুছহ অঞ্চলে,
ধরা শয্যা ছাড়ি, উঠ ত্বরা করি,
দেবেন তোমারি মাথার শিয়রে।

স্থির করি মন কর্ণপাতি শুন
তব স্বামী গুণ গাহিছে সকলে,
তবে তুমি কেন, করিয়া এমন,
রয়েছ এখনো পড়িয়া ভূতলে ?

উঠহ সুন্দরী, শোক পরিহরি,
উঠ ত্বরা করি, দেখ মুখ তুলে,
স্বামীর চরণ, কর দরশন,
করি আলিঙ্গন দুঃখ যাও ভুলে।

* স্বনামখ্যাত পরলোকগতা কৃষ্ণভামিনীর স্বামী দেবেন্দ্র নাথ দাস।

সোহাগ

(সন্তানের প্রতি)

আয়রে সুধীর প্রাণের কুমার
আয় আয় তোরে কোলেতে করি,
বহুক্ষণ হ'ল মু'খানি তোমার
না হেরিয়া আমি পরাণে মরি ।

কত ভাল বাসি, দেখিতে মু'খানি
কি আছে ওমুখে তাত জানি না,
সরলতাময় যেন ছবিখানি,
আছে কি ওমুখে কোন তুলনা ।

কতই সৌন্দর্য্য কতই মাধুরী
কেমনে বলিব আছে ঐ মুখে,
যখনি মুখের সুষমা নেহারি
অমনি হৃদয় উথলে সুখে ।

রোগ শোক আর সংসারের দুঃখ,
যখনি হৃদয় অস্থির করে,
হেরিলে তখন ওই চাঁদ মুখ,
সকল যাতনা যায়রে দূরে ।

যখন মাণিক, মৃদু মৃদু হেসে,
করবে খেলা, আধ আধ বোলে,
আবার যখন নেচে নেচে এসে,
আঁচল ধরিয়া উঠরে কোলে ।

হেরিলে তখন ওরে যাদুমনি,
তোমার সেই মোহন মূরতি,
শুনিলে মধুর আধ আধ বাণী
হয়রে কতই আনন্দ মতি ।

চারু কর দুটি নাড়িয়া নাড়িয়া
তাই তাই তাই যখন কর,
হামা দিতে দিতে হাসিয়া হাসিয়া
নিকটে আসিয়া আঁচল ধর ।

আবার যখন উঠি মোর কোলে,
ছোট ছোট ছোট আঙ্গুল নাড়ি,
চাঁদ পানে চেয়ে, চাঁদ আয় বলে,
ডাকরে, তখন কি সুখ হেরি ।

হেরিরে যখন এরূপ মাধুরী
সুধা সম স্বর শুনিরে যবে,
কি সুখ যে হয় বুঝিতে না পারি,
স্বর্গে কি মরতে না পাই ভেবে ।

কোলেতে যখন করিয়া ধারণ
ওই চাঁদ মুখে চুম্বন করি,
আপনা পশারি যাইরে তখন
এখানেই যেন স্বরগ হেরি ।

ইচ্ছা হয় মনে ওরে যাদুমনি,
তোমাধনে সদা রাখিবে বুকে
দিন রাত সুধু হেরি ও মুখানি,
আধ আধ বোল শুনিরে সুখে।

হাসরে সুধীর প্রাণের রতন !
সুমধুর হাসী হাসরে পুন,
আধ আধ বোলে বল্‌রে বচন
শুনিয়া জুড়াক তাপিত প্রাণ।

তাথেই, তাথেই, নাচ নিলমণি,
তাই তাই তাই কররে ফিরি,
'চাঁদ আয়' বলি তুলি হাত খানি,
ডাক পুনঃ, হেরি নয়ন ভরি।

হাসিতে তোমার, কথাতে তোমার,
কতই অমৃত আছে না জানি,
করিয়া বিধাতা অমৃত ভাণ্ডার,
স্বজেছেন তব ওমুখখানি।

এ নশ্বর ভবে সকলি অসার,
দুঃখময় যত হেরি সকলি,
একমাত্র সুখ স্নেহের আধার,
প্রাণের কুমার নয়ন পুত্তলি।

* দুই পুত্র, সুশীল ও সুধীর

হে করুণাময় করুণা নিদান,
মাগে এই ভিক্ষা চরণে দাসী,
দিয়াছ যেমন এ দুটি* রতন,
অধীনে অশেষ দয়া প্রকাশি।

সেইরূপ দয়া করি দয়াময়,
বাঁচাইয়ে রাখ এ দোঁহে হর,
দেখিতে যেমন মধুরতাময়,
অন্তরো তেমতি মধুর কর।

বসন্ত আবাহন

এসগো বসন্ত এস, শোভার প্রতিমাখানি,
পিক পিকবধু সনে গাহে তব আগমনী।
হোথায় কানন বালা,
পুলকে ভরিয়া ডালা,
গাঁথিছে কুসুম মালা, সাজাতে সু তনুখানি

ভ্রমর ভ্রমরী সনে, গুণ গুণ আলাপনে,
তোমার উদ্দেশে যেন করিছে মঙ্গল ধ্বনি ;
মৃদুল দখিনা বায়,
স্নিগ্ধ শ্যাম তরুচ্ছায়,
বতরে সুবাস সদা, ঢালে পূত মন্দাকিনী।

আনন্দেতে দিশে হারা, যেন গো পাগল পারা,
বিভলে সদাই ধায়, চুমিতে বদনখানি।
নবীন কুসুম সারি,
লইয়ে মঙ্গল ঝারি,
দাঁড়ায়েছে পথ চাহি, পূজিবারে পা ছুখানি।

প্রকৃতি যতন ক'রে, নব শ্যাম শষ্প প'রে,
পাতিয়াছে তোমা তরে সুন্দর আসন খানি।
এসগো বসন্ত এস, শোভার প্রতিমাখানি॥

আকুল রোদন

গভীর নিশীথ, নীরব ধরণী,
নাহি কোন কোলাহল,
এ হেন সময়ে, কোন অভাগিনী,
ফেলিতেছে অশ্রুজল?

সমীরে ভাসিয়া, আসিতেছে ওই,
কাহার দীর্ঘ শ্বাস,
নীরব ধরণী, ঝিঁ ঝিঁ রব ছলে,
গাহে কা'র শোকোচ্ছাস?

কা'র অশ্রুসনে, মিশিয়া শোকেতে,
পড়িছে শিশির চয়,
কা'র দুঃখে আজি, পূর্ণিমার শশী,
হয়েছে আঁধার ময়।

কা'র দুঃখ হেরি, গগনের তারা,
খেদে মিটি মিটি করে,
কাহার রোদনে, হইয়ে ব্যথিত,
কুসুম ঝরিয়ে পড়ে।

কে এই নিশীথে, বীণা হাতে লয়ে,
গাইছে খেদের গান,
কা'র মর্ম্মব্যথা, পশিয়া মরমে,
আকুল করিল প্রাণ।

নিরাশ অন্তরে, বসিয়া বিরলে,
কে কাঁদেরে কা'র তরে,
কোন অভাগিনী, জনমের মত,
ভাসিল শোকের নীরে।

কা'র অত্যাচারে, কোন্ অভাগীর,
ছিঁড়িল কুসুম হার,
বাসন্তী নিশিতে, অকস্মাৎ হায়,
ভাঙ্গিল হৃদয় কা'র।

কা'র অশ্রু লয়ে, ধীরি ধীরি বহে,
সুদূরেতে তরঙ্গিনী,
কা'র শোকে আজি, হইয়ে আকুল,
কাঁদিতেছে নিশিথিনী।

বিষাদ কালিমা, মাথান মু'খানি,
হেরিনি কভু নয়নে,
তবু যে গো হায়, ভাবিয়ে সে মুখ,
ব্যথা বড় পাই মনে।

হেন ইচ্ছা হয়, নিকটেতে গিয়া,
মুছাই নয়ন তার,
করেতে ধরিয়া, সান্ত্বনা বচনে,
ঘুচাই শোকের ভার।

কে গো ঐ অনাথিনী ?

নিলাম্বর মাঝে ঐ হাসিতেছে শশধর,
তার সাথে হাসিতেছে তারাগণ মনোহর।
সে হাসিতে মিশি ধরা,
পুলকে হইয়ে ভরা,
বিভলে হাসিছে সদা, যেন পাগলিনী প্রায়
হাসিছে প্রকৃতি সতি, হাসিছে মৃদুল বায়।

২

মেদুর অনিল হোথা মৃদু মৃদু হেসে হেসে
নবীন কুসুম কাছে যেতে চায় ঘেঁসে ঘেঁসে

দেখিয়ে এ ভাব তারা,
হেসে হেসে হ'ল সারা ;

তার সনে কুঞ্জবন আধ আধ হাসিছে,
হাসির লহরী পরে, সবে যেন ভাসিছে ।
নিরজন কাননেতে কুসুম কলিকাগুলি,
বিমল জোছনা সাথে হাসিছে আপনা ভুলি ।

হাসিছে গাছের পাতা,
হাসিছে বনের লতা,

কুলু কুলু রবে হোথা হাসিতেছে কল্লোলিনী ;
এ সুখ-বাসরে হায়, কেগো ঐ অনাথিনী ?

আয় কোলে আয়

আয় বাছা কোলে আয়,
কেন দাঁড়ায়ে হেথায়,
মু'খানি করিয়ে চূণ পারা,
আঁখি দুটি ছল ছল,
কেহ কি বলেছে বল ?
কেঁদে কেঁদে হলি যে রে সারা

কেহ ত বকেনা তোরে
তবে অভিমান করে
কার 'পরে, দাঁড়ায়ে দুয়ারে ?
কি বলিলি ? কেহ কিছু বলে নাই,
সাধের বাঁশীটি নাই,
ভাঙ্গিয়া ফেলেছে খুকী* তারে।

ওরেরে অবোধ ছেলে,
বাঁশীটি ভেঙ্গেছে বলে,
তাই তোর এত অভিমান !
তাই, সজল দুটি নয়ান,
বিষাদে আকুল প্রাণ,
তাই, শুকায়েছে ও চাঁদ বয়ান।

এমন অবোধ ছেলে,
দেখিনি ত কোন কালে,
বাঁশী লাগি এত মুখ ভা'র !
বাঁশীর ভাবনা কিরে,
এখনই দিব তোরে,
যাহা চা'বি বাঁশী কোন্ ছার।

কাঁদিস্‌নে বাছা আর,
মুছে ফেল অশ্রু ধার,
ম্লানমুখ দেখিতে না পারি ;
হাসি মুখে আয় কোলে,
অভিমান যা'রে ভুলে,
আয়রে মোর কোলের 'পরি।

* কন্যা অমিয়া, ডাকনাম লিলী।

তোর ও চোখের জল,
প্রাণ যে করে বিকল,
মুখ দেখে বুক ফেটে যায়!
বল বাছা কিবা চাই—
এখনই দিব ভাই,
কাঁদিসনা আয় কোলে আয়

অবসান

কখন যে এসেছিল,
কখনি বা চলে গেল,
কিছুই না জানি।
কি গান গাহিয়া গেল,
কানে মাত্র প্রবেশিল,
সুধু তার ক'টি প্রতিধ্বনি।

যতনে কুসুমগুলি,
আনিয়া ছিলাম তুলি,
সাজি ভ'রে মালা গাঁথিবারে,
মালা ত' হ'লনা গাঁথা,
ফুলগুলি হেথা সেথা,
ছড়ায়ে পড়িল ভূমি 'পরে।

আধেক না হ'তে মালা,
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন খেলা,
দেখি যে সে চলিয়া গিয়াছে।
যা কিছু সে এনেছিল,
কিছু না রাখিয়া গেল,
স্মৃতি স্বপ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

পাখীগুলি আনমনে,
মধুর ললিত তানে,
আরম্ভ করেছে সবে গান ;
সুস্নিগ্ধ মলয় বায়,
সবে ধীরি ধীরি বয়,
হেন কালে সব অবসান।

আধ ফোটা ফুল চয়
ফুটিতে পেলেনা হায়।
আর অলির ঝঙ্কার নাহি শুনি,
কখন যে এসেছিল,
কখনি বা চলে গেল,
কিছুই না জানি।

সন্ধ্যায় গ্রাম্য বালিকাদ্বয়ের কথোপকথন

সরলা— সন্ধ্যা যে হয়ে এল আনিতে জল
যাইবি যদি তবে ত্বরিতে চল।
দেখনা চেয়ে ভাই, আর ত' বেলা নাই,
কলসী লয়ে বোন্, চল লো চল।

সকলে চলে গেল আমরা একা,
কেমনে যাইব বল, পথ যে বেঁকা,
মাঝে অশ্বত্থ বন, ছেয়ে রয়েছে ঘন,
এখনি হইবে যে আঁধারে ঢাকা
কেমনে মোরা দোঁহে আসিব একা ?

বিমলা—কেনলো তুই সরি, করিস্ তাড়াতাড়ি,
এখনো বেলা আছে ভাবনা নাই,
যদি বা বেলা যায়, ভয় কি আছে তায়,
আমরা শুধু দুটি একা ত' নই।
সুশীলা সরসীকে, বিনিকে লয়ে ডেকে,
যাইব পাঁচজনে, ভয় ত' নাই
এতই তাড়াতাড়ি কেনলো ভাই ?

হইবে ভাল সেত পড়িলে বেলা,
দেখিব পথে যেতে, কিরূপ গোধূলিতে,
প্রকৃতি খুলেছে লো রূপের মেলা।

পাড়ার ছেলেগণ, হর্ষে হয়ে মগন,
কেমন মাঠে সবে করিছে খেলা,
এতই ভয় কেন, থাক্‌না বেলা।

সূর্জ্জি ধীরপদে, চলেছে অস্তপথে,
পশ্চিম আকাশেতে শোভা কেমন,
রবির লাল কর, বিটপী শিরোপর,
পড়েছে দেখিব লো কেন বরণ।

সেজেছে কিবা তায়, মৃদুল সান্ধ্য বায়,
পরশে পাতাগুলি নড়ে কেমন।
দু'ধারে তরুরাজি, নানা কুসুমে সাজি,
রাজিছে হেরিব লো, মোরা কেমন।
দেখিয়া হব সবে হর্ষে মগন।

পাখীরা ছিল যত দূর প্রবাসে,
সন্ধ্যা আগত দেখে, তাহারা মন সুখে,
ফিরিছে কলরবে নিজ আবাসে,
গাহিছে গান কিবা মন হরষে।
আনন্দে ভরপূর, পঞ্চমে ছেড়ে সুর,
মোরাও গা'ব গান কত উল্লাসে।

পথের ডানধারে দীঘির কাছে,
শ্যামল শস্যপূর্ণ মাঠ যে আছে,
আমরা যেতে যেতে, দেখিব লো তাহাতে,
এখন কিবা শোভা হয়ে রয়েছে,
নধর শীষগুলি, বাতাসে হেলি দুলি,
যেন লো কত রঙ্গে খেলা করিছে।

তা দেখে দূর হ'তে, বোধ হয় মনেতে,
হরিত সমুদ্রেতে ঢেউ বহিছে।
উপরে তার পুন, পড়ে ভানু কিরণ,
দ্বিগুণ শোভা যেন হয়ে রয়েছে।

দেখিব সবে মোরা দীঘিতে গিয়ে,
রয়েছে পদ্ম কত শোভা করিয়ে!
দীঘির কাল জলে, আমরা সবে মিলে,
নামিব, শিলাতটে কলসী রাখিয়ে;
হইবে নিরিবিলি, তখন সবে মিলি,
করিব জলকেলী সাঁতার দিয়ে।
দীঘির স্বচ্ছ জলে, তখন সাঁতারিলে,
কতই সুখ ভাই হবে হৃদয়ে।
ফুটন্ত পদ্মগুলি, আঁচল ভ'রে তুলি,
লইয়ে যাব, দিব সতুকে গিয়ে।
কতই হ'বে খুসী সে তা' পেয়ে।

সরলা— সইলো কি বলিস্, বুঝিতে নারি,
হয়েছে তোর দেখি সাহস ভারি!
কোথা যে সে শ্যাম মাঠ, কোথা বা দীঘির ঘাট,
ফেলিবে যেতে যেতে আঁধারে ঘেরি।

সাঁঝের আলোটুকু যাইবে নিবে,
আঁধারেতে তখন, কি ক'রে বল বোন্,
সাঁতার দিয়ে জলে, পদ্ম তুলিবে?
কেমনে বল ঘরে, আসিব সবে ফিরে,
দুধারে বৃক্ষ ছায় আঁধার হবে।

একেত বেঁকা পথ, তাতে সেই অশ্বত্থ,
পথের মাঝখানে দাঁড়ায়ে ঘন,
দিবাতেই আঁধার, তাতে সাঁঝে আবার,
আরো ঘোর আঁধারে পূরিবে বন,
পথ না দেখা যাবে, মরিব ভয়ে সবে,
কি ক'রে আসিব লো ফিরে তখন।

বিমলা— কেন লো এত ভয় করিস্ ভাই,
এখনি চাঁদ যে রে, উঠিবে তরু শিরে,
মারিবে উঁকি, তা'কি মনেতে নাই,
আঁধার যাবে দূরে, বন যে যাবে পূরে,
নির্ম্মল চন্দ্রালোকে শোভা কতই,
হেরিব ফিরে পুন, নব নব রকম,
মনে আনন্দ কত হইবে ভাই।

ফিরিব যবে গেহে দেখিব কত,
যুঁই ঝাঁথি মল্লিকা, মালতি শেফালিকা,
দুধারে শোভা করে ফুটেছে শত।
বিমল শ্বেত আভা, ছড়ায়ে আছে শোভা,
দেখে মন পুলকে হ'বে পূর্ণিত।
সাঁঝের বায়ু ব'বে, তার সাথে সৌরভে,
হইবে আমোদিত সব দিগন্ত।
এক দুই করিয়া, তারা সব গুণিয়া,
হইব মোরা সবে গেহে আগত।

বাদল

ঝুপ্ ঝুপ্ বৃষ্টি পড়ে, কড় কড় শব্দ করে,
জলভরা মেঘ গরজে অম্বরে,
মাঝে মাঝে মেঘ কোলে, চঞ্চলা দামিনী দোলে,
সারি গেঁথে উচ্চে বকাবলী উড়ে।
আঁধার মেঘেতে ভরা, ছেয়েছে সমস্ত ধরা,
নাচে শিখিকুল পুলকিত মনে,
গাছ পালা গৃহ বন, ভাসিতেছে জলে যেন,
আকুল বিহগকুল আশ্রয় বিহনে।

বৃষ্টি জলে স্নাত হয়ে, গাছের আড়ালে গিয়ে,
আছে সবে ব'সে চুপ ক'রে,
ছু একটি কাক এসে, ছাদের আলিসায় বসে,
গাত্র জল ফেলিতেছে ঝেড়ে,
সারমেয় ঘুরে ফিরে, এসে দাওয়ার 'পরে,
এক কোণে সুখে শুয়ে আছে;
হরিণীটি বারি পেয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হয়ে,
নেচে নেচে কেমন ছুটেছে।

গৃহকর্ম্ম সেরে সুরে, ছেলেটিকে কোলে ক'রে
চাষা বৌ কেঁথা গায়ে দিয়ে,
আনমনে শুয়ে ঘরে, বিড়ালটি ধীরে ধীরে,
শু'ল এসে তার পাশে গিয়ে।

'আমি লেপ মুড়ে শুয়ে, ক্ষুদ্র বাতায়ন দিয়ে,
দেখিতেছি ক্ষুদ্র বারি কণা,
চেয়ে চেয়ে দেখে শেষে, উদয় হইল এসে,
মন মাঝে কতই ভাবনা।

সুদূর স্বপন মত, শৈশবের কথা কত,
একে একে জেগে উঠে মনে,
মাথা মুণ্ড কত কি যে, এসে পুনঃ যায় মিশে,
ছোট ছোট বারি বিন্দু সনে।

কবি ও কল্পনা

কাননেতে ফুটে কত ফুল রাশি রাশি,
সুবিমল শশী শোভে পূর্ণিমা নিশিথে,
নিলাম্বরে শোভা পায় তারকার হাসী,
ফুল্ল কমলিনী কিবা শোভিতা সরেতে।

বসন্তের শোভা হয় মেদুর সমীর,
মেঘ কোলে শোভা পায় চঞ্চলা দামিনী,
বিরহী জনের শোভা নয়নের নীর,
চন্দ্রমা আলোকে কিবা শোভিতা ধরণী।

কল্লোলিনী 'পরে শোভে মৃদুল তরঙ্গ,
মিষ্ট ফল ফুলে কিবা শোভে তরুবর,
সিন্ধু মাঝে মুক্তা শোভে বনেতে বিহঙ্গ,
কুসুমেতে আছে কিবা সুরভি সুন্দর।

সেইরূপ শোভা পায় দিবস শর্ব্বরী,
কবির হৃদয়াসনে কল্পনা সুন্দরী।

সুশীলা

কুসুম কলিকা, জিনিয়া বালিকা,
কে গো ঐ বসিয়া নিরজনে,
আলুথালু কেশ, দীন হীন বেশ,
একাকিনী সজল নয়নে।

এই যে এখনি, আপনার মনে,
কত কি যে সে খেলিতেছিল,
খেলিতে খেলিতে, হেন আচম্বিতে,
কাঁদিতে কাঁদিতে উঠি গেল।

কেশ গুচ্ছগুলি, চুমিতেছে ধূলি,
দেখিয়াও নাহি দেখে তায়
এতই কি ব্যথা বাজিল পরাণে
তাই খেলা ছাড়িয়ে পালায় ?

হা কপাল! একি, হায়! এ যে দেখি,
আমাদের সাধের সুশীলা ;
যতনের ধন, আজিকে এমন,
নিঠুর কে করিয়াছে হেলা।

অবোধ অজ্ঞানা, কিছুই জানে না,
সুধু সে যে খেলাতেই রত ;
লাজে নত মুখী, সদা আছে সুখী,
বুঝেনা কিছুই হিতাহিত।

সুধু আচম্বিতে, পরিজনদের,
উচ্চ রোদন শুনিয়া হায় ;
ছাড়ি খেলা ধূলি, গিয়া নিরিবিলি,
ক্রন্দন করিছে উভয়ায়।

হা বৎসে সুশীলে! কি হ'লরে তোর
কিছুই ত' বুঝ নাই ওরে ;
ভাসিলি বাছারে, অকূল পাথারে,
চির জীবনের তরে।

না হইতে বেলা, সাঙ্গ হ'ল খেলা,
সুখ আশা যত ফুরাইল ;
দিবা দ্বিপ্রহরে অকস্মাৎ হায়,
চারিদিক আঁধারে ঘেরিল :

সাধের বাগানে, অতি সন্তর্পণে,
কুসুম এক ফুটিতেছিল,
না ফুটিতে হায়, কোরক সময়,
কাল কীট তারে পরশিল।

নৈরাশ

হায় আমি আশার ছলনে
এতদিন ছিলাম ভুলিয়া ;
বুঝি নাই আগেতে এমন,
রহিয়াছি ভ্রমেতে ডুবিয়া।

বহুদিন হতে মনে মনে,
যে সকল আশা করেছিনু,
অদৃষ্টের দোষে শেষে হায়
ক্রমে ক্রমে সব খোয়াইনু।

আশার কুহকে পড়ি এত দিন,
রোপেছিনু যেই ক্ষুদ্র লতা ;
সময়ের কালস্রোতে হায়,
এত দিনে বুঝি হ'ল মৃতা ।

৪

আশার ছলনে মগন হইয়ে,
শূন্যাকাশে বিচিত্র ভবন,
রচেছিনু কতই যতনে,
শেষে হায় হইল পতন ।

৫

এতদিন সঙ্গিনী করিয়া
রাখিতাম কাছে সদা যারে
সুধু যে সে কপটতাময়,
বুঝিলাম এত দিন পরে ।

৬

এত দিনে সব ফুরাইল
ছিল যত জীবনের আশ
যতনে যে রচেছিনু হায়,
ভাঙ্গিল সে সুখের আবাস ।

প্রবাস পত্র

(ভোজপুর হাউস, ডোঁমরাও)

হেথা আসিবার কালে বার বার বলে ছিলে
'লিখিবারে ছত্র দুই চারি,
কত্তু ভাই, হেথা এসে, নিষ্কর্ম্মা বসে বসে,
হইয়াছে বড় পায়া ভারি।

কুঁড়ে যে হয়েছি ভাই ; সেই হেতু পারি নাই
এতদিন কিছুই লিখিতে,
চেয়েছিলে পইটিরি, সে সকল জারি জুরি,
এখানেতে পারিনা খাটাতে।

কি পইট্রি লিখিব ভাই, ভেবে ত কিছু না পাই,
লিখিবার দেখিত সকলি,
কোন্‌টা লিখিব ভাই, কাহারো পাই না থাই ;
লণ্ড ভণ্ড হয় যে কেবলি।

যদি বা পাইনু কিছু, অমনই পিছু পিছু
লিলী * আসি বাধায় যে গোল।
ছেলেদের কিচিমিচি, ভাইবোনে খিচিমিচি
উঠ্‌চে সদা ক্রন্দনের রোল।

* কন্যা।

ত্যক্ত হতে হয় মনে, পইটিরি সে কারণে
কিছু ভাই করিতে না পারি :
এই সব কারণেতে, তোমাকে ভাই পত্র দিতে
বিলম্ব যে হয়ে গেল ভারি।

হেথাকার বিবরণ, শুনিতে ইচ্ছুক মন,
লিখিতেছি তাই সে কারণে,
আমাদের ভবনটি অতিশয় পরিপাটি
আছে অতি রমণীয় স্থানে।

সম্মুখে সুন্দর মাঠ, ধরে কত মত ঠাট
বরষায় নদীর সমান ;
স্রোত বহে জল চলে, তদুপরি নৌকা চলে,
মাঝি তায় সুখে করে গান।

বর্ষা অন্তে পুনরায়, শুষ্ক ভূমি হয়ে যায়,
চাষীগণ সুখে করে চাষ ;
সে সময়ে অতুলন, শোভা দেখি মুগ্ধ মন,
বেড়াইতে অতীব উল্লাস।

মাঝে মাঝে কি বাহার, দেখিবারে চমৎকার
ভূমি ভেদি উঠিতেছে জল,
সে দৃশ্য দেখিয়া ভাই, মুগ্ধ হয়ে ভাবি তাই,
বিধাতার আশ্চর্য্য কৌশল।

এ দিকেতে তিনধারে, পাট শন আদি করে,
নানাবিধ শস্য শোভা পায়,
সন্ধ্যায় প্রকৃতি শোভা, হয় অতি মন লোভা,
তাহা দেখি মন মুগ্ধ হয়।

সম্মুখেতে মাঠ জল, অন্য দিকে শস্য স্থল,
মাঝখানে সুধু আমরাই,
বনের মধ্যেতে যেন, আছি মনে হয় হেন,
বসতি যে অন্য কাছে নাই।

এমন নির্জ্জন স্থান, ভাবুক জনের প্রাণ,
উল্লাসেতে হয় যে মগন,
কবিরা কল্পনা সনে, বসে এই নিরজনে
করে কত মিষ্ট আলাপন।

দেখিতে পারেনা

বিধাতার একি বিড়ম্বনা,
মন যারে চায়, আঁখি নাহি পায়,
হ'ল একি দায়, কি ঘোর যাতনা।
ইচ্ছা সদা করে, দেখি আঁখি ভ'রে,
নিঠুর সে জন দেখা ত দেয় না।
ক্ষণেকের দেখা, বিদ্যুতের রেখা,
পোড়া মন যে গো তাতেত বোঝে না।

আমি যারে চাই, সে কেন সদাই,
আমা হ'তে দূরে থাকিতে চায় ?
মুহূর্ত্তেক তরে, যদি এল ঘরে,
ছুতা নাতা ধ'রে অমনি পলায়।

আমি মরি পুড়ে, চাহেনা সে ফিরে,
মোর দুঃখ যেগো দেখেও দেখে না।
মরি যার তরে, প্রাণপণ করে,
বুঝি বা সে মোরে, দেখিতে পারে না।

অমিয়া

একরত্তি মেয়ে তুই সেদিনকার মানি,
কোথা হ'তে এত খেলা শিখিলি না জানি
দেখিয়া এ খেলা তোর,
আকুল পরাণ মোর,
কি মোহ মদিরা প্রাণে দিয়াছিস ঢালি।
এরি মধ্যে এত খেলা কোথায় শিখিলি ?

* প্রথমা কন্যা

সে দিনের কথা, সেত বহুদিন নয়,
একরত্তি ছিলি, শুধু জড় পিণ্ডময়।
এরি মধ্যে এত কথা,
এত মিষ্ট সরলতা,
কত রঙ্গ কত খেলা কত বাহাদুরী,
সেদিনকার মেয়ে, তোর এত জারিজুরী।

৩

নিতান্ত শিশুটি বলে দাদারা তোমার,
করিতে চায় না তোরে সাথি খেলিবার।
তুমি তা' না শুনি ওরে,
"না না আমি যাব" ক'রে
ছুটে ছুটে যাও সাথে, তাহারা তখন
সাদরে ডাকিয়া কাছে করয়ে গ্রহণ।

৪

একটুকু মেয়ে তুমি জান কত ছল,
"ও বাবা ঐ বাঘ" বলি ভয়েতে বিহ্বল,
মিছামিছি ছুটে এসে,
গলা ধরি হেসে হেসে,
চুম খেয়ে খেলিবারে পুনঃ যাও চলি,
তোর রঙ্গ দেখি সবে হাসিয়া আকুলি।

৫

অমিয়া! অমিয়ময় কথাগুলি তোর,
শুনিয়া পরাণ হয় আনন্দে বিভোর।

আধ আধ ভাঙ্গা বুলি,
"আদা আম আম" বলি,
দিদিমার পাখীটিরে যখন পড়াও,
কি অমিয় ঢেলে কাণে তখন রে দাও।

৬

কে তোরে শিখালে বল হেন মিষ্ট কথা,
কোথায় শিখিলি তুই হেন সরলতা।
তোর ও কথার কাছে,
তুলনা কিছু কি আছে,
মধুর বীণার ধ্বনি, বসন্ত বাহার—
তোর ও কথার কাছে সকলই ছার।

তারে ভুলিব কেমনে? *

তারে ভুলিব কেমনে?
যাহারে পাবার তরে, ছিনু কত আশা করে,
ভাগ্যক্রমে সেই আশা হইল পূরণ,
পাইনু রতন আমি মনের মতন।
দিয়ে বিধি, পুনরায় তারে কেড়ে নিলে হায়!
হারাইনু পেয়ে আমি সে হেন রতনে।
তারে ভুলিব কেমনে?

* "কানু"

তারে ভুলিব কেমনে ?
পেয়ে যারে ক্ষণ তরে, চক্ষুর অন্তর ক'রে,
রাখিবারে নারিতাম, সে হেন রতন,
জনমের মত আমি দিনু বিসর্জ্জন।
তার সে অন্তিম মুখ, মনে ক'রে ফাটে বুক,
হেরিতে পাবনা আর তারে এ জীবনে।
তারে ভুলি কেমনে ?

তারে ভুলিব কেমনে ?
কমল কোরক জিনি, তাহার সে মুখখানি,
ইচ্ছা হয় বুকে করে রেখেদি যতনে ;
সারাদিন চুম খাই, সে চাঁদ বদনে।
কিন্তু এ জীবনে হায়, দেখিতে পাবনা তার,
সে সুন্দর মুখখানি সদা পড়ে মনে,
তারে ভুলিব কেমনে ?

তারে ভুলিব কেমনে ?
কতই যাতনা সয়ে, গিয়াছে সে পলাইয়ে,
সে যাতনা মনে হলে বুক ফেটে যায় ;
বলনা কি করে আমি ভুলিব তাহায় ?
ভুলিতে কি পারি তারে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
গাঁথা সে যে, যতদিন বাঁচিব জীবনে।
তারে ভুলিব কেমনে ?

তারে ভুলিব কেমনে ?
দয়াময় দয়া ক'রে, হেন ধন দিয়া করে,
নিদয় হইয়া পুনঃ নিলেন কাড়িয়া,
সে ধন হইয়ে হারা ফেটে যায় হিয়া।
পূর্ণিমার শশী সম, সে যে মুখ নিরুপম,
অকালে করাল রাহু হরিল সে ধনে।
তারে ভুলিব কেমনে ?

তারে ভুলিব কেমনে ?
পূর্ব্ব জনমে মম, ছিল বুঝি কোন পুণ্য,
তাই পেয়েছিনু এক কনক কমল,
সেথাকার মাটি কিন্তু, নহেক সরল।
কঠিন মাটির দোষে, বাড়িতে পেলোনা শেষে,
তাই সে সাধের ফুল মুকুলে শুকাল।
(তাঁরে) ভুলিব কেমনে বল ?

সে যে স্বরগের ফুল *

সে যে স্বরগের ফুল,
কিবা রূপ মনোহর শোভায় অতুল।
কি জানি কিসের তরে অমর উদ্যান ছেড়ে,
এসে এই ধরা'পরে হইল মুকুল,
হায়! সে যে পারিজাত ফুল।

সে যে পারিজাত ফুল,
বুঝি কোন্ দেববালা করি মহা ভুল,
কুসুমটি হাতে করে, ফেলেছিল ধরা'পরে,
তাই সে এখানে পড়ে হইল মুকুল,
জনমিল ধরাতলে পারিজাত ফুল!

মন্দার কুসুম যে সে,
মর্ত্ত্যের উদ্যানে ভুলে জনমিল এসে;
যে ফুল ত্রিদিবে রাজে, তাহা কি মরতে সাজে,
দেবগণ দেখিবারে পাইলেন শেষে!
মন্দার কুসুম যে সে।

মর্ত্ত্যে স্বরগের ফুল
দেখিয়া দেবতাগণ হলেন আকুল!
একদিন নিশাশেষে, ছিনু আমি নিদ্রাবেশে,
সে সময় গুপ্তবেশে আসি দেবকুল!
ছিঁড়ে লয়ে গেল মোর সাধের মুকুল!
সে যে স্বরগের ফুল!

"কানু"

সে যে স্বরগের ফুল,

কি মোহের ঘোরে মোর হয়েছিল ভুল,

চিনিতে নারিনু তায়, যতনে রাখিনু হায় !

(কিন্তু) দেবগণ লয়ে তারে গেল সুরপুর,

অভাগী হৃদয় হায় ঝরেগেল চূর !

সে যে স্বরগের ফুল

* খোকা 'কানু'

খোকার বিয়োগে *

১

খোকা গেল কোন খানে,

আমি আছি শূন্য প্রাণে,

এখন (ও) সে ফিরিলনা ঘরে,

আঁখি মোর ঝরে তার তরে।

২

এতখানি বেলা হ'ল,

খোকা মোর কোথা গেল ?

দুধ পিয়াবার হয়েছে সময়,

না হেরিয়া তারে বিদরে হৃদয়।

৩

ক্ষুধা পেলে কচি ছেলে,
সময়ে না খেতে পেলে,
কেঁদে কেঁদে তার গলা শুকাইবে!
তারে কে আমার কাছে এনে দিবে।

৪

ক্রমে যে রজনী এল,
ধরণী আঁধার হ'ল,
ঘুমাবার তার সময় হয়েছে,
এ সময় খোকা কোথায় রয়েছে ?

৫

শূন্য শয্যা পড়ে আছে,
খোকা কিসে ঘুমাতেছে,
মোর কাছে খোকা আসিয়া কখন,
শূন্য বিছানায় করিবে শয়ন !

৬

শূন্য কোলে আছি বসে,
কখন সে কাছে এসে,
শূন্য কোল মোর করিবে পূরণ
কোলে লয়ে তার চুমিব বদন

৭

খোকার বিহনে হায়,
হৃদয় শতধা হয়,
কখন তাহারে দেখিতে পাইব,
বুকে লয়ে দগ্ধ হৃদয় জুড়াব।

৮

আসিছে আসিছে করে,
রহিয়াছি আশা করে ;
দশমাস হ'ল আজ (ও) ত এলনা ;
তবে কি সে ফিরে আর আসিবেনা ?

৯

যে যায় সে চিরতরে
যায় কি ? আসেনা ফিরে ?
তবে কি আমার আশা পূরিবেনা ?
এ জীবনে তাকে দেখিতে পাবনা ?

১০

দিন যায় পুনঃ আসে,
মাস যায় মাস আসে,
বৎসর ফিরিয়া আসে পুনরায়,
তবে কেন খোকা না আসিবে হায়।

১১

সূর্য্য ডুবে পুনঃ আসে,
পুনঃ শশী নভে ভাসে,
হৃদয়ের পূর্ণ শশী সে আমার
তবে কেন নাহি আসিছে আবার।

১২

শরৎ আসে বর্ষা শেষে
পুনঃ ফিরে শীত আসে,
শীত অন্তে পুনঃ বসন্ত হাসিল,
কিন্তু হায় ! মোর খোকা না আসিল।

১৩

হায়রে অবোধ মন,
কেন আশা অকারণ ?
সে যে গেছে চলি অনন্ত সদন,
সেথা হ'তে কেহ ফিরে কি কখন ?

প্রার্থনা

হৃদয় বেদনা ভার
সহিতে না পারি আর ,
আসিয়াছি তব দ্বারে ওহে দয়াময় ।
তোমা বিনা কেবা আর
ঘুচাবে হৃদয় ভার ?
তাই গো তোমারে ডাকি করিয়া বিনয়

তুমি দেব অন্তর্যামী ;
শরণ লইনু আমি,
কাতরে করুণা কর করুণা নিদান,
শোকাগ্নিতে নিরবধি,
শতধা হতেছে হৃদি,
কৃপাকরি করদেব শান্তিবারি দান ।

তুমি দেব দয়া ক'রে,
দিয়াছিলে মম করে,
সুখ দরশন এক অমূল্য রতন ;
দিয়া কেন পুনরায়,
তারে কেড়ে নিলে হায়
খুঁজিয়া না পাই আমি ইহার কারণ

পিতামাতা যাহা করে,
সন্তানের ভাল তরে,
তোমার করুণা কত অভাগীর প্রতি ;
তুমি দেব যা করিবে,
তাতে মোর ভাল হ'বে,
এই জানি, অন্য নাহি বুঝি এক রতি।

কিন্তু এই অনুপম
সুন্দর শিশুরে মম,
ডাকিয়া লইলে দেব, মোর কাছ হ'তে
ইহাতে আমার তাত।
কি ভাল হইল তা'ত
একটুও আমি নাহি পারিনু বুঝিতে।

পরমেশ! তবাদেশে
নর আসে নর দেশে,
তোমারি আদেশে পুনঃ যায় স্বর্গধামে :
যে কার্য্য সাধন তরে,
আসে নর মর্ত্ত্য 'পরে,
সে কার্য্য সাধিয়া যায় অমর ভবনে।

কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায়
দুমাসের শিশু হায়,
কি কার্য্য সাধিয়া গেল বুঝিতে না পারি,
অভাগী মায়ের তা'র
হৃদি করি চূরমার
চলি গেল, সেই কাজ ছিল কি তাহারি ?

তুমি প্রভো সব দাও,
তুমি পুনঃ কেড়ে লও,
সুখ দুঃখ যাহা কিছু তোমারি বিধান ;
সে সুন্দর শিশুটিরে,
তুমি দিয়াছিলে মোরে,
তুমিই আবার নিলে তার ক্ষুদ্র প্রাণ।

কিন্তু আমি অভাগিনী,
হারাইয়ে সেই মণি,
কাঁদিতেছি অবিরত পাগলিনী প্রায়,
ধৈর্য্য নাহি মানে প্রাণ,
সর্ব্বদাই আন চান,
কি করিব দীনবন্ধো ! কি হবে উপায় ?

কে বুঝিবে মোর কথা,
কে ঘুচাবে মম ব্যথা,
দূর করে হেন জ্বালা সাধ্য আছে কার ?
(এযে) সাধ্যাতীত মানবের,
আছে শুধু তাহাদের,
ভাঙ্গা সুরে দু'চারিটি কথা সান্ত্বনার।

তাইতে হে আশা ক'রে,
আসিয়াছি তব দ্বারে,
তুমিই জ্বেলেছ হৃদে দারুণ অনল :
হেন শক্তি দাও প্রভো !
যা' দিবে সহিব সব,
এ অনল সহিবারে মনে দাও বল।

অন্তর্যামী তব নাম,
পূর্ণ কর মনস্কাম,
কিছুত অজ্ঞাত নাই নিকটে তোমার,
মনে যাহা করি আশ,
আসিয়াছি তব পাশ'
সেই আশা পূর্ণ যেন হয় হে আমার।

নিদ্রার প্রতি

এস এস অয়ি নিদ্রে বিরাম দায়িনী,
উকি ঝুকি মার কেন অন্তরাল হ'তে ?
বহুদিন তব সনে আলাপ করিনি,
তাই কি হতেছে ভয় নিকটে আসিতে ?

ভয় নাই নিকটেতে এসলো স্বজনী,
ছিল এক বড় বোঝা বুকের উপরে ;
তাইতে তোমার কিবা দিবস রজনী,
আসিতে দিইনি কাছে ক্ষণেকের তরে।

একমাস তব সনে মন্দ ব্যবহার
করিয়াছি কত, তুমি কাছে এলে পরে,
তাড়ায়ে দিয়াছি দূরে, তাই কি তোমার
হইয়াছে অভিমান ? দাঁড়ায়েছ দূরে ?

এখন সে বোঝা যে গো গিয়াছে নামিয়া
বুক হ'তে, এবে আমি সদা সর্ব্বক্ষণ,
কাজ নাই আছি বসে নিশ্চিন্ত হইয়া,
তোমার চিন্তায় স্বধু আছি নিমগন।

নির্ভয়ে আসিয়া মম নয়ন মন্দিরে,
বস সখি, তাড়াবনা, পূজিব যতনে,
যতনে ডাকিছি এসে বস ধীরে ধীরে
অচেতনে রব তব কোমল স্পর্শনে।

তাপিত প্রাণের তুমি শান্তি প্রদায়িনী,
বড়ই তাপেতে মোর পুড়িছে হৃদয়,
এস এস অয়ি সখি সন্তাপ নাশিনী,
এসে সুশীতল মোরে কর এ সময়।

মিত্র বিয়োগ

অহো !   একি শুনি কাণে,
বিষম বাজিল প্রাণে,
রমেশ বিচারপতি নাহি এ ধরায় ।
জীবকুল নিসূদন,
নিঠুর পামর যম,
অকালে সে বঙ্গ রত্নে হরিয়াছে হায় ।

রমেশ বিহনে আজ,
অন্ধকার বঙ্গমাঝ,
বঙ্গের গৌরব রবি তিমিরে ডুবিল ;
হায় !   কাল কি করিলি ?
কাহারে হরিয়া নিলি ?
বঙ্গভূমি আজি ঘোর বিষাদে ভরিল ।

আহা মাগো বঙ্গভূমি,
চির হতভাগ্য তুমি,
এই কি জননী !   তব ললাট লিখন ?
যত সব সুসন্তান,
গর্ভে দিয়াছিলে স্থান,
একে একে সকলেই করে পলায়ন ।

তব দুঃখ নিশা মাতঃ
আর কি হ'বে প্রভাত ?
যে রতন হারাইয়ে হয়েছ হতাশ,
সে রতন পুনরায়,
ফিরে কি আসিবে হায়,
উজলিবে পুনঃ তব হৃদয়-আকাশ ?

ছিলে রত্ন প্রসবিনী,
এখন যে কাঙ্গালিনী,
কাহারে লইয়ে গর্ব্ব করিবে ধরায় ?
যে সব অমূল্য নিধি,
তোমারে দিলেন বিধি,
লইলেন একে একে হরি পুনরায়।

ওহে সর্ব্বগুণাকর মিত্র মহাশয়
এত দিন পরে আজ
ফুরাল মর্ত্ত্যের কাজ,
তাই কি চলিয়া গেলে ত্রিদিব আলয় ?

ধরাধাম পরিহরি,
লভিবারে সে শ্রীহরি,
তুমি ত চলিলে দেব ! অমর ভবন।
দেখ চেয়ে একবার,
তব প্রিয় পরিবার,
আকুল পরাণে কত করিছে রোদন।

জজের রমণী হায় !
আজি অনাথিনী প্রায়,
সহিছেন মর্ম্মভেদী অসীম যাতনা।
তব পুত্র কন্যা যত,
কাঁদিতেছে অবিরত,
কে করিবে বল দেব! তাদের সান্ত্বনা?

তোমার গুণের তরে,
সকলেরই আঁখি ঝরে,
হাহাকারময় আজি সমগ্র ভারত।
বিহঙ্গ ছেড়েছে গান,
নাহি আর মিষ্ট তান,
প্রকৃতি বৃষ্টির ছলে কাঁদে অবিরত।

এ নহে বরষা ধারা,
প্রকৃতি কাঁদিয়া সারা,
তোমা হেন রত্ন আজি দিয়া বিসর্জ্জন!
মোরা অতি মন্দমতি,
তাইতে হে মহামতি,
অসময়ে হারাইনু এ হেন রতন।

স্বর্গারোহণ

যে কার্য্য সাধিতে, ওহে মিত্রবর !
এসেছিলে মরদেশ,
প্রাণপণ ক'রে, করিলে সাধন
আজি তা'র হ'ল শেষ।

হেথাকার কার্য্য, করিয়া সাধন
চলিলে অমরালয়,
সাদরে তোমায়, ডাকেন ঈশ্বর
"আয়রে রমেশ আয়"।

সংসারের লীলা, সাঙ্গ হ'ল তব
এসরে ত্রিদিবালয়ে,
তোমার কারণ, সুরবাসীগণ—
আছে আশাপথ চেয়ে।

দেবদূত তোমা' লইবার তরে
স্বরগ তোরণ দ্বারে,
পুষ্পরথ লয়ে, আছে দাঁড়াইয়ে,
উঠছে আনন্দ ভরে।

তব আগমনে, সুরপুরে আজি
উঠেছে আনন্দ হাসি,
মন্দারের ফুল, ফুটিয়া উঠেছে
শত শোভা পরকাশি।

কুলু কুলু রবে, ছুটে মন্দাকিনী
দুকূল উছলি উঠে,
কুসুম সুবাস, লইয়া সুধীরে,
মলয় সমীর ছুটে।

দীপ লয়ে হাতে, দিগঙ্গনা দল,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছে,
সকলের হাতে, পারিজাত মালা,
চন্দন কাহারো কাছে।

সুরবৃন্দ যত, আছেন দাঁড়ায়ে,
হাতে পারিজাত মালা,
সাজাতে তোমায়, উৎসুক সকলে,
যতেক অপ্সরাবালা।

গাহিছে তোমার, আবাহন গীতি,
ধরিয়া পূরবী তান,
দিগন্ত ব্যাপিয়া, উঠিছে সে ধ্বনি,
কিবা সুমধুর গান।

যাও যাও দেব, দেবগণ সনে,
বস গিয়া সিংহাসনে,
চিরকাল তথা, বাস কর সুখে
দেব দেবীগণ সনে।

হেথায় ঈশ্বর, তব দারা সুতে
করিবেন শান্তি দান,
কালেতে সবার, শোক তাপ যত
ক্রমে হবে অবসান।

আগমনী

১

এস মাগো শ্বেতভুজে, বাণী বীণাপাণি
শ্বেত পদ্মাসনা দেবী, আনন্দরূপিনী।
আপনি প্রকৃতি রাণী,
পূজিতে ও পা দুখানি,
সাজায়েছে সুমোহন সাজেতে ধরণী,
এস অয়ি শ্বেতভুজে! কমলবাসিনী।

২

পিককুল হৃষ্টমনে করে হুলুধ্বনি,
বিহঙ্গমগণ গাহে তব আগমনী।
নির্ম্মল আকাশ থালে,
কনক প্রদীপ জ্বেলে,
আপনি শশাঙ্ক তোমা করিছে আরতি,
সুষুপ্ত ভারতে আজ এস মা ভারতি।

৩

নানাবিধ ফুলকুল ফুটিয়া উঠানে,
দিতেছে অঞ্জলি তব যুগল চরণে।
অলি গুণ্ গুণ্ স্বরে,
তব গুণ গান করে,
মলয় সমীর করে চামর ব্যজন,
আজি যে ভারতে তব শুভ আগমন।

৪

দারুণ দুর্ভিক্ষে, রোগে, ভীষণ বন্যায়
তোমার সন্তানগণ আছে মৃতপ্রায়,
গৃহে কারো অন্ন নাই,
শরীরে সামর্থ্য নাই,
তোমারে পূজিতে নাহি কোন উপচার,
কি দিয়ে পূজিবে মাগো চরণ তোমার ?

৫

যদিও সন্তানগণ তব দীন হীন,
তথাপিও তারা তব ভক্ত চিরদিন।
যার যা শকতি আছে,
এনেছে তোমার কাছে,
পূজিতে তোমার মাগো ও রাঙ্গা চরণ,
দীনদের পূজা দেবী করগো গ্রহণ।

৬

বালক বালিকাগণ পুলক অন্তরে,
রাতুল চরণ তব পূজিবার তরে,
প্রাতে উঠি ফুল্ল মনে,
তুলি ফুল সযতনে,
ফুল বিল্বপত্র লয়ে সাজাইয়া ডালি,
ভক্তি ভরে তব পদে দিতেছে অঞ্জলি

৭

ভক্তের বাসনা দেবী করগো পূরণ,
সন্তানগণেরে দেহ আশীষ বচন।

হে ভারতি, তব ঠাঁই,
আমি এই ভিক্ষা চাই,
যেন গো জননী তব পুত্র কন্যাগণ,
তোমার সেবায় রত থাকে আজীবন ;

শরতে

এই ত আবার ফিরে দেখিতে দেখিতে,
সুখদ শরৎ ঋতু আসিল ধরায় ;
উদিল শারদ শশী তারাগণ সাথে,
মেঘমুক্ত নিরমল নীলাকাশ গায়। ১

নিবিড় নীরদ রাশি ভেদিয়া আবার,
শত রশ্মি প্রকাশিয়ে উঠে দিনমণি ;
সুদূর অম্বরে পুনঃ হেরি দিবাকর,
নির্ম্মল সলিলে হাসে ফুল্ল কমলিনী। ২

আবার ছাইল ধরা শুভ্র জ্যোছনায়,
শশাঙ্ক উদিত দেখি নির্ম্মল অম্বরে,
কুমুদিনী হাস্যমুখে ঊর্দ্ধপানে চায়,
দিবা ভ্রমে বিহঙ্গম কলরব করে। ৩

দিবসেতে দিনমণি শোভে নীলাম্বরে,
নিশিতে নির্ম্মল শশী নভে শোভা পায় ;
চারিদিকে তারাগণ শোভে থরে থরে,
শরতে আবার শোভা হয়েছে ধরায়। ৪

সানন্দে প্রকৃতি রাণী সাজিল আবার,
করবী কলিকা আদি কুসুম ভূষণে ;
সেফালিকা ঝুরু ঝুরু পড়ে অনিবার,
(যেন) আপনি দিতেছে ডালি প্রকৃতি চরণে। ৫

সেই আষাঢ়ের শেষে চলিয়া যে গেল,
বড় সাধনের ধন 'সুনীল'* আমার,
ঘুরিয়া শরৎ ঋতু চারিবার এল,
মোর সে নয়ন মণি আসিল না আর। ৬

* "কানু", ভাল নাম "সুনীল"।

রাণী *

স্বরগের শিশু তুই
কেনরে কিসের তরে,
স্বরগ ছাড়িয়া এলি
এ মর ভূমির 'পরে ?

শান্তির আলয় সে যে
সুখময় পূণ্য ভূমি ;
সে হেন স্বরগ ছাড়ি
কেনরে এখানে তুমি ?

তাপিত হিয়ায় মোর
প্রদানিতে শান্তিবারি
আসিলি কি রাণী, তুই
সে সুখ ভবন ছাড়ি ?

আজি দেড়বর্ষ ধরে
আছি যে জীয়ন্তে মরে,
তাই কি এলি মা তুই
অভাগীরে দয়া করে ?

শূন্য কোল পুরাইতে
মুছাইতে আঁখি জল,
ঈশ্বর কি পাঠালেন
তোমারে এ মহীতল ?

* পঞ্চমী কন্যা—ভাল নাম "শোভনা", আর এক ডাক নাম "হাসি"।

আজি কত দিন হতে
ছিলাম উদাস প্রাণে
তুই সে জাগালি মোরে
স্বর্গীয় অমিয় দানে।

শুষ্ক মরুভূমে তুই
বারিকণা দিলি ঢেলে,
ভুলিয়াছি সে যাতনা
রাণি! তোরে পেয়ে কোলে।

এসেছিস্ যদি, তবে
যাস্‌নে আমারে ছেড়ে,
যেনরে কাঁদিতে মোরে
হয়না তেমন করে।

চির সুখে থাক, লয়ে
ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ;
হয় না জীবনে যেন
কভু কোন পরমাদ।

আয় তবে আয় রাণি!
চুম খাই চাঁদ মুখে
হৃদয় শীতল করি
তোমা ধন লয়ে বুকে।

জন্মদিনের উপহার

ঈশ্বর কৃপাময় আজ মাধুরী * আমার,
দশম বৎসর পূর্ণ হইল তোমার।
নানা বাধা বিঘ্ন বৎসে, অতিক্রম করি,
এগারতে আজি তুমি পড়িলে মাধুরী।
বিভুর পদেতে প্রাণ করি সমর্পণ,
সংসার কাননে বৎসে, কর বিচরণ।
সদা সত্য পথে চ'ল, ধর্ম্মে রেখ মতি,
মন সুখে থেকো সদা, হও বিদ্যাবতী।
রূপের সমান গুণ ক'র উপার্জ্জন,
গুণ রমণীর হয় প্রধান ভূষণ।
গুণ না থাকিলে রূপ লয়ে কিবা হয়,
কুরূপা যে, গুণে তার সবে তুষ্ট রয়।
উচ্চ কথা না কহিবে, নম্রশীলা হ'বে,
পিতামাতা গুরুজনে ভকতি করিবে।
গালি নাহি দিবে কভু দাস দাসীগণে,
সদয় হইবে সদা দীন দুঃখী জনে।
আজি বাছা তব এই শুভ জন্মদিনে,
কি দিব ভাবিয়া কিছু নাহি পাই মনে।
লও শুধু অন্তরের আশীষ আমার,
আর লও তার সনে এই উপহার।

* মধ্যমা কন্যা, ডাক নাম কিটি।

স্নেহ-উপহার *

(১২ই শ্রাবণ, ১৩০২)

পোহাল রজনী আজি কিবা শুভক্ষণে,
দেখিব নয়নে নব যুগল মিলন,
বহুদিন হতে যেই আশা ছিল মনে,---
ঈশ্বর কৃপায় আজি হইল পূরণ।

জননী, ফেল না আর নয়ন আসার,
নাতি তব বধূসনে আসিতেছে ঘরে,
কি সুখের দিন আজ হ'য়েছে তোমার;
আশীষিয়া দোঁহে, লও বধূ কোলে ক'রে।

বিলম্ব ক'রনা বৌ, এস ত্বরা করে,
পুত্র তব, বধূ সনে আছে দাঁড়াইয়ে,
বরণ করিয়া দোঁহে বধূ তুল ঘরে,
আজ—জীবন সার্থক তব বধূ নিরখিয়ে।

বৎস ছটী,
আজ কি সুখের দিন বলিব কেমনে,
তব বামে বধূ দেখি জুড়াব নয়ন—
বহুদিন হ'তে এই আশা ছিল মনে;
আজি সেই আশা তুই করিলি পূরণ।

* "মোহিনী মোহনে"র বিবাহ, "চারুবালা" স্ত্রীর নাম, মোহিনীর ডাকনাম 'ছটি'।

মেঘকোলে শোভা পায় যেমতি চপলা,
শোভে যথা কাত্যায়ণী শূলপাণী বামে,
তেমনি তোমার পাশে হেরি চারুবালা,
আনন্দ উথলে আজি আমাদের প্রাণে।

আনন্দে গিয়েছি আজ হয়ে আত্মহারা,
আশীর্ব্বাদ করি আজ তাই প্রাণ পূরে ;
চিরজীবী হয়ে বাছা সুখে থাক তোরা ;
সংসারের পরমাদ হ'তে থাক দূরে।

প্রবেশ করিছ আজ সংসার কাননে,
চরণ স্খলন যেন হয় না কখন ;
আছে কত বাধা বিঘ্ন প্রত্যেক চরণে,
দেখ বাছা সাবধানে করো বিচরণ।

পরীক্ষার স্থল এই সংসার-কানন
করেন পরীক্ষা পরমেশ নানা ছলে ;
হিংসা আদি রিপুগণে করিও দমন,
এই ইচ্ছা জয়ী বাছা হ'য়ো সর্ব্বস্থলে।

পাপ তাপ স্বার্থে ভরা এই বসুন্ধরা,
ঈশ্বরের কাছে সদা করি এ মনন ;
এ সকল হতে বাছা, দূরে থাক তোরা,
যেন—তোদের কেশাগ্রে পাপ করেনা স্পর্শন।

'এ আনন্দ দিনে বাছা ভুলনা ভবেশে,
যাঁহার কৃপায় পেলে এ হেন রতন,
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা সেই পিতা পরমেশে,
আজিকে সর্ব্বাগ্রে বাছা, কররে স্মরণ।

চিদাত্মা চিন্ময় ওহে প্রেমময় হরি,
তোমার কৃপায় আজ এ শুভ মিলন;
দুটী প্রাণ আজ তুমি দিলে এক করি,
ইহাদের প্রতি দয়া রেখ সর্ব্বক্ষণ।

দুইজনে এক হয়ে, পরহিতে রত
থাকে যেন অনুক্ষণ; তোমার চরণে
থাকে যেন ভক্তি মতি, সদা সত্যব্রত
শিরে ধরি, দোঁহে যেন পালে সযতনে।

আজি এ আনন্দ দিনে এ শুভমিলনে,
কি দিব তোমায় ওরে, কি আছে আমার,
আশীষ করিরে শুধু, আর তার সনে
লও পিসীমার এই স্নেহ-উপহার।

মিলন মঙ্গল

(২২শে আষাঢ়, ১৩০৭)

নির্ম্মল নীলিমাকাশে, শারদ চন্দ্রমা হাসে,
আর হাসে তারকা নিকর,
ছড়ায়ে কিরণ মালা, জ্যোছনা করিছে খেলা,
তরঙ্গিনী তুলিছে লহর।

কাননে কুসুম চয়, হাসি মুখে চেয়ে রয়,
বায়ু ধীরে সুগন্ধ ছড়ায়,
ধরিয়া মধুর তান, পাপিয়া করিছে গান,
স্বরে তার ভুবন মাতায়।

নব সাজে সাজি ধরা, আনন্দেতে মাতোয়ারা,
হেসে হেসে পাগলিনী প্রায়,
জলে স্থলে যেথা দেখি, সকলেই হাস্য মুখী,
হাসি রাশি ছেয়েছে ধরায়।

এ শুভ মুহূর্ত্তে আজি, স্বর্ণ আভরণে সাজি,
আমাদের সরলা প্রতিমা, *
চারুচন্দ্রে বরিবারে বরমাল্য ধরি করে,
হাসি মুখে দাঁড়ায় ললনা।

* ভগ্নীকন্যা।

দেখি তারে হাস্যমুখী, আজি সকলেই সুখী,
কি আনন্দ সকলের মনে,
শুভলগ্নে শুভক্ষণে, প্রতিমা চারুর সনে,
বদ্ধ হ'ল বিবাহ বন্ধনে।

হে বিভো করুনাময়, তোমারই করুণায়
হল আজি এ শুভ মিলন,
তুমি দেব দয়া করে, এই নব দম্পতীরে,
সুখে রেখো সারাটী জীবন।

মৃণালে অরবিন্দ *

(১৬ই বৈশাখ, ১৩০৮)

নির্ম্মল আকাশে, হাসে সুধাকর,
তার সনে হাসে তারকা নিকর;
হাসিছে কুসুম উদ্যান ভিতর,
হেসে পাগলিনী প্রকৃতি রাণী।

* বন্ধুবর ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা "মৃনালিনী", মৃনালিনীর স্বামী স্বনামধন্য "অরবিন্দ"।

মলয় সমীর বহিছে মৃদুল,
উল্লাসে তটিনী, বহে কুল কুল,
চারিদিকে সবে হাসিয়া আকুল
হয়েছে আজি কি সুখ যামিনী।

চন্দ্রমা আলোকে, জগৎ মাতায়,
যে দিকে নিরখি, সবি হাসি ময়,
হাসি রাশি যেন ছেয়েছে ধরায়,
কিবা শুভক্ষণ, হয়েছে আজি।

আজিকে এ শুভ মাহেন্দ্রক্ষণেতে,
মিলিছে মৃণাল অরবিন্দ সাথে,
সুগন্ধি কুসুম, বরমাল্য হাতে,
নানাবিধ চারু ভূষণে সাজি।

মরি মরি কিবা নিরখি নয়নে
শোভে মৃণালিনী, অরবিন্দ সনে,
প্রফুল্ল বয়ানে, পুলকিত মনে,
আশীষ করিছে, সকলে মিলে।

ধন্য পরমেশ, তোমার বিধান,
এ সংসারে তুমি, প্রেমের নিধান,
তাই এ দুজনে, করি এক প্রাণ,
অনন্ত বন্ধনে বাঁধিয়া দিলে।

এবে এই ভিক্ষা মাগি তব পদে,
দোঁহারে সতত রে'খ কুশলেতে,
সংসারের নানা বাধা বিঘ্ন হ'তে,
রক্ষা ক'র দেব, এ দুটী জীবন।

সত্যের আশ্রয় লইয়া উভয়ে,
থাকে যেন তব দাস দাসী হ'য়ে
সুখে কিবা দুখে উভয়ে মিলিয়ে,
তোমারে যেন গো না ভুলে কখন।

শুভাশীষ *

(৩রা আষাঢ়, ১৩১২)

বৎস শৈলেন !

সাধের অমিয়া ধনে শুভদিনে শুভক্ষণে,
আজিকে তোমার করে করিনু অর্পণ,
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরে, পালিয়া যতন করে,
রেখেছিনু তোমা তরে করহে গ্রহণ।

পড়িলে বিপদে দুখে, অথবা সম্পদে সুখে,
কোন কালে সঙ্গহীন ক'র না ইহারে,
সতত ছায়ার ন্যায়, যেন তব কাছে রয়,
আজীবন বাঁধা যেন রয় প্রেম ডোরে।

* প্রথমা কন্যার বিবাহ।

অভিমানী মেয়ে বড়, সহেনা কথা কাহা'র,
দেখ বাছা কটুকথা ব'ল না কখন,
যদি কভু করে দোষ, তা'তে না করিয়া রোষ,
মিষ্ট ভাষে বুঝাইয়া করিও মার্জ্জন।

আজি সে যে তব করে, জীবন অর্পণ ক'রে,
নবীন সংসার পথে করিছে গমন,
তুমি ধ্রুবতারা হয়ে, দিও পথ দেখাইয়ে,
দেখ' যেন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়না কখন।

(প্রৌঢ়ে)

চিন্তা

আয়ুত ফুরায়ে এল, কতকাল আর,
এ মোহ নিদ্রার ঘোরে রব অচেতন ?
পড়িয়া রয়েছে কত কার্য্য আপনার,
কবে সব হবে শেস ? নিকট শমন।

কি করিনু এতদিন, জগতে আসিয়া ?
আলস্য বিলাস-স্রোতে ভাসায়ে জীবন,
কতকাজ রহিয়াছে এ বিশ্ব ব্যাপিয়া,
কিছু না করিনু, শেষে কেবলি ক্রন্দন।

"ক্ষুদ্র আমি কি করিব ?" এইকথা বলি
নিশ্চেষ্ট নাহিক যেন থাকি কদাচন।
সেই কথা যেন মনে জাগেগো কেবলি —
ক্ষুদ্র কাঠ-বিড়ালীর সাগর বন্ধন।

তবু যে কদিন আর আছি পৃথিবীতে,
একমনে চেষ্টা যদি করি প্রাণ পণ,
নিশ্চয় পারিব কত কর্ত্তব্য সাধিতে,
চেষ্টায় হয়ত সব অসাধ্য সাধন।

হে বিভো ! চরণে তব এই নিবেদন,
এ হেন সুমতি মোরে দাও দয়া ক'রে,
বিলাস বাসনা সব দিয়া বিসর্জ্জন,
প্রাণ যেন দিতে পারি বিশ্ব সেবা তরে।

অনাথ আতুর কত করে হাহাকার,
কেহ নাই তাহাদের সান্ত্বনা করিতে ;
আমি যেন তাহাদের হয়ে আপনার,
পারি সকলেরে নিজ কোলেতে টানিতে।

নিরাশ্রয় কত, পথে ঘুরিয়া বেড়ায়,
অন্ন নাহি জুটে দুটি, ক্ষুধায় কাতর,
কেহ নাহি তাহাদের বারেক সুধায়,
যেখানেই যায়, সবে করে অনাদর।

মাতৃহীন শিশু কত কেঁদে কেঁদে সারা,
কেহ ত তা'দিগে কভু কোলে নাহি লয়,
অভাগী রমণী কত হ'য়ে পতিহারা
অনাথিনী একাকিনী ধূলায় লুটায়।

ইহারা সকলে মোর আপনার জেনে,
পারি যেন সকলের সান্ত্বনা করিতে,
মাতৃহীন শিশুদের বুকে টেনে এনে
মাতৃসম হয়ে যেন পারিগো পালিতে।

ক্ষুধার্ত্তেরে যদি দুটি অন্ন দিতে পারি,
বিধবার অশ্রুবারি মুছাই যতনে,
সার্থক জীবন বলি তবে মনে করি
এই ত কর্ত্তব্য কাজ, নরত ভবনে।

এতকাজ রহিয়াছে তবে কেন আর,
মিছা কাজে আলস্যেতে জীবন কাটাই?
যতটুকু পারি করি কার্য্য আপনার,
পর উপকার তুল্য ধর্ম্ম আর নাই।

দিন ত ফুরাল, তবু যে কদিন বাকি,
নিজ ভোগ বিলাসিতা সকল ত্যজিয়া,
"বিশ্ব সেবা ব্রত" মন্ত্র হৃদয়েতে রাখি,
পরহিতে দিই যেন জীবন সঁপিয়া।

প্রথম পুত্র শ্রীমান্ সুশীলকুমার বসুর ইংলণ্ড গমনোপলক্ষে—

আশার্ব্বাদ

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯০৮ সাল বৃহস্পতিবার।

প্রাণের পুত্তলি পুত্র সুশীল আমার
যাইতেছ বহুদূরে, পারাবার পার—
বিদ্যা উপার্জ্জন আশে, ছাড়িয়া স্বজন,
পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী জায়া বন্ধুগণ।

আঁখি নীরে ভাসি' সবে দিতেছে বিদায়,
যাও বৎস লভিবারে সুযশ তথায়।
কোথায় ইংলণ্ড আর কোথা বঙ্গভূমি,
স্মরিলে আতঙ্কে বাছা শিহরে পরাণী।

হেন দূরদেশে তোরে দিতেছি বিদায়,
লভিবে অনেক বিদ্যা সুধু এ আশায়।
মোদের এ আশা যেন হয় রে পূরণ,
বিদ্যা লভিবারে সদা করিও যতন।

সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিবে তথায়,
চরণ-স্খলন যেন না হয় কোথায়।
কুহকীর দেশ সে যে করেছি শ্রবণ,
প্রলোভন জালে তুমি প'ড়না কখন।

যে কাজের তরে তথা করিছ গমন,
প্রাণপণে সেই কার্য্য করিও সাধন।
ডুবায়োনা নাম বাছা প্রলোভনে পড়ে,
প্রলোভন হতে সদা থেকো বহুদূরে!

বিদায় দিতেছি তোরে অশ্রুজলসহ,
এই কথা মনে বাছা রেখো অহরহ।
'সরলা'* বালিকা তোরে করেছে আশ্রয়,
কুহকেতে পড়ে' কভু ভুলনা তাহায়।

তা'র সে কাতরমুখ করিয়া স্মরণ,
প্রাণপণে নিজ কার্য্য করিও সাধন।
হেরিব তোমারে দীর্ঘ তিনবর্ষ পরে,
রহিব নিশ্চিন্ত মোরা এই আশা ধ'রে।

সর্ব্বদিকে সব আশা করিয়া পূরণ,
নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া দেশে এসো বাছাধন!
রেখো সদা মতি, বৎস, ঈশ্বরের পায়,
সব বিপদেতে তিনি হবেন সহায়।

(আজি) অশ্রুজলসহ তোরে দিতেছি বিদায়,
ফিরে হাসিমুখে যেন সম্ভাষি তোমায়।
বিদায়ের কালে এই আশীর্ব্বাদ করি,
চলিবে সতত পিতৃপদ লক্ষ্য করি।
রাখিবে তাঁহার মত চরিত্র নির্ম্মল,
লভিবে তাঁহার মত সদ্গুণ সকল॥

* সুশীল কুমারের সহধর্ম্মিণী।

কমলে-কামিনী *

(১৪ই শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল)

দেখ দেখ চেয়ে সবে কিবা মনোরম,
কামিনী কমলে আজ মধু সমাগম।
কামিনী ফুটিল দেখি, কমল প্রফুল্ল মুখী,
বারি বিনা পদ্ম কেবা করেছ দর্শন ?
বিধি বরে হ'ল আজি অঘট ঘটন।
শুনেছি শ্রীমন্ত বেয়ে যাইতে তরণী,
দেখিল নীলাম্বুমাঝে কমলে কামিনী।
কিন্তু এ যে অপরূপ, হেরিনু অপূর্ব্ব রূপ,
কামিনীর পাশে আজ ফুটে কমলিনী ;
কি ছার সে শ্রীমন্তের কমলে কামিনী।
ঐ দেখ, বসি দোঁহে বিবাহ আসনে,
সলাজে দেখিছে দোঁহে উভয়ের পানে।
কামিনীর স্নিগ্ধ বাসে, ফুল্ল কমলিনী হাসে,
জোছনার সনে যেন খেলিছে দামিনী,
কে দেখিবে দেখ আসি কমলে-কামিনী।
ধন্য ধন্য দয়াময় করুণা নিদান !
এ শুভ মিলন এযে তোমারি বিধান।
তুমি দেব দয়া করে, দোঁহে দিলে এক করে।
সুখে দুঃখে কুশলেতে রেখ দুজনায়,
দুইটি জীবন যেন একই লক্ষ্যে ধায়।

* বন্ধুবর ভূপাল চন্দ্র বসুর দ্বিতীয়া কন্যা "কমলিনী," তাহার স্বামী "কামিনী"।

কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রশান্তকুমার বসুর জন্মদিন উপলক্ষে---

(১৫ই চৈত্র, ১৩২৩ সাল)

বৎস "প্রশান্ত," !

ভক্তি ভরে বিভুপদে কর নমস্কার।
এগার বৎসর পূর্ণ হইল তোমার॥
তাঁহার কৃপায়, বাধা বিঘ্ন অতিক্রমি।
দ্বাদশ বৎসরে আজ পড়িলে যে তুমি॥
দীর্ঘজীবি হ'য়ে থাক আশীর্ব্বাদ করি।
সংসারেতে কেহ যেন নাহি থাকে অরি॥
দ্বেষ হিংসা কারো সনে কভু না করিবে।
ছোট বড় সমভাবে সবারে দেখিবে॥
গুরুজন প্রতি সদা করিবে ভকতি।
দয়া প্রকাশিবে দীন দুঃখীদের প্রতি॥
কলহ করিবে নাহি কভু কারো সনে।
মিষ্ট বাক্যে সকলেরে তুষিবে যতনে॥
মন দিয়া লেখা পড়া করিবে সতত।
নিত্য নব নব পাঠে সুখ পাবে কত॥
তব জন্মদিনে কিবা দিব উপহার।
(লও) আশীর্ব্বাদ সহ এই কবিতার হার॥

———

তৃতীয় পুত্র শ্রীমান্ অনিলকুমার বসুর ইংলণ্ড গমনোপলক্ষে—

আশীর্ব্বাদ

(২০শে আগষ্ট ১৯২০ সাল শুক্রবার)

(১)

উচ্চশিক্ষা লভিবারে আত্মীয় স্বজন ছেড়ে
যাইতেছ সাগরের পার
এই আশীর্ব্বাদ করি বিঘ্ন বিনাশন হরি
হইবেন সহায় তোমার ॥

(২)

প্রলোভনে পড়ি তথা ভুলোনা'ক পিতামাতা
ভুলনারে আত্মীয় স্বজন (ভ্রাতাভগ্নীগণ)
মোরা তোরে যার তরে পাঠাইতেছি এত দূরে
যত্নে তাহা করিও সাধন ॥

(৩)

দীর্ঘ তিন বর্ষ ধ'রে আমরা ছাড়িয়া তোরে
কেমনেতে থাকিব জানি না
মনে হ'লে এই কথা মনে বড় পাই ব্যথা
মাঝে মাঝে হয় যে ভাবনা ॥

(৪)

কিন্তু বাছা তোর যে রে ভবিষ্য উন্নতি তরে
মোরা ধৈর্য্য ধরিয়া হিয়ায়
ঈশ্বরে নির্ভর করি তাঁর পাদপদ্ম স্মরি
তোরে বাছা দিতেছি বিদায় ॥

(৫)

যাও বৎস যাও ওরে বিদ্যা লভিবার তরে
তথা সদা থেকো সাবধানে
বিভুপদে রাখি মন কো'রো জ্ঞান উপার্জ্জন
বিভূষিত হ'য়ো নানা গুণে ॥

(৬)

সতত সৎপথে থেকো চরিত্র নির্ম্মল রেখো
পিতৃসম হ'য়ো গুণবান
ফিরে এসে দেশ প্রতি থাকে যেন ভক্তি প্রীতি
সাধিও রে দেশের কল্যাণ ॥

(৭)

আজি সবে আঁখি নীরে বিদায় দিতেছি তোরে
পুনঃ ফিরে তিন বর্ষ পরে
যবে কার্য্য সিদ্ধি ক'রে ফিরিয়া আসিবে ঘরে
আনন্দেতে ল'ব বুকে ক'রে ॥

ভগবানের কৃপা ভিক্ষা

জীবন অবসান

(১)

তব দয়া কত দেব ! এ দাসীর প্রতি
ক্ষুদ্র আমি বর্ণিবারে নাহিক শকতি
যখনি চেয়েছি যাহা
তখনি পেয়েছি তাহা
ধন মান সকলই কৃপায় তোমার
কতই করুণা তব কি বর্ণিব আর ।

(২)

সাজায়ে দিয়েছ নাথ সোণার সংসার
মনোমত স্বামী পুত্র কন্যা পরিবার
সকলি দিয়াছ তাত
কোন খেদ নাহিক ত
তোমার চরণে শুধু এই ভিক্ষা চাই
অন্তিমে ও পাদপদ্মে পাই যেন ঠাঁই ।

(৩)

এ জীবন অবসান হইবে যখন
এই ইচ্ছা দয়াময় যেন গো তখন
স্বামীপদ শিরে ধরি
তোমার চরণ স্মরি
শুনিতে শুনিতে তব মধুময় নাম
যেন প্রভো এ জীবন হয় অবসান